সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ

সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ন

[সটীক]

(ভূমিকা ও বিস্তৃত পরিশিষ্ট সহ)

অরুন্ধতী, আদর্শমহিলা, ভক্তশিশু প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস পাব্লিকেশন্স্ (প্রাঃ) লিমিটেড —এলাহাবাদ
ও
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস— ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৩৯

সম্পাদকের নিবেদন

কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণ প্রকাশে আমি প্রধানতঃ বটতলা সংস্করণকে আশ্রয় করিয়াছি। তবে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ সকলের মধ্যে বটতলা সংস্করণ হইতে যেখানে যে পার্থক্য দেখা গিয়াছে তাহা এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে।

আমাদের এই সংস্করণ সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা আছে।

১। কোনো অংশ বাদ দেওয়া হয় নাই। ইহা কাটা ছাঁটা সংস্করণ নহে।

২। কোন কোন স্থলে পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়া মূল বাল্মীকি রামায়ণ অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়াছি। মান্ধাতার উপাখ্যান দ্রষ্টব্য ৯ পৃষ্ঠা।

৩। অশ্লীল অংশগুলির সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন ভিন্ন ভাষা ভাব ও ছন্দঃ রক্ষার জন্য শব্দগত পরিবর্ত্তন কোথাও কোথাও করিতে হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন অনেক স্থানেই সেই কবিতার শব্দগুলির স্থান-পরিবর্ত্তনেই সাধিত হইয়াছে; কিন্তু কোথাও কোথাও এই নিয়ম অনুসৃত হয় নাই। দণ্ডরাজের উপাখ্যান ১০ পৃঃ, হেমাকন্যার উপাখ্যান ২৪০ পৃঃ, হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত ৬৪০ পৃঃ, রম্ভাবতী উপাখ্যান ৬৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪। রামায়ণের ভাষা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও আধুনিক ছন্দঃনীতিসঙ্গত। কিন্তু প্রচলিত রামায়ণে শিব-বিবাহ প্রভৃতি অংশে প্রাচীন পাঠই রহিয়া গিয়াছিল। সুতরাং সরল ছন্দঃ-সঙ্গত পাঠ পড়িতে অভ্যস্ত রামায়ণ-পাঠকের পক্ষে উহা বড়ই বিসদৃশ লাগিত। এই হেতু জয়গোপালাদি-প্রদর্শিত পন্থানুসারে তাহা যথাসম্ভব মার্জ্জিত ও ছন্দঃ-সঙ্গত রূপে গ্রথিত হইয়াছে। ৫৭৬ পৃষ্ঠা হইতে ৫৮৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

৫। বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণে হেডিং যাহা ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাতে অনেক স্থলে দুই তিন বিষয়ের বর্ণনা একত্র লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয়। আমাদের এই সংস্করণে ঐরূপ হেডিং অনেক স্থলে বর্ণনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

৬। গ্রন্থ সম্পাদন সময়ে কেবল মাত্র পাদটীকায় কয়েকটা শব্দের অর্থ মাত্র দিয়াই সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। রামায়ণ সম্পাদন করিতে গিয়া আমার যেখানে যে সন্দেহ জাগিয়াছে তাহা নিরসনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বর্ণিত Reference সংগ্রহ করিতে আমাকে যে কত বই পড়িতে হইয়াছে এবং কত অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। এইরূপ সংগ্রহ কার্য্যে গ্রন্থকলেবর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

৭। রামায়ণোল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয় রামায়ণে বিশদভাবে লিখিত নাই। তাহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল স্বাভাবিক। এই হেতু সে-সকলের বিস্তারিত বিবরণ নানা পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া পরিশিষ্ট ভাগে সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রামায়ণ পাঠ কালে রামায়ণ-সম্বন্ধী কয়েকটি সমস্যা বা তথ্য পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করে। তাহাদেরও সমাধান পরিশিষ্ট ভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ কার্য্যে 'ত্রেতাবতার রামচন্দ্র' পুস্তকের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী।

৮। রামায়ণ সম্পাদন করিতে গিয়া আমাকে হিন্দী ভাষায় 'তুলসীদাস রামায়ণ' পড়িতে হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান প্রেস সম্পাদিত 'তুলসীদাস রামায়ণ' পাঠ কালে যে যে পৌরাণিক ঘটনার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি

তাহা যথাস্থানে পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। বঙ্গের শ্রীবেঙ্কটেশ্বর মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত তুলসীদাস রামায়ণে অগ্নিবেশমুনি-সম্মত শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-সময় হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর তিথি-মাস-বর্ষ-গত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুখ্য ছন্দে (পয়ার ছন্দে) তাহার মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিয়াছি। এই অংশ পাঠে কৃত্তিবাসী রামায়ণ-পাঠকের কৌতুহলের আর এক দিক উদ্‌ঘাটিত হইবে বলিয়া মনে করি।

৯। রামায়ণোল্লিখিত স্থানসমূহের ভৌগোলিক সংস্থান জানিবার জন্য পাঠকের কৌতুহল অনিবার্য্য। এজন্য তাহা পরিশিষ্ট ভাগে লিখিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ কার্য্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিত বাংলা ভাষার অভিধান ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই অবসরে তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

১০। ভূমিকাভাগে কৃত্তিবাস-কথা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। তৎসহ বাল্মীকির সীতা-রাম চরিত্রের সহিত কৃত্তিবাসের সীতা-রাম চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনা, বাল্মীকির রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিষয়-গত পার্থক্য, ফুলিয়া গ্রামের যাত্রা-পথ ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে।

১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রে প্রকাশিত বাবু সুজননাথ মুস্তৌফী মহাশয়ের লিখিত 'গ্রামরত্ন ফুলিয়া' প্রবন্ধ হইতে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এবং ফুলিয়া গ্রামের যাত্রাপথ সঙ্কলন করিয়াছি। এই অবসরে ভারতবর্ষ পত্রিকা ও সুজননাথ মুস্তৌফী মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

১১। ভূমিকাভাগ লিখিবার সময় আমি ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। এজন্য তাঁহার নিকট আমি চির-ঋণী রহিলাম।

বাল্যকালে যখন রামায়ণ পড়িতাম, তখন রামায়ণোল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়, ঘটনাবলীর কারণ ও পৌরাণিক বিষয়গুলি জানিবার জন্য অতিশয় কৌতুহল জাগিত। রামায়ণ সম্পাদন করিতে গিয়া ঐ সকল বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। যদি অনবধানতা বশতঃ কোনো বিষয় বাদ পড়িয়া থাকে বা সংগ্রহ কার্য্যে ভুল হইয়া থাকে তবে পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা জানাইলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত সংযোজন বা সংশোধন করিয়া দিব।

রামায়ণ সম্পাদন করিতে গিয়া আমাকে অনেক প্রাচীন পুস্তক পড়িতে হইয়াছে। পাদটীকায় ও পরিশিষ্ট ভাগে তাহা লক্ষিত হইবে। এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই নবীন সংস্করণ পাঠে যদি একজন পাঠকের চিত্তেও প্রাচীন পুস্তক পাঠের আগ্রহ জন্মে তবে আমি আমার এই পরিশ্রম সফল মনে করিব।

পরিশেষে গভীর পরিতাপের সহিত লিখিতেছি যে, যিনি আমাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পাদনের ভার দিয়াছিলেন, আমার সেই পিতৃকল্প শ্রদ্ধাভাজন বাবু চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বড়ই দুঃখ রহিয়া গেল যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে ইহা তিনি জানিতে পারিলেন না। এই হেতু সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের পবিত্র-স্মৃতির উদ্দেশে এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ উৎসর্গীকৃত করিয়া শ্রদ্ধা-নিবেদন করিলাম। ইতি—

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আমার পিতৃ-কল্প পরম শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞান-গুরু
স্বর্গীয় চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে ।
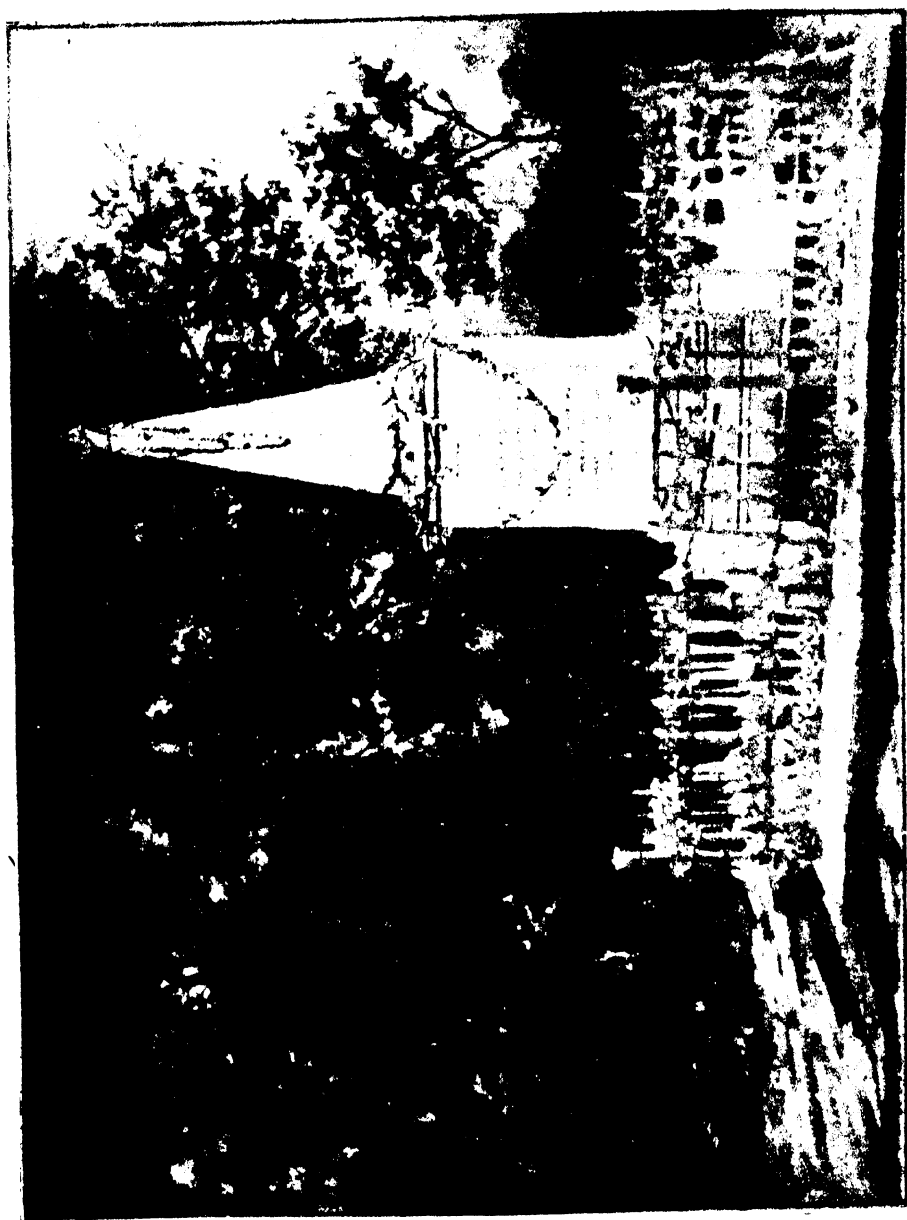
ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থ—কৃত্তিবাসের ভিটা—মুখ পত্র

ভূমিকা

বাংলার কাব্য কাননে যে-দিন প্রথম পিক-ঝঙ্কার শোনা গিয়াছিল, সেইদিন বাংলাভাষার এক অতি-শুভ দিন। সেই দিন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এক মহান্ গৌরবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু সে যে কত দিন পূর্ব্বে তাহা কে জানে! অনাদি অনন্ত কালগর্ভে সে-দিনের ইতিহাস নিহিত থাকিলেও তাহার সাল-তারিখ নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু তাহা হইলেও সেই শুভ সূচনার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলার কাব্য-কাননে নানা পুষ্পলতার অভ্যুদয়ে ও নানা বিচিত্রবর্ণের কুসুম সম্ভারে ইহা পৃথিবীর ক্ষেত্রে আপন আসন বিছাইয়া লইয়াছে। এ ভাষা পরাধীনের ভাষা— এ ভাষা মৃতপ্রায় পঙ্গুর ভাষা হইলেও নানা ওজস্বিনী ভাবধারার ও মনীষার রস-সম্পদে ইহা প্রতি-দিনই বৈচিত্র্যলাভ করিতেছে। কিন্তু ইহার এই ভাব-সম্পদের মূল রসধারায় সন্ধান করিলে জানা যায় যে, বাংলার বহু মনীষী ও প্রেমের উপাসক তাঁহাদের অনন্যসাধারণ মনীষা ও স্ব-ভাষা-প্রেমের প্রভাবে কালের বিশাল প্রান্তরে তাঁহাদের কীর্ত্তি-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়েও তাহার বিনাশ হয় নাই। অনুকূল-প্রতিকূল কত ভাবস্রোতনার মধ্য দিয়া সেই রসধারা ফল্গু-স্রোতের মত প্রবহমাণা। কিন্তু তাহার মূল উৎসের সন্ধান করিলে যাঁহাদের চরণোপান্তে উপস্থিত হইতে হয়, ফুলিয়ার পণ্ডিত **কৃত্তিবাস** তাঁহাদের অন্যতম।

কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বা তিনি কোন্ সময়ে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি তাঁহার একটি আত্ম-বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য তাহা এস্থলে মুদ্রিত করিলাম। তাহা অবলম্বন করিয়াই আমরা কৃত্তিবাসের জীবন-কথা আলোচনা করিব।

কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥

পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায়॥
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এথায়।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল্য তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥

ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন-ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি ॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ, তাহার তনয় ॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী ॥
মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মুরতি ॥
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি ॥
সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী ॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী।
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস ॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর ॥
মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখুটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে ॥
সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর ॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার ॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোঁড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া ॥
গোবিন্দ, জয়, আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিভাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর ॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁহার ॥
মুখুটী বংশের পদ্ম, শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জন শিখে যাহার আচার ॥

কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে ॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে ॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥
বৃহস্পতিবারের ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার ॥ †
তথায় করিলাম আমি বিভার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিভার বিচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে ॥
বিভা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিভা সমাপন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উগ্নাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিভার উদ্ধার ॥
গুরু স্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥
রাজ পণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে ॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি ॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখুটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ।
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনপরে ॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার,
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার ॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে ॥

ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভা খান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিকে নাট্যগীত সর্ব্বলোক হাসে!
চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আওাসে॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে॥
রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে, গুরু আজ্ঞা দান।
রাজ আজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে॥

(শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত।)

কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ

এই আত্ম-বিবরণ হইতে ও অন্যান্য কুলপঞ্জিকা দৃষ্টে কৃত্তিবাসের এইরূপ বংশতালিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।
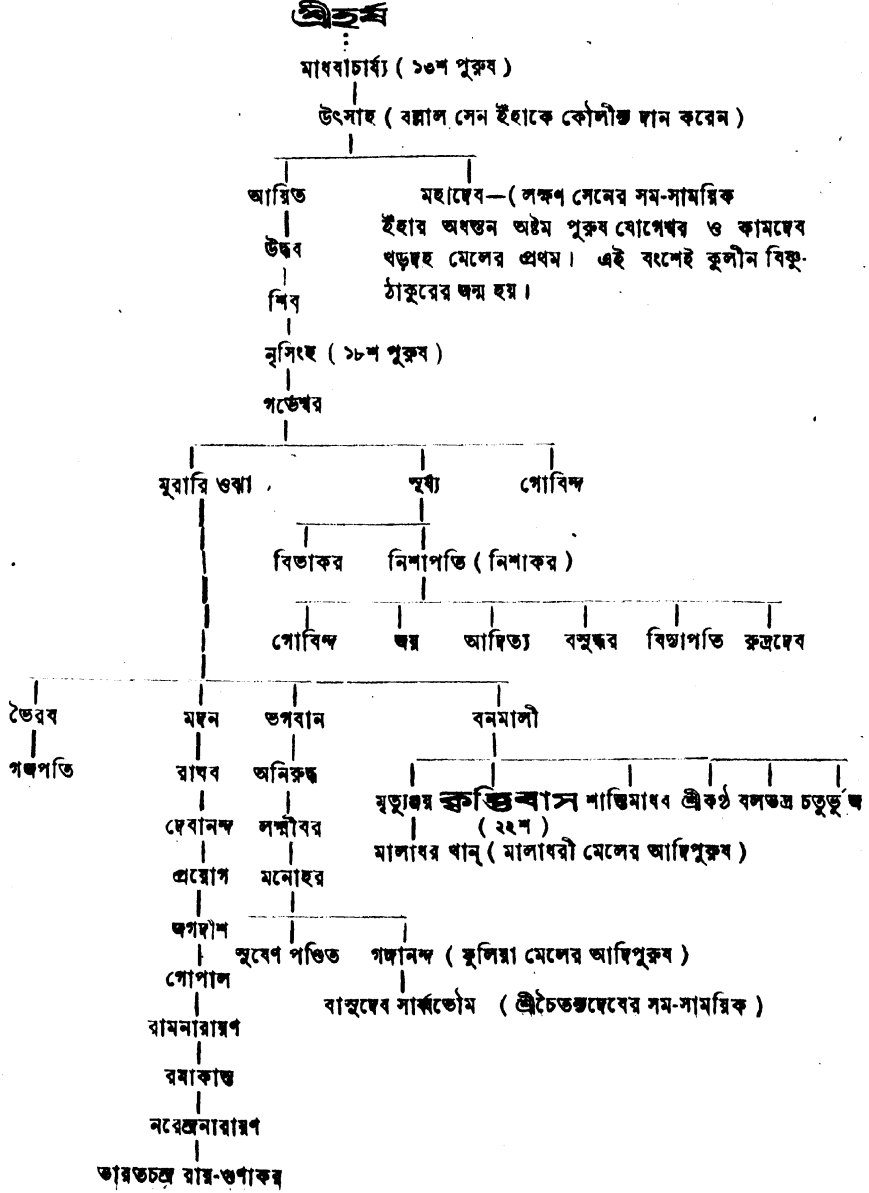
কৃত্তিবাস আত্ম-বিবরণে লিখিয়াছেন :—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন রবিবার শ্রীপঞ্চমী অর্থাৎ সরস্বতী পূজার দিন কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে নানা জ্যোতিষিক আলোচনায় পরিশেষে স্থির হইয়াছে যে, কৃত্তিবাস ১৪৩২ খৃষ্টীয় শকের ২৯ মাঘ রবিবার তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। *

কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী ওঝা ও মাতার নাম মালিনী দেবী। কৃত্তিবাসের ছয় সহোদর ও এক ভগিনী ছিলেন। সহোদরগণের নাম—মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, শ্রীধর, বলভদ্র, চতুর্ভুজ। ভগিনীর নাম জানা যায় না।

কৃত্তিবাসের বাল্যজীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে পরিণত বয়সে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইয়াছিলেন নানা লেখকের লিখিত বিবরণীতে তাহা জানা যায়।

মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া বঙ্গদেশে বাস করাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে শ্রীহর্ষের বংশে অধস্তন ২২শ পুরুষ কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাস যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশে প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে বংশ-তালিকা মুদ্রিত করিয়াছি তদ্দৃষ্টে ইহা অবগত হওয়া যাইবে।

কৃত্তিবাস আত্ম-বিবরণে লিখিয়াছেন—একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যখন দ্বাদশ বর্ষে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে পড়িবার জন্ম বৃহস্পতিবারের ঊষা-অন্তে শুক্রবারের প্রভাতে বড় গঙ্গা † পার হইয়া উত্তর দেশে গমন করিয়াছিলেন। ‡ এই বড়গঙ্গা ও উত্তর দেশ সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, বড় গঙ্গা যশোহর জিলায় বর্ত্তমান। এজন্ত অনুমান হয়, তিনি বড় গঙ্গা পার হইয়া যশোহরে পাঠের জন্ত গিয়াছিলেন। কিন্তু ফুলিয়া ও নবদ্বীপের ভৌগোলিক সংস্থান দেখিয়া এইরূপ অনুমিত হয় যে, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে কৃত্তিবাস বিদ্যা-শিক্ষার জন্ত ভাগীরথী পার হইয়া নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। যে-সময়ের কথা হইতেছে, সেই সময়ে ফুলিয়া গ্রামের সন্নিকটে অথবা চতুর্দ্দিকে গঙ্গার নানা শাখা-প্রশাখা ছিল। সুতরাং সেই সকল ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা পার হইয়া ভাগীরথী অতিক্রম করতঃ বিদ্যা-শিক্ষার জন্ত নবদ্বীপে যাওয়াই অধিকতর সঙ্গত ও সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কালের বিশাল কুক্ষিতে জানি না কোন্ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে—কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও সম্ভাব্যতার ঐতিহ্যে আমাদের এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত

---

* শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গণনা-অনুযায়ী লিখিত।

† শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় গণনা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কীর্ত্তিবাস ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ঊষাকালে বিদ্যাশিক্ষার্থ বড় গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছিলেন।

‡ গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা অতিক্রম করিয়া মূল গঙ্গা পার হওয়াই বুঝাইতেছে। এখনো পশ্চিম বঙ্গের সুবিখ্যাত দামোদর নদকে অনেকস্থানে বড় নদী বলিতে শোনা যায়।

বলিয়া অনুমিত না-ও হইতে পারে। স্মরণাতীত কাল হইতে নবদ্বীপ সংস্কৃত আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং কৃত্তিবাস যে ফুলিয়া হইতে নবদ্বীপে গিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে।

কৃত্তিবাসের যে বংশ-তালিকা পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কৃত্তিবাসের পিতৃব্য-পৌত্র লক্ষীবরের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ বাসুদেব সার্ব্বভৌম, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুতরাং যদি অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়সে এক এক পুরুষ ধরা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যায় যে, কৃত্তিবাসের প্রায় শতাধিক বর্ষ পরে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং কৃত্তিবাসের বিদ্যমানতা ১৩০৭ শকের কাছাকাছি হয়। অতএব কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল এখন হইতে পাঁচশত বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নিঃসংশয়ে ধরা যাইতে পারে। আমাদের এই উক্তির সমর্থন আমরা অন্য প্রকারেও করিতে পারি।

বল্লাল সেন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে মেল-বন্ধন করিয়া দেন। ঐতিহাসিক সত্য সাক্ষ্য দিতেছে যে, ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ফুলিয়া মেল প্রবর্ত্তিত হয় এবং এই ফুলিয়া মেলের আদি-পুরুষ মালাধর খাঁ। এই মালাধর খাঁ কৃত্তিবাসের জ্যেষ্ঠাগ্রজ মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র। (বংশ-তালিকা দ্রষ্টব্য)। বংশের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইবেন, সম্মানের যশোমাল্য তাঁহারই প্রাপ্তব্য। সুতরাং কৃত্তিবাস-বংশোদ্ভব মালাধর খাঁ যে-সময়ে বঙ্গাধিপের যশোমাল্য পাইলেন, তখন নিশ্চয়ই কৃত্তিবাস স্বর্গবাসী হইয়াছেন। সুতরাং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গণনানুযায়ী কৃত্তিবাসের জন্ম যদি ১৪৩২ খৃষ্টাব্দেই হইয়া থাকে তবে আমাদের মনে হয়, তিনি এবং তাঁহার অপর সহোদরগণ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাস ৪৮ বৎসরের অধিককাল জীবিত ছিলেন না।

এইবার আমরা কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন:—পূর্ব্বে বেদানুজ * নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পাত্রের (মন্ত্রীর) নাম ছিল নারসিংহ ওঝা। বঙ্গদেশে একটা প্রমাদ (বিপ্লব) পতিত হইলে † নারসিংহ ওঝা বঙ্গদেশ

---

* বাবু নগেন্দ্রনাথ মুস্তৌফি মহাশয় লিখিয়াছেন:—"কায়স্থকুল-তিলক দনুজমর্দ্দন দেব রাজা গণেশের পুত্র হিন্দু-কুলাঙ্গার স্বধর্ম্মত্যাগী ও অত্যাচারী যদু বা জালালুদ্দীন মহম্মদের রাজত্বকালে বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুয়া নগরী জয় করিয়া লইয়া স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করেন। উহা ১৩৩৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে বা ৮১৯-২০ হিজিরার কথা। দনুজমর্দ্দন দেবের পরে তৎপুত্র বীরবর মহেন্দ্রদেব পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদের অধিপতি হন। মহেন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের দুই এক বৎসর পরে পাণ্ডুয়া তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। মহেন্দ্রের মৃত্যুর পরে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমাবল্লভ সিংহাসনারোহণ করেন। সে সময় চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের অধিকার চন্দ্রদ্বীপে সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডে মহাশক্ত মহাবীর দনুজমর্দ্দনকে মহেন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঘুষঘটের 'দেববংশ' হইতে গৃহীত উক্ত বর্ণনা কেহ কেহ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। উক্ত 'দেববংশে' লিখিত আছে যে, দনুজমর্দ্দন গৌড় রাজ্য ত্যাগ করিয়া গুরুর আদেশে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। ইদিলপুরের কারিকায় প্রকাশ আছে যে, দনুজমর্দ্দন দেব চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ঐতিহাসিকগণের মতে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্যের রাজধানী পাণ্ডুয়া ও উত্তর বঙ্গ তাঁহাদের করতলগত ছিল। হয় ত সেজন্য তাঁহারা গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস দনুজমর্দ্দন হইতে রমাবল্লভের রাজত্বকালে কোন সময়ে চন্দ্রদ্বীপ-রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

† শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন, ফকরুদ্দীন কর্ত্তৃক সুবর্ণগ্রাম অধিকার কালের (১৩৪৮ খৃষ্টাব্দের) অত্যাচার।

ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপ্লব-তাড়িত ওঝা সুখভোগ (শান্তিলাভ) কামনায় গঙ্গাকূলে বেড়াইতে বেড়াইতে বাসের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে রাত্রি উপস্থিত হইল। ওঝা একস্থানে শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইতে মাত্র এক দণ্ড সময় আছে এমন সময়ে ওঝা সহসা কুকুরের শব্দ শুনিতে পাইলেন। ওঝা বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা আকাশ-বাণী শুনিলেন,—"এইখানে মালী জাতির বাস ছিল ও মালঞ্চ (বাগান) ছিল ; এই জন্য এই স্থানের নাম হইয়াছে ফুলিয়া। এই ফুলিয়া অতি-প্রসিদ্ধ স্থান, এজন্য ইহা গ্রামরত্ন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছে।"

এ-হেন ফুলিয়ায় বাস করিয়া নারসিংহ ওঝা অতিশয় ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া পড়িলেন। ধন-ধান্যে পুত্র-পৌত্রে তাঁহার সংসার অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। নারসিংহ ওঝার পুত্রের নাম গর্ভেশ্বর। গর্ভেশ্বরের মুরারি, সূর্য্য ও গোবিন্দ নামক তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে মুরারি জ্ঞানে-শীলে ভূষিত ছিলেন। মুরারির সাত পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভৈরব, রাজসভায় তাঁহার বিশেষ গৌরব ছিল। মহাপুরুষ মুরারির যশ জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মুরারি মহাপুরুষ ধর্ম্মচর্য্যারত মহিমাশালী ও সম্মানাস্পদ (মানী) অপ্রমত্ত (মদ-রহিত) ও সুদর্শন (সুন্দর মূর্ত্তি) ব্যাস ও মার্কণ্ড (মার্কণ্ডেয়) মুনির মত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার অপর পুত্রের নাম বনমালী। তিনি অত্যন্ত সুশীল ও ভগবান (মহাপুরুষ বা ঐশ্বর্য্যশালী) ছিলেন। ওঝা প্রথমে (বোধ হয় বনমালী) গাঙ্গুলী কুলে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান হয়, বনমালীর আরো বিবাহ ছিল। "আর এক বহিন হৈল সতাই-(বিমাতা) উদরে" হইতেও এই কথার সমর্থন হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণ রাজার অধীন ছিল ; এই জন্য বঙ্গভাগে (বঙ্গদেশে) বনমালীর সুখের সংসার ছিল। গোঁসাইপ্রসাদে (ভগবানের অনুগ্রহে) কুলে-শীলে ঠাকুরালে (প্রভুত্বে) মুরারি ওঝার পুত্রগণ অতিশয় বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। পতিব্রতা মাতার যশে জগৎ ভরিয়া গেল। এই পতিব্রতা মাতার গর্ভে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাসের ছয় সহোদর ও বিমাতার গর্ভে এক ভগিনী জন্মগ্রহণ করেন। ভ্রাতৃগণের নাম—মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, শ্রীধর, বলভদ্র, চতুর্ভুজ। (বিমাতার গর্ভজাতা ভগিনীর নামোল্লেখ নাই।) মাতার নাম মালিনী, পিতার নাম বনমালী। কৃত্তিবাস ও কৃত্তিবাসের অপর পাঁচ ভাই সকলে গুণশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,—"আপনার জন্মকথা পরে কহিব। মুখুটি বংশের অন্য কথা বলিতে বাকি আছে, সেই কথাই এখন বলিতেছি। পূর্ব্বোল্লিখিত গর্ভেশ্বরের তিন পুত্রের মধ্যে 'মুরারি'র কথা কিছু বলিয়াছি, এখন "সূর্য্য পণ্ডিতের" কথা কিছু বলিতেছি। এই সূর্য্য পণ্ডিতের দুই পুত্র প্রথম পুত্রের নাম বিভাকর ; তিনি সর্ব্বাংশে বাপের সোসর ছিলেন। অপর পুত্রের নাম নিশাপতি ; (কেহ কেহ বলেন নিশাকর) ইঁহার অত্যন্ত ঠাকুরাল (প্রভুত্ব) ছিল। ইঁহার দ্বারে সর্ব্বদা সহস্র লোক থাকিত। গৌড়েশ্বর ইঁহাকে একটি ঘোড়া দিয়াছিলেন এবং ইঁহার পাত্র-মিত্রগণ সকলে এক এক খাসা জোড়া (শাল) পাইয়াছিলেন। এই নিশাপতির—গোবিন্দ, জয়, আদিত্য, বসুন্ধর, বিদ্যাপতি, রুদ্র নামক ছয় পুত্র ছিল। এইখানে একটা সন্দেহ দেখা দিতেছে। গর্ভেশ্বরের

পুত্র মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ। আবার সূর্য্যের পুত্র বিভাকর ও নিশাপতি। নিশাপতির এক পু নাম গোবিন্দ। সুতরাং নিশাপতি পুত্র 'গোবিন্দ'-এর বৃদ্ধপিতামহও 'গোবিন্দ' নামধেয় হইতেছে বঙ্গ-সংসারে এ-রকম নাম রাখিবার প্রথা নাই। সুতরাং কেন এরূপ হইল, বুঝিতে পারা যায় না।

'ভৈরব'-এর পুত্রের নাম গজপতি। ইনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। বারাণসী পর্য ইঁহার কীর্ত্তি বিঘোষিত ছিল। এই মুখুটি-বংশোদ্ভব সকলেই অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহা আচার-ব্যবহার ব্রাহ্মণ-সজ্জনের অনুকরণীয় ছিল। কুলেশীলে-ব্রহ্মচর্য্যে মুখুটি-বংশ জগতে বিখ্য হইয়াছিল। 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস' অর্থাৎ মাঘ মাসের সংক্রান্তি শ্রীপঞ্চমী (সরস্ব পূজার দিন) "রবিবার আমি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিলাম।"

কৃত্তিবাস ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাঁহার পিতা 'উত্তম বস্ত্র দিয়া' তাঁহাকে কোলে লইয়াছিলে এই সময়ে কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারি ওঝা দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ দেশে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলে মুরারি ওঝা পৌত্রের নাম কৃত্তিবাস রাখিলেন। কৃত্তিবাস এগার বর্ষ পার হইয়া যখন দ্বাদশ ব উপনীত হইলেন, সেই সময়ে (জ্যোতিষিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফা বৃহস্পতি রজনী-যোগে) কৃত্তিবাস বড় গঙ্গা পার হইয়া (অর্থাৎ ভাগীরথী পার হইয়া) উত্তর দে (নবদ্বীপে) বিদ্যা-শিক্ষার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের বুদ্ধি অতিশয় তেজস্বিনী ছিল এজন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। তাঁহার শরীরে সরস্বত অধিষ্ঠান ছিল। নানাচ্ছন্দে নানা ভাষা আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তিমতী হইতে লাগিল। কৃত্তিব বিদ্যা সমাপন করিবার ইচ্ছায় গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কৃত্তিবাসের গুরু ব্য বশিষ্ঠ, বাল্মীকি ও চ্যবনের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কৃত্তিবাসের গুরু ব্রহ্মার ন্যায় 'উগ্রাকার' (তেজস্বী ছিলেন। মঙ্গলবার দিবসে কৃত্তিবাস গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিদায়কালে গুরু নানা শুভকামনা করিয়া ও নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদ দিয়া কৃত্তিবাসকে বিদায় দা করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস রাজপণ্ডিত হইবার আশায় গৌড়েশ্বরের * নিকটে গমন করিয়া পাঁচ শ্লোক পাঠাইয়া দেন। কৃত্তিবাস দ্বারীর হস্তে ঐ শ্লোক পাঁচটি পাঠাইয়া রাজাজ্ঞা প্রাপ্তির আশা দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে থাকেন। যখন ৭ ঘড়ি (১৪ দণ্ড) বেলা হইল, তখন সুবর্ণবেত্র-ধার দ্বারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ফুলিয়ার পণ্ডিত 'মুখুটি কৃত্তিবাস' কে? রাজার আদেশ হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করুন।" নয় দেউড়ি পার হইয়া কৃত্তিবাস দরবারে উপস্থিত হইলেন গিয়া দেখিলেন, রাজা সিংহাসনের উপর সিংহের ন্যায় বসিয়া আছেন। রাজার দক্ষি জগদানন্দ নামধারী মন্ত্রী এবং তাঁহার কাছে সুনন্দ নামক ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। বা কেদার খাঁ ও দক্ষিণে নারায়ণ নামক পাত্র-মিত্রসহ রাজা হাস্য-পরিহাসে নিমগ্ন আছেন

---

* কোন কোন মতে রাজা গণেশ। কোন কোন মতে চন্দ্রদ্বীপের রাজা। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমা করেন, ইনি তাহিরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণ। ইঁহার ভাগিনেয়ের নাম 'আত্ম-বিবরণ'-লিখিত জগদানন্দ জগদানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণ (মহাপাত্র) এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা মুকুন্দ (মুকুন্দ ভাদুড়ী) প্রধান পণ্ডিত। এতগুলি মিল দেখিয় তিনি এইরূপ অনুমান করিতেছেন।

নিকটে নৃত্যগীত-বিশারদ গন্ধর্ব্ব রায় উপবিষ্ট। নৃত্যগীতে দক্ষতার জন্য এই গন্ধর্ব রায় রাজা ও রাজ-সভাসদ্‌গণ কর্তৃক পূজিত হইতেন। তিনটি মন্ত্রী রাজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। দক্ষিণে কেদার রায়, বামে তরণী এবং ধর্ম্মাধিকারী (প্রধান বিচারপতি) শ্রীবৎস, সভাপণ্ডিত মুকুন্দ এবং প্রধান মন্ত্রীর পুত্র জগদানন্দ রাজসভার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। বিদ্বজ্জন-পূর্ণ সেই রাজসভা দর্শনে কৃত্তিবাস চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাস আরো দেখিয়াছিলেন, রাজার সম্মুখে অনেক লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাজসভায় নৃত্যগীত হইতেছে, সর্ব্বলোক হাসিতেছে। (বোধ হয় বিদূষকের রহস্যোক্তি শ্রবণ করিয়া) রাজসভার চতুর্দ্দিকে সমস্ত লোকজন মহাব্যস্ত, আঙিনায় রাঙা মাজুরি পাতা। তার উপর নেতের পাছুড়ি (রেশমী চাদর) বিছানো। উপরে পাটের চাঁদোয়া (রেশমী কাপড়ের চন্দ্রাতপ) শোভা পাইতেছে। কৃত্তিবাস যে সময় রাজসভায় গমন করেন তখন মাঘ মাস। গৌড়েশ্বর মাঘ মাসের রৌদ্র পোহাইতেছেন। এমন সময়ে কৃত্তিবাস রাজসভায় গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁহাকে নিকটে আসিবার জন্য হাতের ইসারায় ডাকিলেন। রাজার আদেশে পাত্র উচ্চৈঃস্বরে কৃত্তিবাসকে আহ্বান করিলেন। কৃত্তিবাস রাজার চারি হাত অন্তরে দাঁড়াইয়া সাতটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। পঞ্চদেব কৃত্তিবাসের শরীরে অধিষ্ঠিত। সরস্বতীর প্রসাদে কৃত্তিবাসের মুখ হইতে ছন্দোবদ্ধ শ্লোক বাহির হইতে লাগিল। শ্লোক শুনিয়া গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পমাল্য দিয়া কৃত্তিবাসের অভ্যর্থনা করিলেন। কেদার খাঁ কৃত্তিবাসের মাথায় চন্দনের ছড়া (চন্দনমিশ্রিত সুগন্ধি জল ঢালিলেন। রাজা গৌড়েশ্বর 'পাটের পাছড়া' (পট্টবস্ত্র) দান করিলেন। গৌড়েশ্বর আরো কিছু দিতে চাহিলেন। পাত্র-মিত্র রাজাজ্ঞা শুনিয়া কৃত্তিবাসকে বলিলেন, মহারাজের কাছে যদি কিছু চাহিবার থাকে, জানাইতে পারেন। কিন্তু কৃত্তিবাস অন্য-কিছুর প্রার্থী ছিলেন না। উন্নত-শির কৃত্তিবাস ত অর্থের প্রয়াসী নয়। সভাসদ্‌গণ কৃত্তিবাসকে চন্দন-চর্চ্চিত করিলেন। সকলে 'ফুলিয়ার পণ্ডিত'কে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশ হইতেই বাংলা কাব্য-কাননে রামায়ণ-বনস্পতির উদ্ভব।

যে বনস্পতির স্নিগ্ধচ্ছায়ায় বঙ্গবাসী পরিতৃপ্ত হইয়াছে—যাহার স্বর্গীয় কুসুমের সৌরভ-সম্ভারে বাঙ্গালীর অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ হইয়া আছে—যাহার চিরসেবিত মলয় পবনের স্নিগ্ধ-হিল্লোলে বাঙ্গালী প্রাণের বেদনা ভুলিয়াছে, সেই রামায়ণ-বনস্পতি বাংলার কাব্য-কাননে যে নবীন স্নিগ্ধতার সঞ্চার করিয়াছে, তাহা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাই না। এই রামায়ণ বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালীকে কোন্ সুখ নন্দনের শ্যামল সৌন্দর্য্যে আত্মহারা করিয়াছে। কবি তাহার এই অপূর্ব্ব রসধারা দরিদ্রের কুটীর-প্রান্ত হইতে রাজ-প্রাসাদের তোরণদ্বারে পৌছাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই সার্ব্ব-লৌকিক প্রীতি-আকর্ষণের শক্তি কোথা হইতে পাইলেন? ইতিহাস তাহার উত্তর দিতে অসমর্থ; মনোবিজ্ঞান তাহার উত্তর দিবে—কবির সার্ব্বজনিক প্রীতি ও বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার প্রাণের দরদ। বাঙ্গালী যাহা চায়, বাঙ্গালীর প্রাণের পিপাসা যে অপূর্ব্ব রসধারায় শান্ত হয়, কবির ভাণ্ডারে তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল বলিয়া কবি তাহা নিঃশেষে বাঙ্গালীকে দান করিয়াছিলেন। এই দান-শৌণ্ডতায় বাঙ্গালীর হৃদয়-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাই আমরা কবির এই মহামহিমতায় পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

বাঙ্গালী চায় সহানুভূতির ভোগবতী-ধারা—তাহার স্নিগ্ধ-শান্ত প্রবাহে আত্মহারা হইতে।

ভাগীরথী-জল চুম্বিত ফুলিয়ার পুণ্যপীঠে বসিয়া বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালীর কাঙ্ক্ষিত নিধি দিয়া তাঁহার এই স্বর্গীয় রস সম্পুট প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তাই এখনো বাঙ্গালী তাঁহাকে 'কলিজার ধন' ভাবিয়া ধরিয়া আছে। রামায়ণের প্রতি বাঙ্গালীর এ অনুরাগ কেন? ইহার মূল উৎসের অনুসন্ধান করিতে হইলে বাঙ্গালীর মনোবৃত্তি আলোচনা করিতে হইবে। বাঙ্গালীর প্রকৃতি বড় কোমল; সে চায়—বৈষ্ণবী কোমলতা ও করুণা। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র বাঙ্গালীর তুলিকায় কোমলতা ও কারুণ্যের অবতার রূপে চিত্রিত হওয়াতেই রামায়ণ বাঙ্গালীর হৃদয়ের নিধি-স্বরূপে এত সুদীর্ঘকাল বিরাজিত রহিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণে যতদিন এই কোমলতা ও কারুণ্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন এই রামায়ণ বঙ্গীয় পাঠকের অরুচিকর হইবে না।

রামায়ণের এইরূপ সর্ব্বজনপ্রিয়তার আর একটি কারণ আছে, তাহা এই।—রামায়ণের ভাষা অতি-সরল; ইহাতে নানা ছন্দের লীলাচঞ্চল তরঙ্গ নাই—অলঙ্কারের চোখ-ঝলসানো দ্যুতি নাই, ভাবের আবর্ত্ত নাই—বর্ণনার ঘূর্ণি নাই। আছে—বিশ্বেহার প্রীতির প্রসাদ গুণ। অলঙ্কার শাস্ত্রে এই প্রসাদ গুণই কাব্যের সার্ব্বজনিকত্বের প্রধান কারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

শুভক্ষণে গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসকে রামায়ণ-রচনার আদেশ প্রদান করেন। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের আদেশে মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বাংলা কবিতায় রামায়ণ মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাকে ঠিক অনুবাদ বলা সঙ্গত হইবে না। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য অনেকাংশে নষ্ট হয়। কিন্তু কৃত্তিবাস তদীয় রামায়ণে যে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিতান্ত নিজের ঘরের কথা করিয়া লইয়াছে। এজন্য মহাকবিকে বাঙ্গালীর চরিত্র অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালী কি চায়—কোন্ ভাবের বিকাশে রামায়ণ তাহার প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারিবে, ইহা বুঝিয়াই তিনি নানা পুরাণ হইতে নানা বিষয়ের সমাবেশ করিয়া তাঁহার এই 'মধুচক্র' রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ধাতে কোন্ বস্তুটি সহিবে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মহাকবি কৃত্তিবাস কল্পনার পুষ্পক রথে চড়িয়া লোক হইতে লোকান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনেক স্থলেই বাল্মীকির রামায়ণ অনুসৃত হয় নাই দেখিয়া অনেকে মনে করেন, কৃত্তিবাস সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন না—কথক ও রামায়ণ-গায়কদের মুখে রামায়ণ-কথা শুনিয়া তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। নানা আলোচনায় এই মিথ্যা সংস্কার এখন অপগত হইয়াছে।

আজ-কাল বাজারে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাওয়া যায় তাহা আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। পাঁচশত বৎসরেরও পূর্ব্বে বাংলা কবিতায় যে মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহা এরূপ ছন্দোবদ্ধ, ভাব-বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ছিল এরূপ কল্পনা করা অসম্ভব। চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তক কৃত্তিবাসের অনেক পরে রচিত হইয়াছে—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতে—

কাম প্রেম দোঁহার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥

... ...

চৈতন্য-চরিতামৃত যেইজন পড়ে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥

ইত্যাদি রচনা পাঠ করিলে আধুনিক রামায়ণের ন্যায় মার্জ্জিত ও ভাববিশুদ্ধ এবং ছন্দোবদ্ধ রচনা কৃত্তিবাসের লেখনী-প্রসূত বলিয়া মনে হয় না। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পাদরী কেরী-সাহেবের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত সুখপাঠ্য ও তৎকালীন বঙ্গভাষার অনুযায়িনী করিয়া সম্পাদন করিবার ভার প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কেরী সাহেবের আদেশে কোথাও কৃত্তিবাসের মূল রচনার ভাব বজায় রাখিয়া, কোথাও বা স্বাধীন কল্পনার প্রভাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পাদন করিয়া মুদ্রিত করেন। জয়গোপালের সম্পাদনে কৃত্তিবাসের লিখিত রামায়ণের অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও অনেকাংশ পুনর্লিখিত হইয়াছিল।

অনেকদিন হইতে এই রামায়ণই প্রচলিত ছিল। তার পরে বটতলায় এই রামায়ণ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। বটতলার সুপ্রসিদ্ধ মোহনচাঁদ শীল প্রথমে এই রামায়ণ প্রকাশ করেন। তিনিও অনেক পণ্ডিত রাখিয়া রামায়ণের সংস্কার করেন। বলা বাহুল্য, এইরূপে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও মোহনচাঁদ শীল মহাশয়ের নিযুক্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীর চেষ্টায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথির পাঠ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে তাহা বঙ্গীয় নরনারীর নিকটে সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, কৃত্তিবাস যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বর্ত্তমান সময়ে সেই রামায়ণ প্রচলিত থাকিলে তাহা বঙ্গভাষা-ভাষী সাধারণের এত আদরণীয় হইত না। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও মোহনচাঁদ শীল মহাশয়ই কৃত্তিবাস কবিকে বঙ্গ সংসারে অমর করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা বলিতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি তাঁহার এই অপূর্ব্ব রসধারা দরিদ্রের কুটীর-প্রান্ত হইতে রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এই প্রবাহকে ধনী দরিদ্র কেমন করিয়া সমভাবে গ্রহণ করিল, ইহা বাস্তবিক বিস্ময়ের কথা। কিন্তু বাঙ্গালীর চিত্তবৃত্তির অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রেমের রসে ইহা চির সরস। কৃত্তিবাসের রচনা এই প্রেমাশ্রুপূত বলিয়াই সমভাবে তাহা ধনী ও দরিদ্রের চিত্তকে সরস করিয়াছে। এই কারণেই কৃত্তিবাসের কোমল-কান্ত রচনা গীতি-কবিতারূপে গায়ক ও পাঠকের কণ্ঠে ভোগবতীর সুরঝঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। শৈশবে মাতুল-গৃহে অবস্থান কালে জনৈক রামায়ণ-গায়কের মুখে রামায়ণ গান শুনিতাম। চরণ সংলগ্ন নূপুরের তালসঙ্গত শিঞ্জন ও ভাবাবেশ-বিভোর গায়কের নৃত্য-ভঙ্গীর সহিত "রাম, যা কর নিজ গুণে, আমি ভজন সাধন জানিনে"—এই পদাংশ যে সুর-লহরীর উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়া সেই সঙ্গীত-ভূমি মুখরিত করিত, তাহা আজও মনে আছে। মনে পড়ে, সেই পল্লী-বাসীর রাম-চরিতের উপর অপরূপ শ্রদ্ধা, আর ভাবচঞ্চল হৃদয়াবেগ। জীবনের মধ্যাহ্ন-পারে আধুনিক যাত্রায় থিয়েটারে কত রাম-কথা শুনি, রামের ভূমিকায় কত দক্ষ অভিনেতার অভিনয় দেখি,—কত কোমল কণ্ঠোত্থিত "কোথায় সীতা কোথায় সীতা জলছে বুকে প্রেমের চিতা গো—ইত্যাকার কত কাতর আবেদন শুনি, কিন্তু শৈশবের স্মৃতি-মন্দিরে রাম-কথা যে ভাবে জাগিতেছে তাহার বুঝি তুলনা নাই—বর্ণনার ভাষা নাই। ইষ্ট পূজার গোপন মন্ত্রের মত সেই সঙ্গীত-সুধা মনোমন্দিরকে সুরগুঞ্জিত রাখিয়াছে।

শুভক্ষণে কৃত্তিবাস-হৃদয়-সরে রামায়ণ-শতদলের উদ্ভব হইয়াছিল। কৃত্তিবাস এই শতদলের শোভা ও সৌরভ মহাকবি বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করেন নাই। বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিতে গেলেই তাহা অনুবাদের বদ্ধ স্রোতে দুর্গন্ধময় ও পঙ্কিল হইয়া পড়িত। কেননা অনুবাদে পূর্ব্ব কবির ভাবের অঙ্কুর দেখা দেয় মাত্র কিন্তু তাহা পরিপুষ্টি হয় না। সুতরাং সেই অনুবাদ আড়ষ্ট প্রাণহীন রূপে সাহিত্য-সংসারে একটা নূতন আবর্জ্জনার সৃষ্টি করে। বিষয় (subject) অপরের কাব্য হইতে গ্রহণ দোষের নহে। নিপুণ শিল্পী তাহা অন্যত্র হইতে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠান-ভূমিতে নবীন পট-ভূমিকার সৃষ্টি করিবেন। স্বাধীনতার বায়ু প্রবাহিত করিয়া এবং কল্পনার ভাবপূর্ণ গুঞ্জনে তাহাতে স্বাস্থ্য ও সুরের সমন্বয় সাধন করিবেন। যে কবি এইরূপে এক রসসম্পুট প্রস্তুত করিতে পারেন সেই কবির কাব্যই সাহিত্য-সংসারে স্থায়ী আসন অধিকার করিতে পারে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ এইরূপে মনোহারিণী কল্পনা, মধুর ভাব ও অপূর্ব্ব সহানুভূতিতে পবিত্র হইয়া বঙ্গবাণীর অপূর্ব্ব কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছে।

যে কাব্যে সমগ্রদেশের এক অখণ্ড যুগের অভিব্যক্তি ও বিশেষত্বের কথা লিখিত থাকে তাহাকেই মহাকাব্য বলে। এই হিসাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য। এই মহাকাব্য রচনায় কবির বিশিষ্ট সত্তা থাকে না। সমগ্র দেশ ও কাল কবির হৃদয় ও প্রতিভার ভিতর দিয়া তাহাদের বিশেষত্ব ও বৈচিত্র প্রকাশ করে। মহাকাব্যের প্রেরণা ও প্রভাব দেশের মধ্যে কল্যাণ ও শক্তিদান করে। এইরূপে সেই মহাকাব্য তখনই সার্থক হইয়া উঠে যখন দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস সেই মহাকাব্যকে আশ্রয় করিয়া সংগঠিত হয়। এই কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সার্থক হইয়াছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র্য, কৌশল্যার, বাৎসল্য বঙ্গের পল্লীবাসিনীর রমণীর ন্যায় সীতাদেবীর ব্রীড়াবনত মাধুরী বঙ্গ-সংসারের নিজস্ব হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর বাঙ্গালীর কোমল প্রাণে শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমপূর্ণ প্রাণ ও করুণার ভোগবতী ধারা অল্প কাজ করে নাই। এই ভোগবতী ধারার সংস্পর্শে বাঙ্গালী তাহার সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করিয়াছে—বদ্ধ প্রাণের নীরব তন্ত্রী অপূর্ব্ব রসগুঞ্জনে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় শক্তির উপরে সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রামায়ণ-মহাকাব্যের যে পৃষ্ঠাই উদ্ঘাটিত হউক, সীতাদেবীর নয়নাশ্রু তাহাকে পবিত্রতর করিয়া রাখিয়াছে—যেন রামায়ণখানি সীতাদেবীর দুঃখের অশ্রুজল দিয়া লেখা। অমর কবি বাল্মীকি অনাগত ভবিষ্যতে সীতাদেবীর যে উজ্জ্বল-মধুর চিত্র সমবেদনার অশ্রুজল দিয়া লিখিয়াছিলেন, কতকাল অতীত হইয়া গিয়াছে তথাপি সেই অশ্রুজলরেখা এখনও তেমনি নবীভূত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু রামায়ণের এই শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ গুণে? কোনো কাব্যের চিরজীবিত্বের কারণ কি? কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে কাব্য-বর্ণিত চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এইরূপে দেখা যায় যে, কাব্য-বর্ণিত নায়ক-নায়িকার চরিত্র-গৌরবের উপর কাব্যের স্থান নির্ভর করে। প্রেম ও সৌন্দর্য্য নায়ক-নায়িকার চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিলে সেই কাব্যও লোকের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। প্রেমের পরিণতি আত্ম-সমর্পণ ও আত্ম-বিলোপে—আর সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ অবসান চারিত্রিক মাহাত্ম্যে। রামায়ণের নায়ক-নায়িকা রাম-সীতার মধুর গুণগাথা এইরূপ আত্ম-সমর্পণে ও

চরিত্র-মাহাত্ম্যে মহনীয় হইয়া রহিয়াছে। তাই রামায়ণের যুগব্যাপী প্রতিষ্ঠা। অনাদি অনন্তকাল ইহার উপর সামান্য প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে নাই।

শুধু রাম-সীতা কেন। হনুমানের আনুগত্য, লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র্য, ভরতের ত্যাগ-স্বীকার ও বিভীষণের পরার্থপরতা এই কাব্যকে কম গৌরবান্বিত করে নাই। এই সকল মধুর অবদান জগতে অতি-বিরল। ইহাদের প্রেরণা সারা জগতে ফল্গুস্রোতের ন্যায় বিদ্যমান ছিল এবং তাহা মহাকবির অপূর্ব্ব রসধারায় পরিপুষ্ট হইয়া সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। এইরূপে রামায়ণোক্ত নায়ক-নায়িকার চরিত্রাদর্শ প্রচ্ছন্ন-ভাবে কত ব্যক্তিকে পিতৃভক্তি, কর্ম্মপ্রীতি, ধর্ম্মানুরাগ ও বিশ্বহিত প্রদান করিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে জানে!

কৃত্তিবাসের হৃদয় অতি-বিশাল ছিল। লোক-হিত-সাধনের জন্য তিনি যে আলোকস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহার অনির্ব্বাণ আলোক, কর্ম্ম-সাগরে পথভ্রান্ত জনগণকে চিরদিন পথ প্রদর্শন করিবে। পূর্ব্বকালে লোকের বিশ্বাস ছিল :—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

শাস্ত্রের এই ভ্রূকুটি সঞ্চালনেও কৃত্তিবাসের বীর হৃদয় কম্পিত হয় নাই। সঙ্কীর্ণতার নাগপাশে যখন বঙ্গ-সংসার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত ছিল তখন যে-হৃদয় পরের জন্য কাঁদিয়া সামাজিক অন্যায় বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া এত বড় কীর্ত্তি শৈলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সে হৃদয় কি কম বিশাল! গৌড়েশ্বরের আদেশে কৃত্তিবাস যে-দিন রামায়ণ রচনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে সে-দিনের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

পরিবর্ত্তন কালের অমোঘ বিধান। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপরও এই নিয়মের অন্যথা হয় নাই। নানা কারণে বর্ত্তমান সময়ে কৃত্তিবাসের খাঁটী রামায়ণ দুষ্প্রাপ্য। তিনি তাঁহার রামায়ণ যে-ভাবে গড়িয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ মূর্ত্তি কালের বিশাল কুক্ষিতে কোথায় লুকাইয়াছে। কত মহাপুরুষ ভক্তি ও প্রেমের অর্ঘ্য দিয়া রামায়ণের রত্নখনি সমৃদ্ধ করিয়াছে—কত ভাস্কর ভাব সম্পদে সেই অমূল্য রত্ন মাজিয়া ঘসিয়া উজ্জ্বল করিয়াছে—কত প্রেমিক তাহাতে অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া স্বগায় আলোকপাত করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এইরূপে বর্ত্তমানকালে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' বলিয়া পরিচিত রামায়ণখানি ভাব-সম্পদে, বিষয়-বৈচিত্র্যে ও রসধারায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, তাহা অনেকটা অবিকৃত। সুতরাং ঐ রচনার সহিত বর্ত্তমান কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষা-ভাবের আলোচনা করিলে আমরা সহজেই আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। যাহাই হউক এখন সর্ব্ববাদিসম্মত যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে এখন অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশলাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহার ভাব ও ভাষা অনেকাংশে আধুনিক রুচির অনুমোদিত হইয়া মার্জ্জিত, পরিবর্ত্তিত ও সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং কৃত্তিবাসের লেখা নহে বলিয়া এখন আর কোন বিষয়কে বর্জ্জন করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ যে সকল রামায়ণ বাংলার স্থানে স্থানে পাওয়া যায়, প্রদেশ-ভেদে তাহাও বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। এক সময়ে পশ্চিম বঙ্গে রামায়ণ-গানের বিশেষ প্রচলন ছিল। এখনও তাহার সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। মৃদঙ্গের তালে তালে নূপুর-পরা গায়কের তাল-সঙ্গত পদক্ষেপের সহিত চামর-সঞ্চালন—তৎসহ রামনামে একান্ত নির্ভরশীল গায়কের ভাবভঙ্গী পশ্চিম বঙ্গে এখনও প্রচলিত আছে। ধর্ম্মরাজের গাজনে, বারোয়ারি পূজায় এখনো সেই গান শোনা যায়। এই সকল গায়ক শ্রোতৃগণের প্রীতি সম্পাদনের মানসে বাল্মীকিকে অতিক্রম করতঃ নানা পুরাণ হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া, অথবা স্বীয় প্রতিভায় যে নূতন বিষয় সংযোজন করিয়াছেন ইহা বিচিত্র নহে। এই কারণেই পশ্চিম বঙ্গে প্রাপ্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এমন অনেক নূতন বিষয় আছে, যাহা বঙ্গের অন্য অংশের প্রচলিত রামায়ণে পাওয়া যায় না। প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাংলাদেশ প্রেমের তরঙ্গে ভাসিয়াছিল। সেই প্লাবনে দেশ যে কত মণিমুক্তা লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কারণে তৎকাল প্রচলিত রামায়ণখানিও সেই রত্নলাভে বঞ্চিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র নয়ন হইতে যে প্রেমাশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হয়, তাহা দেশবাসীর জীবনে যে কার্য্য করিয়াছিল, দেশীয় সাহিত্যেও তাহা কম কাজ করে নাই। এইজন্য পশ্চিম বঙ্গীয় কৃত্তিবাসের রামায়ণ পুঁথি যুগধর্ম্মে প্রেম সঞ্চিত হইয়াছে। তরণীসেন, বীরবাহু, কমল-আঁখির চণ্ডীপূজা ইহারই অভিব্যক্তি। সম্প্রদায়-বিশেষের মত-বিবাদ জাতীয়-জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে, জাতীয় সাহিত্যেও তাহার চিহ্ন দেখা যায়। এই কারণে শাক্ত-বৈষ্ণবের মত-বিরোধও কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। বাহুল্য ভয়ে রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের মন্তব্যের সমর্থন করিব না।

অতি-প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালী শান্তিপ্রিয় জাতি। সুতরাং বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যে শান্তির ও ভক্তির কথাই যে বেশী ফুটিয়া উঠিবে, ইহাই স্বাভাবিক। এই কারণে বাঙ্গালীর জাতীয় প্রকৃতির ছাপ তৎকাল-প্রচলিত রামায়ণে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এ স্রোত ফিরাইবার শক্তি কাহারও নাই। এই সকল কারণেই বাল্মীকি রামায়ণে ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া প্রচলিত রামায়ণে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। আমরা পরে "বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের পার্থক্য" সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিব। এজন্য পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি—বাল্মীকি নামধেয় কবি একজন ছিলেন একথা যেমন সত্য, কৃত্তিবাস-নামক কবি একজন ছিলেন না, ইহাও তেমনি সত্য। বাংলা-সাহিত্যে কত কবি যে কৃত্তিবাসের ছায়াতলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া কৃত্তিবাসের অঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা কে জানে। এইজন্যই বঙ্গদেশে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ এত বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। এইরূপ বৈচিত্র্য লাভ করিয়া নানা কবি কর্ত্তৃক নানা ভাব-সম্পদ লাভ করিয়া বাঙ্গালী যাহা চায়, যাহাতে তাহার প্রাণের পিপাসা, মেটে, সেইরূপ রসধারা প্রাপ্ত হইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ এক অপরূপ বস্তু হইয়াছে। এই জন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যরূপে পরিগণিত হইয়া বাঙ্গালীর প্রাণের জিনিষ হইয়া রহিয়াছে।

রামায়ণ ভিন্ন কৃত্তিবাস আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন :—যথা, রুক্মাঙ্গদের একাদশী শিবরামের যুদ্ধ যোগাদ্যার বন্দনা।

বাল্মীকির ও কৃত্তিবাসের রাম-সীতার তুলনা-মূলক চরিত্র-সমালোচনা

বাল্মীকির রাম-সীতা, ভারতের রাম-সীতা—জগতের রাম-সীতা, কিন্তু কৃত্তিবাসের রাম-সীতা কেবলমাত্র বাঙ্গালীর। এইজন্য বাল্মীকির রাম-সীতার গণ্ডী হইতে কৃত্তিবাসের রাম-সীতার গণ্ডীরেখা সঙ্কীর্ণ অনুহার। এই কারণেই উভয় কবির হাতে রাম-সীতার চিত্র বিভিন্নরূপে ফুটিয়াছে।

বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়া রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রকে দেবতা বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। তিনি আদর্শ মানুষ, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ প্রভু, সর্ব্বোপরি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহাবীর কর্ত্তব্য-কঠোর মহাপুরুষ। কিন্তু কৃত্তিবাসের রাম ভক্তপ্রিয় মাধবের অংশস্বরূপ; তিনি ইচ্ছা করিলে বিপুল-বিশাল জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন—সৃষ্টি করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে তাহার বিনাশেও সমর্থ; সুতরাং কৃত্তিবাসের রাম সম্পূর্ণরূপে দেবতা পর্য্যায়ে উন্নীত। বাল্মীকির রাম মহাবীর, কৃত্তিবাসের রাম বাঙ্গালীর কমলআঁখি। বাল্মীকির রামের সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব বীরত্বে, কৃত্তিবাসের রামের সৌন্দর্য্য ভক্তের জন্ম প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে; বাল্মীকির রাম দেবোপম—কৃত্তিবাসের রাম দেবতা।

সীতা-চরিত্রও উভয় কবির তুলিকায় বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বাল্মীকির সীতা দৃপ্তা সিংহিনী; কৃত্তিবাসের সীতা ভাববিগলিতা স্বর্ণহরিণী; বাল্মীকির সীতা ক্ষত্রিয়ানী; কৃত্তিবাসের সীতা লজ্জাবনতা বঙ্গ-বধূ; বাল্মীকির সীতা বীরাঙ্গনা; কৃত্তিবাসের সীতা ব্রহ্মচারিণী যোগীনী।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা কৃত্তিবাসে আর একটি চিত্র বেশী ফুটিয়াছে—তাহা ভক্তির সুধাস্রাবী রসধারা। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সর্ব্বত্র করুণার শান্ত-শীতল সলিল-সেকে স্নিগ্ধ-শ্যাম। এই কারণেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর মনের উপর—প্রাণের উপর—জাতির উপর—সমাজের উপর সর্ব্বোপরি বাঙ্গালীত্বের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; এই কারণেই দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদ-তোরণ পর্য্যন্ত ইহা অবাধগতি।

নদী-স্রোতের পরিণতি যেমন সাগর-সঙ্গমে, তদ্রূপ ভক্তির পরিণতি ভগবানে আত্মসমর্পণে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই ভক্তির উচ্ছ্বাস সর্ব্বস্থানে দেখা যায়। বৈষ্ণবী কোমলতা ও করুণার মহাপ্লাবনে এই রামায়ণ-খনি প্লাবিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি হনুমানের বক্ষ বিদারণ করিয়া অস্থিমধ্যে রামনাম প্রদর্শন ভক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে হয়। যে জাতীয় সাহিত্যে এইরূপ কল্পনা আছে—যে জাতির কবি এইরূপ কল্পনা করিতে পারেন, সেই সাহিত্য—সেই জাতি কম ভাগ্যবান্ নহে। এই হিসাবে বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য রামায়ণ ও বঙ্গ-কবি কৃত্তিবাস জগৎ-সংসারে অমরত্বের অধিকারী। এই জন্যই বাল্মীকির সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও বলি :

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥

এই উক্তি বড় অসাধারণ। ইহা বলিতে সাহস চাই—শক্তি চাই—অধিকার চাই। এই সাহস, এই শক্তি, এই অধিকার কবির ছিল এবং চিরদিন থাকিবে।

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ও কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের মধ্যে পার্থক্য

বাল্মীকি-লিখিত রামায়ণের গ্রন্থ-প্রারম্ভ এইরূপ :—

একদা মহর্ষি নারদ তমসাতীরস্থ বাল্মীকি আশ্রমে উপনীত হইলেন। বাল্মীকি মহর্ষির যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া কৌতূহলক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পৃথিবীতে সর্ব্বগুণবান্ মহাপুরুষ কে? মহর্ষি শ্রীরামের অপূর্ব্ব জীবনকথা বাল্মীকির নিকট প্রকাশিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাল্মীকির প্রাণে রামচরিতের মনোহর স্বরগুঞ্জন জাগিতে লাগিল। তমসার জলে স্নান করিয়া তিনি শিষ্যগণসহ বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে ব্যাধশরাহত এক ক্রৌঞ্চ তাঁহাদের সম্মুখে পতিত হইল। ক্রৌঞ্চীর সকরুণ ক্রন্দনে মুনিবরের হৃদয়ে বিষাদের সঞ্চার হইল—সম্মুখে ভূপতিত ক্রৌঞ্চকে দেখিয়া পুরোবর্ত্তী ব্যাধকে তিনি অভিসম্পাত প্রদান করিলেন :—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

অভিশাপ দিয়াই অনুতাপে বাল্মীকির হৃদয় পুড়িতে লাগিল। তিনি অচিরে শিষ্যগণসহ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনতিবিলম্বে ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, আমারি ইচ্ছায় তোমার মুখ হইতে ঐ অপূর্ব্ব শ্লোক নির্গত হইয়াছে। এখন তুমি আমারি ইচ্ছায় নারদের মুখ হইতে জগদ্বন্দ্যনীয় শ্রীরামচন্দ্রের বিষয় যাহা শুনিয়াছ, তাহা অবলম্বন করিয়া রামায়ণ রচনা কর। আমি তোমায় বরদান করিতেছি—রাম-চরিতের গুপ্তকথা সমস্তই তুমি জানিতে পারিবে এবং তুমি যাহা লিখিবে শ্রীরাম-চরিত্রে তাহাই সফল হইবে।

ব্রহ্মা অন্তর্ধান করিলে মহর্ষি বাল্মীকি যোগবলে শ্রীরাম-সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তাঁহার কল্পনানেত্রের পুরোভাগে অযোধ্যার পুণ্যচ্ছবি ও শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র জীবনালেখ্য জাগিয়া উঠিল। বাল্মীকি চব্বিশ হাজার শ্লোকে পাঁচ শত সর্গে ছয় কাণ্ডে রামায়ণ রচনা করিলেন। ভবিষ্য উত্তর কাণ্ড পরে রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ রচনা করিয়া তাহার প্রচার জন্য মুনি চিন্তিত হইলেন, এমন সময়ে মুনিবেশী লব-কুশ আসিয়া বাল্মীকির চরণ বন্দনা করিলেন। সুদর্শন ও সুকণ্ঠ লব-কুশকে দেখিয়া মুনি অতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদিগকে রামায়ণ গান শিখাইলেন। লব-কুশ তদগতচিত্তে যথা-তথা রামগুণ গাহিতে লাগিল।

একদা রামচন্দ্র সুবেশ-সুন্দর দুইটি মুনি-বালকের কণ্ঠে নিজের চরিত্র-কীর্ত্তন শুনিয়া তাহাদিগকে রাজবাটীতে আহ্বান করিলেন ও রামায়ণ গান করিতে আদেশ দিলেন। রাজাজ্ঞায় লব-কুশ রামায়ণ গান করিল। লব-কুশ অযোধ্যার কথা বলিয়া রাজা দশরথের রাজসভার ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিল। দশরথ তাঁহার শান্তা নাম্নী কন্যা অঙ্গদেশরাজ বন্ধু রোমপাদকে অপত্য-কৃতিকারূপে দান করিলেন। কোন কারণে রোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়। রোমপাদ অনাবৃষ্টি দূর করিবার জন্য দ্বিজগণের পরামর্শে বিভাণ্ডক-সুত ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গদেশে লইয়া আসিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে অঙ্গরাজ্যে বৃষ্টি হইল। রোমপাদ কন্যা শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে দশরথ মৃগভ্রমে

অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে বধ করিয়া "পুত্রশোকে মৃত্যু হইবে" এইরূপ অভিশপ্ত হন। সেই সময়ে দশরথ অপুত্রক ছিলেন। পুত্র লাভের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বারা তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এক বৎসরের পর যজ্ঞের ঘোড়া ফিরিয়া আসিল। সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। রাণী কৌশল্যা তিনবার খড়্গাঘাত করিয়া সেই যজ্ঞীয় অশ্ব বলি দিয়া একরাত্রি ঐ ঘোড়ার পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিলেন। পুরোহিতগণ ঐ অশ্বের চর্ব্বি যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। দশরথ ঐ চর্ব্বিধূম্র গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞের আহুতি দিয়া যজ্ঞ সমাপন করেন এই সময়ে দেবগণ ঋষিগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে আসিলেন। দেবগণ ব্রহ্মাকে রাবণকৃত অত্যাচারের কথা বিবৃত করিলে ব্রহ্মা বলিলেন, মানুষের হাতে রাবণের মৃত্যু হইবে। দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুকে দশরথের গৃহে চারি মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণুও মনুষ্যরূপে জন্মিয়া এগার হাজার বর্ষ পৃথিবীতে থাকিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই সময়ে যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ পায়স-পূর্ণ স্বর্ণপাত্র লইয়া উত্থিত হইলেন এবং মহিষীগণকে এই পায়স খাওয়াইতে বলিলেন। মহারাজ দশরথ সেই পায়স লইয়া অন্তঃপুরে আসিয়া প্রথমে সেই পায়সের অর্দ্ধেক কৌশল্যাকে দিলেন। কৌশল্যাকে যে অর্দ্ধেক পায়স দিয়াছিলেন, তাহার অর্দ্ধেক সুমিত্রাকে দিলেন। পাত্রে যে অর্দ্ধেক পায়স ছিল তাহা কৈকেয়ীকে দেওয়া হইল। পরে কি ভাবিয়া কৈকেয়ীকে প্রদত্ত অর্দ্ধেক পায়সের অর্দ্ধেক লইয়া সুমিত্রাকে দান করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মার আদেশে দেবতাগণ বানররূপী পুত্র সৃষ্টি করিলেন।

মহারাজ দশরথের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া দেবতাগণ অন্তর্ধান হইলেন। রামচন্দ্র চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে, পুষ্যা নক্ষত্রে মীনলগ্নে ভরত, অশ্লেষা নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিলেন। একাদশ দিবস গত হইলে রাজকুমারগণের নামকরণ হইল।

কৃত্তিবাস বাল্মীকির পন্থানুসারে রামায়ণ আরম্ভ করেন নাই। কৃত্তিবাসের গ্রন্থ-প্রারম্ভ এইরূপ:—একদিন গোলোকে কল্পতরুতলে নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সহসা নারায়ণ চারি অংশ-সম্ভূত হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং রামচন্দ্র, ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত হইয়া লক্ষ্মীরূপিণী সীতাদেবীকে বামে লইয়া বসিয়া রহিলেন। হনুমান করজোড়ে স্তব করিতে লাগিল। সহসা তথায় নারদ উপস্থিত হইলেন। নারায়ণের এইরূপ রূপ দেখিয়া নারদ সবিস্ময়ে ত্রিকালদর্শী দেবদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া নারায়ণের এইরূপ রূপ-ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিলেন। নারদ প্রথমে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া মহাদেবের নিকট পৌঁছিলেন। মহাদেব, ব্রহ্মা ও নারদকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাদের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা নারায়ণের চারি অংশ ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাদেব বলিলেন—ইহা নারায়ণের ভবিষ্যরূপ। এই রূপ ধারণ করিতে এখনো ষাট হাজার বর্ষ আছে। নারায়ণ এই রামরূপ ধারণ করিয়া দেবদ্বেষী রাবণকে বধ করিবেন। তৎপরে রাম-নামের মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আপনাদের যাত্রা-পথের মধ্যে (কেহ কেহ বলেন মধ্যপথ নামক স্থানে) এক দস্যু রহিয়াছে, তাহাকে আপনারা মধুর রাম-নাম মহামন্ত্র দান করিবেন। তাহাতেই তাহার মুক্তি হইবে।

ব্রহ্মা ও নারদ রত্নাকরকে দেখিয়া চিনিলেন। দস্যু রত্নাকর তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা ও নারদ উভয়ে নানা কথার পর বলিলেন, তুমি যে এইরূপ পাপ কর এই পাপের ভাগ তোমার পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ লইবেন কিনা জানিয়া আইস। রত্নাকর গৃহে গিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই তাহার পাপ-ভাগ লইতে স্বীকৃত হইল না। তখন রত্নাকর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল ও কিসে তাহার উদ্ধার হইবে এজন্য ধরিয়া বসিল। ব্রহ্মা তাহাকে রাম নাম জপ করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া রাম নাম বাহির হইল না। এজন্য তাঁহারা রাম শব্দ উল্টাইয়া "মরা" "মরা" জপ করিতে বলিলেন। এই রূপে জপে নিবিষ্ট হইলে ব্রহ্মা ও নারদ প্রস্থান করিলেন। ষাট হাজার বর্ষ পরে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রহ্মা ও নারদ দেখিলেন নিকটে কেহ নাই— এক বল্মীক-মধ্য হইতে রাম রাম' শব্দ উঠিতেছে। ব্রহ্মা ও নারদ সমস্ত জানিতে পারিয়া ইন্দ্রদেবকে ডাকিয়া বৃষ্টি করিতে বলিলেন। ইন্দ্র সাতদিন বারি বর্ষণ করিলে মাটী গলিয়া গেল। ব্রহ্মা ও নারদ দেখিলেন, রত্নাকরের গাত্র-মাংস গলিয়া গিয়াছে। কেবল অস্থি মাত্র আছে। ব্রহ্মা বাল্মীকি বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ও তাঁহাকে রামচরিত অবলম্বন করিয়া রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দান করিলেন।

একদিন বাল্মীকি এক সরোবর-তীরে বৃক্ষমূলে বসিয়া রাম নাম জপ করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ আসিয়া ঐ বৃক্ষশাখাস্থ ক্রৌঞ্চ পক্ষীকে নল-বিদ্ধ করিল। নল-বিদ্ধ ক্রৌঞ্চ হতচেতন হইয়া বাল্মীকির ক্রোড়ে পতিত হইল! ইহা দর্শনে বাল্মীকি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

বলিয়া অভিশাপ দান করিলেন।

এই অপূর্ব্ব কবিতা বলিয়া ফেলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা লিখিয়া লইলেন। কিন্তু তাহার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া ভরদ্বাজ মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মা-প্রেরিত নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া ঐ রূপ শ্লোকেই রামায়ণ রচনা করিবার আদেশ দান করিলেন।

ইহার পর কৃত্তিবাস চন্দ্রবংশের বিবরণ, মান্ধাতা ও হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া সগর-বংশের বর্ণনা করিয়াছেন। সগর-সন্তানগণের মুক্তিকামনায় ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন, কাণ্ডার মুনির বৈকুণ্ঠ গমন, সগরবংশের উপাখ্যান, গঙ্গা-মাহাত্ম্য, সৌদাস রাজার উপাখ্যান, দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ, রঘু রাজার কীর্ত্তিকথা, অজ রাজার বিবাহ ও দশরথের জন্মকথা, দশরথের বিবাহ, সুমিত্রার দুর্ভাগ্য, দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি, জটায়ুর সহিত দশরথের মিত্রতা, গণেশের মুণ্ড পরিবর্ত্তন শনি কর্ত্তৃক দশরথকে বরদান, দশরথের মৃগয়া, দশরথ কর্ত্তৃক অন্ধমুনি-পুত্র সিন্ধু বধ দশরথের প্রতি অন্ধক মুনির অভিশাপ, সম্বর অসুর বধ, দশরথের নিকট হইতে কৈকেয়ীর বরলাভ, লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি দূর করিবার জন্য লোমপাদ কর্ত্তৃক ছলে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন, লোমপাদ কর্ত্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তানাম্নী কন্যাদান—ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে রাজা দশরথের যজ্ঞ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। দশরথের এই যজ্ঞ দর্শনে অনেক মুনি ও রাজা আসিলেন। সমবেত

মুনিগণ এক সঙ্গে বেদধ্বনি করিতেই অগ্নি নিঃসৃত হইল। মুনিগণ-মুখ-নিসৃত সেই অগ্নিকে পবিত্র করিয়া যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বালিত হইল।

দেবতাগণ ক্ষীরোদ-সাগর-কূলে গিয়া ভগবান্‌কে দেবদ্বেষী রাবণের কথা জানাইলেন। দেবতাগণের প্রার্থনায় ভগবান্ দশরথ-গৃহে জন্ম লইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শ্রীভগবানের এই অঙ্গীকার-বাণী ঋষ্যশৃঙ্গ শুনিতে পাইয়া যজ্ঞে আহুতি দিবামাত্র যজ্ঞকুণ্ড হইতে চরুর উৎপত্তি হইল, ঋষ্যশৃঙ্গ ঐ চরু কৌশল্যাকে খাওয়াইবার জন্য দশরথকে আদেশ করিলেন। দশরথ চরু লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়া অর্দ্ধেক কৌশল্যাকে ও অর্দ্ধেক কৈকেয়ীকে দিলেন। পরে আপন আপন পুত্রের সহচর হইবে এই প্রতিশ্রুতি লইয়া কৌশল্যা ও কৈকেয়ী আপন আপন চরুর অর্দ্ধেক সুমিত্রাকে দান করেন। যথাকালে কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন।

সুতরাং মূল বাল্মীকি রামায়ণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে গ্রন্থ-প্রারম্ভের কত পার্থক্য পাঠক অনুধাবন করুন। বর্ণনার পার্থক্য কৃত্তিবাসে নানা স্থানেই লক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া কৃত্তিবাস, বাল্মীকির অনেক বিষয় বর্জ্জন করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ-যোগ্য।

১। বলি-বামনোপাখ্যান।
২। রাজা কুশনাভ ও তাঁহার শত কন্যার বিবরণ।
৩। গঙ্গা ও উমার উৎপত্তি-বিবরণ।
৪। কাৰ্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি-বিবরণ।
৫। সমুদ্র-মন্থন।
৬। মরুৎগণের জন্ম।
৭। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-বিরোধ।
৮। বিশ্বামিত্র-বিবরণ।
৯। অম্বরীষ উপাখ্যান।
১০। শ্রীরামচন্দ্রের আদিত্যহৃদয় স্তব পাঠ ইত্যাদি—

আবার বাল্মীকি রামায়ণে নাই। অথচ কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে এমন বিষয়ও অল্প নহে।

১। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
২। জয়ন্তকাকের নেত্র-বেধ-করণ।
৩। চামুণ্ডার লঙ্কাত্যাগ।
৪। শিব-দুর্গার কোন্দল।
৫। অঙ্গদ-রায়বার।
৬। হনুমানের গন্ধমাদন আনয়নে কালনেমির বাধা প্রদান।
৭। দেবীর অকাল-বোধন।
৮। কুম্ভকর্ণ বধে যোগিনীগণের আবির্ভাব।
৯। লবকুশের যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রাদি চারি ভ্রাতার পতন।

১০। তরণীসেন বধ।

১১। বীরবাহু বধ।

১২। হনুমানের সূর্য্যকে কক্ষতলে বন্দীকরণ।

১৩। অহীরাবণ বধ।

১৪। মহীরাবণ বধ।

১৫। দেবী-কর্ত্তৃক পুষ্প হরণ।

১৬। শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীকে চক্ষু উৎপাটন করিয়া প্রদান, ইত্যাদি।

এতদ্‌ভিন্ন কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের যে পার্থক্য আছে সে-সকলের বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে সম্পূর্ণ অসম্ভব, এজন্য সংক্ষেপে আরও দুই চারি কথা লিখিয়া এই অংশের উপসংহার করিব।

আদিকাণ্ড—

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—অঙ্গরাজের কর্ত্তব্য-ত্রুটির জন্য তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—এক কুমারী কন্যা ঋতুমতী হওয়ায় রাজার পাপ হয়। সেই পাপে অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল।

২। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—অসমঞ্জ প্রজাদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করায় সগর রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—সংসার ত্যাগের ছলনায় অসমঞ্জ ঐ রূপ উপদ্রব করিয়াছিলেন।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—সগর রাজা অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্‌কে তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—সগর রাজা তাঁর ষাট্ হাজার পুত্রকে অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৪। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—অংশুমান্ ঘোড়া লইয়া ফিরিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় নাই। সগর গঙ্গা আনিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৫। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—দিলীপ গঙ্গা আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি গঙ্গা আনিতে পারেন নাই। এই সময়ে তাঁহার ভগীরথ নামে এক পুত্র হয়।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—দিলীপের কোন সন্তানাদি ছিল না। দিলীপের মৃত্যুর পর মহাদেবের আদেশে তাঁহার দুই রাণীর মিলনে একের গর্ভ হইতে এক মাংসপিণ্ড মাত্র প্রসূত হয়। ঐ মাংসপিণ্ড এক রাস্তায় ফেলিয়া রাখা হয়। দৈবযোগে অষ্টাবক্র সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটা মাংসপিণ্ড নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতেছে। এজন্য অষ্টাবক্র বলেন, যদি তুমি বাস্তবিক বিকৃতাঙ্গ হও তবে আমার বরে তোমার দেহ সুদর্শন হইবে; আর যদি তুমি আমাকে দেখিয়া উপহাস করিবার ছলে এরূপ করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি ঐরূপই থাকিবে।

৬। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—ভগীরথ রথে চড়িয়া গঙ্গার অগ্রে অগ্রে গিয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—ভগীরথ বিষ্ণুর প্রদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গাকে আনিলেন। গঙ্গা প্রথমে সুমেরুতে পড়িলেন। তৎপরে তাহা শৈলমধ্যে আট্‌কাইয়া পড়িলে

ঐরাবত দাঁত দিয়া পাহাড় ভেদ করিতে গিয়া গঙ্গার স্রোতে সে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে। গঙ্গা শেষে সুমেরু হইতে চারিধারায় মহাদেবের জটায় পড়েন। ভগীরথের প্রার্থনায় মহাদেব গঙ্গাকে জটার মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেন।

৭। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—জহ্নুমুনি কাণ দিয়া গঙ্গা বাহির করিয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—জানু দিয়া।

৮। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রাদি সকলে নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রের দৃষ্টিতে সেই নৌকা সোনা হইয়া গিয়াছিল।

৯। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—গৌতম মুনির অভিশাপে ইন্দ্রের কোষ স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অহল্যা অন্যের অদৃশ্যা হইয়া ভস্মের উপর বায়ু মাত্র গ্রহণ করিয়া পড়িয়া থাকে।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে কুৎসিত চিহ্ন হয়। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহা চক্ষুরূপে পরিণত হইয়াছিল এবং অহল্যা প্রস্তরময়ী হইয়া সেইখানে ছিল।

১০। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—অহল্যা ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া সহর্ষে রতিদান করিয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—অহল্যা ইন্দ্রকে চিনিতে পারেন নাই।

১১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—পরশুরাম রামের বল পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহার হাতে বিষ্ণু-ধনু দিয়া বলিয়াছিলেন তুমি এই ধনুর আকর্ষণ কর। রাম বিষ্ণু-ধনুকে শর যোজনা করিয়া পরশুরামের স্বর্গপথ রোধ করেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করায় গুরুর অপমান হইয়াছে ভাবিয়া পরশুরাম রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধপ্রার্থী হন। রাম কৌশলে ধনুকে শর যোজনা করিয়া পরশুরামের জন্য পাতালের পথ খোলা রাখেন।

অযোধ্যাকাণ্ড—

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—রাজা দশরথ সম্বর অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে কৈকেয়ী রাজার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। রাজা মূর্চ্ছিত হইলে কৈকেয়ী রাজা দশরথকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে পরিত্রাণ করেন। এজন্য দশরথ কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—সম্বর যুদ্ধে এক বর ও স্বামীর নখ-ব্রণে মুখের তাপ দিয়া আর এক বর, কৈকেয়ী এইরূপে দুই বর পাইয়াছিলেন।

২। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—দশরথ কৈকেয়ীকে কিছুতেই রামের বনবাস ও ভরতকে রাজ্যদান এই দুই বর দিতে চান নাই। কিন্তু কৈকেয়ী ঐ দুইটি বর প্রাপ্তির জন্যই জেদ করে।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—কৈকেয়ী দশরথকে স্বীয় বাক্যে কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য-দাতা রাজা যযাতি, স্বচক্ষু-দাতা শিবি, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য-দাতা ইক্ষাকুর কথা বলিয়াছিলেন।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রাদি ভেলা বাঁধিয়া যমুনা পার হন।
কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রাদি যমুনা-তীরে উপস্থিত হইলে যমুনার জল হাঁটু প্রমাণ হয় ও রামচন্দ্রাদি হাঁটিয়া যমুনা পার হন।

৪। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া রামচন্দ্রাদির বন-গমন শুনিলেন ও অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চলিলেন। ভরত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে গুহক জ্ঞাতিসহ বিনীত ভাবে আসিয়া রামের সংবাদ ভরতকে জানাইয়াছিল।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রামের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া গুহক আপনাকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত। তাই ভরত গুহককে নমস্কার করিলে গুহক ভরতকে শ্রীরামচন্দ্রের সংবাদ জানাইয়াছিল ও সকলকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়াই চলিয়া গিয়াছিল।

৫। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে পিতৃবিয়োগ-বার্ত্তা জানাইয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—বশিষ্ঠ রামকে পিতৃবিয়োগ বার্ত্তা জানাইয়াছিলেন।

৬। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—ভরত স্বর্ণ পাদুকা লইয়া রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—আপনি এই পাদুকায় একবার শ্রীচরণ অর্পণ করুন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রাম স্বেচ্ছায় ভরতকে নিজের পাদুকা দান করিয়াছিলেন।

অরণ্যকাণ্ড -

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—বিরাধ দৈত্য কুবেরের শাপে রাক্ষস হইয়াছিল।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—প্রভুর বিহার-স্থানে গমন করায় প্রভু বিরক্ত হইয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহাতেই সে রাক্ষস হইয়াছিল।

২। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—রাম লক্ষ্মণাদির সঙ্গে জটায়ু পঞ্চবটী বনে গিয়াছিল।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—জটায়ু তাঁহাদের সঙ্গে যায় নাই। তবে স্মরণ করিবা মাত্র জটায়ু তাঁহাদের কাছে আসিত।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—মারীচের বিপরীত চীৎকারে সীতাদেবী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া অভিমানভরে লক্ষ্মণ কুটীর পরিত্যাগ করিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—লক্ষ্মণ এক গণ্ডী দিয়া গিয়াছিলেন। সীতাদেবী ঐ গণ্ডীর বাহিরে পদার্পণ করিলেই রাবণ সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়াছিল।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—রাম এক বাণে সপ্ততাল ভেদ করেন এবং দুন্দুভি-অস্থি দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রাম ঐ দুন্দুভির অস্থি শত যোজন দূরে ফেলিয়াছিলেন।

২। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ একবার হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে রাম বালিকে বাণ-বিদ্ধ করেন এবং রাম ও লক্ষ্মণ বাণ-বিদ্ধ বালির নিকট গমন করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ দুইবার হইয়াছিল। রামচন্দ্র অন্তরাল হইতে বালির উপর শরক্ষেপ করিয়াছিলেন।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—বালি নিহত হইলে তারা রামচন্দ্রকে কোনো অভিশাপ দেন নাই—অনুযোগ করিয়াছিলেন মাত্র।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—তারা রামচন্দ্রকে দুইটি শাপ দিয়াছিলেন। (১) সীতার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে, (২) জন্মান্তরে অঙ্গদের হাতে তোমার মৃত্যু হইবে।

৪। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রের সহায় হইব বলিয়া সুগ্রীব প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু সুগ্রীব কিছুই করিতেছে না দেখিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু সুগ্রীব নিজে লক্ষ্মণের সহিত দেখা না করিয়া তারাকে পাঠাইয়া দেয়। তারা বিশেষ সমাদর করিয়া লক্ষ্মণকে ভিতরে লইয়া যায়।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—লক্ষ্মণ রামাজ্ঞা লইয়া সোজাসুজী সুগ্রীবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন সেই সময়ে তারা আসিয়া লক্ষ্মণের পা জড়াইয়া ধরে।

৫। বাল্মীকি হনুমানের জন্ম-কথা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিয়াছেন।

কৃত্তিবাস তাহা সুন্দরকাণ্ডে লিখিয়াছেন।

৬। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—পাতালবাসিনী স্বয়ংপ্রভা বৃদ্ধা তাপসী। হনুমান্ তাহার কাছে সীতার খবর জানিতে চায়। কিন্তু কোনো খবর সে পায় নাই।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—ঐ তাপসী তরুণী ছিল। সে বানরগণকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পলাইতে বলে।

সুন্দরকাণ্ড—

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—হনুমান্ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে লঙ্কা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া হনুমানের পথ অবরোধ করিয়াছিল।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—চামুণ্ডা হনুমানকে বাধা দিয়াছিলেন। হনুমানের প্রার্থনায় চামুণ্ডা লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাসে গমন করেন।

২। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—হনুমান্ সুরসার মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া মুখ দিয়াই বাহির হইয়াছিল।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—কাণ দিয়া।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—জয়ন্ত-কাক সীতার স্তনে ক্ষত করিলে রাম একখানি কুশ মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করেন। কাক কোথাও স্থান না পাইয়া পুনরায় রামের শরণ লয় ও ঐ কুশাস্ত্রের নিকটে এক চক্ষু দান করে।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—বাণ বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে জয়ন্ত-কাকের একচক্ষু লইয়া আসে।

৪। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—হনুমান্ কেবলমাত্র বিভীষণের ঘর পোড়ায় নাই।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—হনুমান্ বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণের ঘরে অগ্নি দান করে নাই।

লঙ্কাকাণ্ড—

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—সীতা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বিভীষণ রাবণকে বলিলে রাবণ বিভীষণকে ধিক্কার মাত্র দিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করিয়াছিলেন।

২। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—আশ্রয়-প্রার্থী বিভীষণকে রামচন্দ্র কণ্ব মুনির পুত্র কণ্ডুর উপদেশ দিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রামচন্দ্র বিভীষণকে শিবি রাজার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। বিভীষণ রামের নিকট তিনটি শপথ করিয়াছিল।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—পাঁচ দিনে সেতু বন্ধন হইয়াছিল।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—একমাসে সেতু বন্ধন হয় ও কাঠবিড়ালেরাও এই সেতু বন্ধনে নল ও হনুমানের সাহায্য করিয়াছিল।

৪। বাল্মীকি লিখিয়াছেন হস্তীর পায়ের চাপে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—মদিরা ও মাংসের গন্ধ পাইয়া কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গে।

উত্তরাকাণ্ড—

১। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা জল রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহারা রাক্ষস হয়।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—প্রাণীরা অপর প্রাণীদের ভার গ্রহণ না করায় রাক্ষস হইয়াছিল।

২। বাল্মীকি রামায়ণে—গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ ও গরুড়-পবনের যুদ্ধ বর্ণিত নাই। ইহা কৃত্তিবাসের নূতন সৃষ্টি।

৩। বাল্মীকি লিখিয়াছেন—হনুমান্ বড় উৎপীড়ক ছিল। এজন্য মুনিগণ অভিশাপ দেন যে, হনুমান্ আত্মশক্তি বুঝিতে পারিবে না।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—গুরুর পড়ায় দোষ ধরায় গুরু এইরূপ অভিশাপ দেন।

৪। কল্মাষপাদ রাজার উপাখ্যান কৃত্তিবাসী রামায়ণে নাই।

বাহুল্য ভয়ে আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল না।

ফুলিয়া গ্রামের যাত্রাপথ

কৃত্তিবাসের জন্মপরিগ্রহে যে ফুলিয়া স্বনামধন্য হইয়া রহিয়াছে—যাহার প্রতি রেণুকণা কৃত্তিবাস কণ্ঠোত্থিত মধুর রাম কথায় পবিত্র হইয়া রহিয়াছে—যে ফুলিয়া সারস্বত যজ্ঞের পুণ্যপীঠরূপে পরিগণিত, সেই ফুলিয়া গ্রাম কোথায় অবস্থিত ও তাহার যাত্রা-পথ কিরূপ ইহা জানিবার জন্য অনেক পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। ইহা বিবেচনা করিয়া আমরা ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুজননাথ মুস্তৌফী মহাশয়ের 'গ্রামরত্ন ফুলিয়া' হইতে সার সঙ্কলন করিয়া নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

ফুলিয়া, নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। রাণাঘাট হইতে ইহার দূরত্ব ৭।৮ মাইলের বেশী হইবে না। এই ফুলিয়ায় যাইবার কয়েকটি রাস্তা আছে। (১) রাণাঘাট রেলষ্টেশনে নামিয়া চূর্ণিনদীর অপর পার হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া যাত্রা করিলে শান্তিপুর যাইবার পাকা রাস্তার ধারে ফুলিয়া গ্রাম পাওয়া যায়। (২) রাণাঘাটে নৌকা ভাড়া করিয়া চূর্ণি দিয়া গঙ্গায় পড়িতে হয়, তৎপরে শান্তিপুরের দিকে যাইতে বয়ড়া গ্রাম পাওয়া যায়। এই বয়ড়ার ঘাট হইতে এক মাইল দূরে ফুলিয়া গ্রাম অবস্থিত। (৩) কলিকাতা ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর ষ্টীমার প্রাতঃকালে কলিকাতার হাটখোলা-ঘাট হইতে ছাড়ে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে উক্ত বয়ড়ার ঘাটে পৌঁছে। (৪) রাণাঘাট-শান্তিপুর রেল-লাইনের বইচা ষ্টেশন হইতে ফুলিয়া প্রায় ১।॰ মাইল দূরে অবস্থিত। শেষোক্ত পথটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এই বইচা হইতে ফুলিয়া যাইতে হইলে বইচার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ হইতে যে সরকারী কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া এক বিস্তীর্ণ মাঠের অপরাংশে রাণাঘাট-শান্তিপুর রেল-লাইন পার হইতে হয়। তৎপরে রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত যাইবার পাকা রাস্তা পার হইয়া অন্যূন অর্দ্ধমাইল পথ অতিক্রম করিলেই কৃত্তিবাসের ভিটায় উপস্থিত হওয়া যায়।

যে ভূমিখণ্ডকে কৃত্তিবাসের বাস্তুভিটা বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন, তাহার মাপ উত্তর-দক্ষিণে ৪১০ ফিট, পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৯০ ফিট অর্থাৎ প্রায় ৫ বিঘা ৮ কাঠা। এই ভূমিখণ্ডের নিকটে ইষ্টকনির্ম্মিত স্কুল-গৃহে অধুনা এক নিম্ন প্রাথমিক স্কুল আছে। স্কুল-গৃহের দক্ষিণ-দিকে ১৪০ ফিট দূরে ১৩' × ১১½' একটি স্থান ১ ফিট উচ্চ সুন্দর শোভন রেলিং দিয়া ঘেরা। ইহার উত্তর দিকে একটি দ্বার দেখা যায়। রেলিং দিয়া ঘেরা এই স্থানটির মধ্যে মাটির উপরে কটা রংএর বেলে পাথরের একটি ৮ ফিট লম্বা-চওড়া চতুষ্কোণ বেদী আছে। এই বেদীটি ১ ফুট উচ্চ। এই বেদীর উপরে একটি শ্বেত পাথরের বেদী আছে—উহার প্রত্যেক দিকের মাপ ৬ ফিট্। এই বেদী সাত ইঞ্চি মাত্র উচ্চ। ইহার উপরে অপেক্ষাকৃত ছোট আরও দুইটি বেদী আছে। তাহার উপরে একটি চতুষ্কোণ শ্বেত

প্রস্তর রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেক দিকের মাপ ৩ ফিট—উচ্চতা ৪ ফিট। ইহার উত্তরদিকের গাত্রে লেখা আছে :—

"মহাকবি কৃত্তিবাসের
আবির্ভাব, ১৪৪০ খৃঃ অব্দ, মাঘ মাস
শ্রীপঞ্চমী, রবিবার।
হেথা দ্বিজোত্তম—
আদিকবি বাঙ্গলার ভাষা-রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম,
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পথিক, সম্ভ্রমে প্রণম।"

যে প্রস্তরখণ্ডের উপর এই কবিতা খোদিত আছে, তাহার উপর আরও তিনস্তর শ্বেত-প্রস্তর আছে ও তাহার উপরে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের ঊর্দ্ধদেশে একটি শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত "ওঁ" অক্ষর আছে। এই স্তম্ভের পাদদেশ প্রত্যেক দিকে ২ ফিট ও উহা ৫½ ফিট উচ্চ। ভূপৃষ্ঠ হইতে স্মৃতিস্তম্ভের সর্ব্বোচ্চস্থান প্রায় ১৪½ ফিট উচ্চ হইবে। স্মৃতিস্তম্ভটি দেখিতে কতকটা কলিকাতার অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভের ন্যায়।

স্মৃতিস্তম্ভের প্রায় ১৬ ফিট দূরে অগ্নিকোণে এক ক্ষুদ্র জঙ্গলাকীর্ণ স্থান একটিমাত্র তারের বেষ্টনী দ্বারা সীমাবদ্ধ করা আছে। ঐ স্থানটির মাপ ১১'×১০'। এই স্থানে কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চের শেষ চিহ্ন একটি ক্ষুদ্র মৃৎস্তূপ সমতল ভূমি হইতে মাত্র ২ ফিট উচ্চ হইয়া আছে। স্তূপের উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র মৃৎস্তূপ সমতল ভূমি হইতে মাত্র ২ ফুট উচ্চ হইয়া আছে। স্তূপের উপরিভাগে দুই চারিটি পুরাতন ইট পড়িয়া রহিয়াছে। সাধারণ অশিক্ষিত লোকে বলিয়া থাকে যে, কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চের ঢিপির উপর উঠিলে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

উক্ত ভিটার ২৬ ফিট দূরে পশ্চিমদিকে একটি পাকা ইন্দারা বা কূপ আছে। ইহার ব্যাস সাড়ে সাত কি আট ফিট হইবে। কূপের ভিতর দিকে প্রাচীর-গাত্রে শ্বেত প্রস্তর-ফলকে খোদিত আছে :—

কৃত্তিবাস-কূপ
১৩২০

কৃত্তিবাসের ভিটার সন্নিকটে একটি কাঁচা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা 'কৃত্তিবাস রোড' নামে পরিচিত।

যে ভূমিখণ্ডের উপর কৃত্তিবাসের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় পূর্ব্বে বাঁশবাগান ছিল।

———

সূচিপত্র

আদিকাণ্ড

অযোধ্যাকাণ্ড

অরণ্যকাণ্ড

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

সুন্দরাকাণ্ড

লঙ্কাকাণ্ড

উত্তরাকাণ্ড

পরিশিষ্ট

চিত্র সূচী

নান্দী

কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্॥

বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামাম্ভোনিধিসঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়েঃ নমঃ॥

রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুং চ প্রণমামি পুনঃপুনঃ॥

অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনং।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করং।
মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি॥

রামায়ণের সার-কথা

আদিকাণ্ডে রাম-জন্ম, বিবাহ সীতার।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে রাম চলিলা কান্তার ॥
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে বালি হইলা নিধন ॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে সেতু-বন্ধ চমৎকার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার ॥
উত্তরাকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের প্রকাশ।
লোক-নিন্দা হেতু ঘটে সীতা-বনবাস ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
সংক্ষেপে কহিলা সাত-কাণ্ড রামায়ণ ॥

সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ

আদিকাণ্ড

—:০:—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং,
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং,
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্ ॥

নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ-বৃত্তান্ত।

গোলোক (১) বৈকুণ্ঠ-পুরী (২) সবার উপর।
লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর ॥
তথায় অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু।
যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু (৩) ॥
দিবা নিশি সেথা চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ।
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস ॥
নেতপাট (৪) সিংহাসন উপরেতে তুলী (৫)।
বীরাসনে (৬) বসিয়া আছেন বনমালী ॥
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ ॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ (৭) ॥
লক্ষ্মীমূর্ত্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে।
স্বর্ণচ্ছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে ॥
চামর ঢুলায় তাঁরে ভরত শত্রুঘ্ন।
জোড়হাতে স্তব করে পবন নন্দন (৮) ॥

---

(১) গোলোক—জ্যোতির্ম্ময় ভুবন (২) বৈকুণ্ঠ—লক্ষ্মী-নারায়ণের অধিষ্ঠান-ভূমি। (৩) কল্পতরু—সমুদ্র মন্থনে উৎপন্ন তরু (গাছ) বিশেষ; লোক-প্রসিদ্ধি এই যে, এই গাছের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়। (৪) নেতপাট—সূক্ষ্ম রেশম নির্ম্মিত বস্ত্র। (৫) তুলী—তুলা নির্ম্মিত আস্তরণ, লেপ ইত্যাদি। (৬) বীরাসন—হাঁটুদ্বয় ও পদাঙ্গুলি সকল আসন-সংলগ্ন করিয়া উপবেশনের নাম। মতান্তরে বাম পদতল আসন-সংলগ্ন ও হাঁটু উচ্চ করিয়া এবং দক্ষিণ হাঁটু ও পদাঙ্গুলি আসন-সংলগ্ন করিয়া ও দক্ষিণ গুল্‌ফ গুহ্যদেশ সংলগ্ন করিয়া উপবেশনের নাম। (৭) নারায়ণ—নার (জল) অয়ন (আশ্রয়) যাঁর; যিনি কারণ-বারিতে শয়ন করিয়া আছেন। (৮) পবন-নন্দন—হনুমান।

এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর।
হেন কালে চলিলা নারদ মুনিবর॥
হাতে বীণাযন্ত্র, মুখে হরিগুণ-গান।
উত্তরিলা গিয়া মুনি প্রভু-বিদ্যমান (১)॥
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে।
বসন তিতিল (২) তাঁর নয়নের নীরে॥
হেন রূপ কেন ধরিলেন নারায়ণ।
ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পঞ্চানন (৩)॥
ভাবী ভূত বর্ত্তমান শিব ভাল জানে।
এ কথা কহিব গিয়া মহেশের স্থানে॥
এতেক ভাবিয়া যাত্রা করে মুনিবর।
উত্তরিলা প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর (৪)॥
বিধাতারে লয়ে যান কৈলাস শিখরে (৫)।
শিবকে বন্দিয়া পরে বন্দিলা দুর্গারে॥
নিরখিয়া দুই জনে তুষ্ট মহেশ্বর।
জিজ্ঞাসা করেন তবে তাঁদের গোচর॥
কহ ব্রহ্মা, কহ হে নারদ তপোধন।
দোঁহে আনন্দিত আজি দেখি কি কারণ॥
বিরিঞ্চি (৬) বলেন, শুন দেব ভোলানাথ।
দেখিলাম গোলোকে অপূর্ব্ব জগন্নাথ॥
দেখিতাম পূর্ব্বেতে কেবল নারায়ণ।
চারিঅংশ দেখিলাম কিসের কারণ॥
ব্রহ্ম-বাক্য শুনিয়া কহেন কৃত্তিবাস (৭)।
সেইরূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ॥
যে রূপে আছেন হরি গোলোক-ভিতর।
জন্ম নিতে আছে ষাটি সহস্র বৎসর॥
রাবণ রাক্ষস হবে পৃথিবীমণ্ডলে।
তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে॥
দশরথ-ঘরে জন্মিবেন চারি জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন॥
এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হইয়া।
তিন গর্ভে জন্মিবেন শুভক্ষণ পাইয়া॥
জানকী সহিত রাম লইয়া লক্ষ্মণ।
পিতৃ-সত্য পালনার্থ যাইবেন বন॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রাবণ।
লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দন॥
মনুষ্য গো-হত্যা আদি যত পাপ করে।
একবার রাম-নামে সর্ব্বপাপে তরে॥
মহাপাপী হয়ে যদি রাম-নাম লয়।
সংসার-সমুদ্র তার বৎস-পদ (৮) হয়॥
হাসিয়া বলেন ব্রহ্মা, শুন ত্রিলোচন।
পৃথিবীতে হেন পাপী আছে কোন্ জন॥
ধূর্জ্জটি (৯) বলেন, মম বাক্যে দেহ মন।
মধ্যপথে (১০) মহাপাপী আছে একজন॥
তারে গিয়া রাম-নাম দেহ একবার।
তবে সে নিতান্ত মুক্ত হইবে সংসার॥
বিধাতা নারদ তাঁরা ভাবেন দু-জন।
পৃথিবীতে মহাপাপী আছে সে কেমন॥

(১) প্রভু-বিদ্যমান—প্রভুর নিকটে (২) তিতিল—ভিজিল। (৩) পঞ্চানন—মহাদেব, ত্রিলোচন, শিব। (৪) গোচর—প্রত্যক্ষ; (এখানে) নিকট; (৫) কৈলাস—স্ফটিক বর্ণ বিশিষ্ট পর্ব্বত; মহাদেবের বাসস্থান (৬) বিরিঞ্চি—বিধাতা; ব্রহ্মা। (৭) কৃত্তিবাস—কৃত্তি (ব্যাঘ্র চর্ম্ম) বাস (বস্ত্র) যাঁর, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধায়ী মহাদেব অন্য নাম ভোলানাথ, মহেশ। (৮) বৎস-পদ—বাছুরের পায়ের দ্বারা যতটুকু স্থান পরিমিত হয়, ততটুকু স্থান সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জলাধার বুঝাইতে 'গোষ্পদ' ব্যবহৃত হয় কবি কৃত্তিবাস গোষ্পদ হইতেও ক্ষুদ্রতর বুঝাইবার জন্য 'বৎস-পদ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। (৯) ধূর্জ্জটি—ধূর্ (বিশ্বভার) যাঁর জটায়; অথবা ধূম্রবর্ণ জটাধারী মহাদেব। (১০) মধ্যপথে—মাঝ-রাস্তায়। কেহ কেহ বলেন, 'মধ্যপথ' একটি স্থানের নাম ছিল।

চ্যবন (১) মুনির (২) পুত্র নাম রত্নাকর (৩)।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর ॥
বিরিঞ্চি নারদ দোঁহে সন্ন্যাসী (৪) হইয়া।
রত্নাকর কাছে দোঁহে মিলিল আসিয়া ॥
বিধাতার মায়া হৈল রত্নাকর প্রতি।
সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি ॥
উচ্চবৃক্ষে চড়িয়া সে চতুর্দ্দিকে চায়।
ব্রহ্মা-নারদেরে পথে দেখিবারে পায় ॥
ভাবে দস্যু রত্নাকর লুকাইয়া বনে।
সন্ন্যাসী মারিয়া বস্ত্র লইব এক্ষণে ॥
বিধাতা নারদ সেই পথেতে যাইতে।
লোহার মুদ্গর তোলে ব্রহ্মারে বধিতে ॥
ব্রহ্মার মায়াতে (৫) তার মুদ্গর না চলে।
মায়ায় মুদ্গর বদ্ধ তার করতলে ॥
না পারে মারিতে দস্যু ভাবে মনে-মন।
ব্রহ্মা জিজ্ঞাসেন, বাপু তুমি কোন জন ॥
রত্নাকর বলে, তুমি না চিন আমারে।
লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে ॥
ব্রহ্মা বলে, মোরে মারি কত পাবে ধন।
করিয়াছ যত পাপ কহিব এখন ॥
শত শত্রু মারিলে যতেক পাপ হয়।
এক গো বধিলে তত পাপের উদয় ॥
এক শত ধেনু-বধ যেই জন করে।
তত পাপ হয় যদি এক নারী মারে ॥
এক শত নারী-হত্যা করে যেই জন।
তত পাপ হয় এক মারিলে ব্রাহ্মণ (৬) ॥
এক শত ব্রহ্ম-বধে যত পাপোদয়।
এক ব্রহ্মচারি-বধে (৭) তত পাপ হয় ॥
ব্রহ্মচারী মারিলে পাতক হয় রাশি।
সংখ্যা নাই যত পাপ মারিলে সন্ন্যাসী ॥
যেই পথ দিয়া গতি করেন সন্ন্যাসী।
আড়ে দীর্ঘে চারি ক্রোশ সম পুরী কাশী ॥
সে পাপ করিতে যদি তব থাকে মন।
করহ এতেক পাপ কহিনু এখন ॥
শুনিয়া কহিল দস্যু রত্নাকর হাসি।
মারিয়াছি তোমা হেন কতেক সন্ন্যাসী ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, যদি না ছাড়িবে মোরে।
ভাল স্থল দেখিয়া হে বধহ আমারে ॥
যথা কীট-পতঙ্গাদি পিপীলিকা গন্ধে।
মৃত দেহ খেতে লোভে না আসে আনন্দে ॥
মারিয়া দণ্ডের বাড়ি পাড়িবা ভূমিতে।
পিপীলিকা মরিবেক আমার চাপেতে ॥
পুনঃ বলিলেন, পাপ কর কার লাগি।
তোমার এ পাতকের (৮) কেহ আছে ভাগী ॥

---

(১) চ্যবন—ভৃগুমুনির ঔরসে পুলোমার গর্ভজাত। ইনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন এক রাক্ষস পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে জানিয়া ইনি তৎক্ষণাৎ মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হইয়া রাক্ষসের দণ্ডবিধান করেন; এই জন্য ইঁহার নাম হয় চ্যবন। (২) মুনি—দুঃখে যাঁর মন চঞ্চল হয় না, সুখেও যাঁর ইচ্ছা নাই,—যাঁর আসক্তি ভয় ক্রোধ নাই—যাঁর চিত্ত স্থির তাঁহাকে মুনি বলে। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ (৩) রত্নাকর বাল্মীকির পূর্ব্ব-নাম। (৪) সন্ন্যাসী—যিনি সম্পূর্ণরূপে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। (৫) মায়াতে—কুহকে। (৬) ব্রাহ্মণ—যিনি ব্রহ্মকে জানেন "ব্রহ্ম জানাতি যঃ সঃ ব্রাহ্মণঃ।" (৭) ব্রহ্মচারী—যিনি সংযম ব্রত গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে বেদাধ্যয়নে রত হইয়াছেন। (৮) পাতক—পাপ।

রত্নাকর বলে, যত লয়ে যাই ধন।
মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারি জন ॥
যাহা কিছু বেচি কিনি খাই চারি জনে।
আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে ॥
শুনিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলেন তবে।
তোমার পাপের ভাগী কেন তারা হবে ॥
করিয়াছ যত পাপ আপনার কায় (১)।
আপনি করিলে পাপ আপনার দায় (২) ॥
জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয়।
তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয় ॥
একান্ত আমারে বধ কর তবে তুমি।
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি ॥
হরিষ-বিষাদে (৩) দস্যু লাগিল ভাবিতে।
বলে, বুঝি এই যুক্তি কর পলাইতে ॥
ব্রহ্মা বলে, সত্য করি না পলাব আমি।
মাতা পিতা পত্নীরে সুধায়ে এস তুমি ॥
অতঃপর যায় দস্যু ফিরি ফিরি চায়।
ভাবে, বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায় ॥
প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

রাম-নামে রত্নাকরের পাপনাশ।

মানুষ মারিয়া আমি আনি যত ধন।
মম পাপভাগী তুমি হও এক জন ॥
পুত্রের বচন শুনি কুপিল চ্যবন।
হেন কথা তোমায় বলিল কোন্ জন ॥
কোন্ শাস্ত্রে (৪) শুনিয়াছ কে কহে তোমারে।
পুত্রকৃত পাপ কেন লাগিবে পিতারে ॥
অজ্ঞান বালক তোরে কি কহিব কথা।
কভু পিতা পুত্র হয়, পুত্র হয় পিতা ॥
যখন বালক ছিলে, পিতা ছিনু আমি।
এখন বালক আমি, পিতা হৈলে তুমি ॥
যখন বালক ছিলে, না ছিল যৌবন।
বহু দুঃখ করি তব করেছি পালন ॥
যত করিয়াছি পাপ আপনি সংসারে।
সে সব পাপের ভাগ না লাগে তোমারে ॥
এবে পিতা হইয়াছ, পুত্র-তুল্য আমি।
কোনরূপে আমারে পুষিবে নিত্য তুমি ॥
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন।
তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ ॥
শুনিয়া বাপের বাক্য হেঁট মাথা করে।
কান্দিতে কান্দিতে কহে মায়ের গোচরে ॥
সত্য করি আমারে গো কহিবা জননী।
আমার পাপের ভাগী হইবা আপনি ॥
জননী কহিছে ক্রুদ্ধা হইয়া অপার।
এক দিবসের ধার কে শোধে মাতার ॥
দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমায়।
তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমায় ॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য মাথা হেঁট কৈল।
পত্নীর নিকটে গিয়া সকল কহিল ॥
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে সত্য করি কও।
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও ॥
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী।
নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি ॥

---

(১) কায় (এখানে) শরীরে। (২) দায় (এখানে) প্রয়োজনে; সঙ্কটে। (৩) হরিষ-বিষাদে—আনন্দে ও দুঃখে। (৪) শাস্ত্র—বেদ, তন্ত্র, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি।

বিধাতা করেছে মোরে অর্দ্ধাঙ্গের ভাগী।
অন্য পাপ নিতে পারি—এ পাপ তেয়াগি॥
যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ।
সর্ব্বদা করিবা মম ভরণ-পোষণ॥
আর যত পাপ-পুণ্য-ভাগ লাগে মোরে।
পোষণার্থ পাপ-ভাগ না লাগে আমারে॥
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায়।
এই মাত্র জানি তুমি পালিবা আমায়॥
শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্নাকর ডরে।
কেমনে তরিব আমি এ পাপ-সাগরে॥
ডুবিনু পাপেতে, মম কি হইবে গতি।
কান্দিতে লাগিল মুনি স্মরিয়া দুষ্কৃতি॥
লোহার মুদ্গর মুনি মাথায় মারিয়া।
পড়িল ভূমির 'পরে অচেতন হৈয়া॥
উঠি তবে রত্নাকর ভাবিল অন্তরে।
সেই মহাজন (১) যদি মোরে কৃপা করে॥
ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিধানে গিয়া।
কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ (২) হৈয়া॥
একে একে জিজ্ঞাসিনু আমি সবাকারে।
মম পাপভাগী কেহ নাহিক সংসারে॥
আপনি করিয়া কৃপা দিলা দিব্যজ্ঞান।
এ সকল পাপে কিসে পাব পরিত্রাণ॥
কহিলেন পিতামহ (৩) মুনির কুমারে।
তুমি স্নান করিয়া আইস সরোবরে॥
শুনিয়া চলিল মুনি সরোবর-পাড়ে।
তার দৃষ্টিমাত্র জল ভস্ম হৈয়া উড়ে॥
শুষ্ক স্থলে মরে মীন মকর (৪) কুম্ভীর।
কহিল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া নীর॥
ছিল যে অগাধ জল এই সরোবরে।
মম দৃষ্টিমাত্রে জল রহিল অন্তরে (৫)॥
শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা, সঙ্গী তপোধনে।
হইয়াছে পূর্ণ পাপ তরিবে কেমনে॥
কমণ্ডলু-জল ছিল দিলেন মাথায়।
মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায়॥
নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে কর্ণে তার।
রাম-নাম বদনেতে বল একবার॥
পাপে জড় জিহ্বা, রাম বলিতে না পারে।
কহিল, ওকথা মোর মুখে না নিঃসরে॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় চিন্তা হৈল মনে।
উচ্চারিবে রাম-নাম এ মুখে কেমনে॥
ম-কার করিলে অগ্রে রা করিলে শেষে।
তবে-বা পাপীর মুখে রাম-নাম আসে॥
ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিয়া।
মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া॥
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর।
মৃত মনুষ্যেরে মড়া বলে সব নর॥
'মড়া' নয়, 'মরা' বলি জপ অবিরাম।
তবে মুখে তোমার সরিবে রাম-নাম॥
শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে।
অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাহারে॥
বহুক্ষণে রত্নাকর করি অনুমান।
বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠখান॥

---

(১) মহাজন—মহাপুরুষ; এখানে মহৎ শব্দের যোগে পর পদের শ্রেষ্ঠার্থ হইয়াছে। (২) দণ্ডবৎ—দণ্ড অর্থাৎ লাঠির মত সরলভাবে ভূপতিত হইয়া প্রণামের নাম দণ্ডবৎ প্রণাম। (৩) পিতামহ—ব্রহ্মা; সমস্ত পিতৃ-পুরুষের আদি বলিয়া তাঁহার নাম পিতামহ। (৪) মকর—মস্তক ও সম্মুখের পদদ্বয় কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় এবং দেহ ও পুচ্ছ মৎস্যাকৃতি; গঙ্গার বাহন। (৫) রহিল অন্তরে—শুষ্ক হইয়া গেল।

'মরা' 'মরা' বলিতে আইল রাম-নাম।
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ ॥
তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রাম-নামে সর্ব্ব-পাপ ক্ষয় ॥
নামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার তরাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক রত্নাকরের বাল্মীকি নাম-করণ ও রামায়ণ রচনা করণের আদেশ।

বিশ্বস্রষ্টা (১) নারদেরে কহেন তখন।
যে কহিল মিথ্যা নহে শিবের বচন ॥
রাম-নাম ব্রহ্মা-স্থানে পেয়ে রত্নাকর।
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসর ॥
এক নাম জপে এক-স্থানে একাসনে।
সর্ব্বাঙ্গ খাইল বল্মীকের (২) কীটগণে ॥
মাংস খেয়ে পিণ্ড (৩) তার করিল সোসর (৪)।
হইল কন্টক-কুশ তাহার উপর ॥
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে।
বল্মীকের মধ্যে মুনি রাম-নাম ডাকে ॥
ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত ষাটি হাজার বৎসর।
পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মুনিবর ॥
সেখানে আসিয়া ব্রহ্মা চতুর্দ্দিকে চায়।
মনুষ্য নাহিক, কিন্তু রাম-নাম হয় ॥
রাম-নাম শুনে মাত্র পিণ্ডের ভিতর।
জানিল ইহার মধ্যে আছে মুনিবর ॥
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা ডাকি পুরন্দরে (৫)।
সাত দিন বৃষ্টি কর পিণ্ডের উপরে ॥
বৃষ্টিতে মৃত্তিকা গেল গলিয়া সকল।
কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিকল ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা (৬) করিলেন তাহারে আহ্বান।
পাইয়া চৈতন্য মুনি উঠিয়া দাঁড়ান ॥
ব্রহ্মারে কহিল মুনি করিয়া প্রণাম।
মোরে মুক্ত কৈলে তুমি দিয়া রাম-নাম ॥
ব্রহ্মা বলে, তব নাম রত্নাকর ছিল।
আজি হৈতে তব নাম বাল্মীকি হইল ॥
বল্মীকেতে ছিলা যেই, তেঁই এ বিধান।
সাতকাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ ॥
যেই রাম-নাম হৈতে হইলা পবিত্র।
সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র ॥
জোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা-বিদ্যমান।
কেমন হইবে গ্রন্থ, কেমন পুরাণ ॥
কেমন কবিতা ছন্দঃ, আমি নাহি জানি।
শুনিয়া বিধাতা তাঁরে কহিলেন বাণী (৭) ॥
সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে।
হইবে কবিতারাশি তোমার মুখেতে ॥
শ্লোকচ্ছন্দে (৮) পুরাণ করিবে তুমি যাহা।
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা ॥
এত বলি ব্রহ্মা গেলা আপন ভবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

---

(১) বিশ্বস্রষ্টা—ব্রহ্মা। (২) বল্মীক—উই ঢিপি। (৩) পিণ্ড—ঢিপি। (৪) সোসর—সমান। (৫) পুরন্দরে—ইন্দ্রকে; পুর নামক অসুর বধ করায় ইন্দ্রের নাম পুরন্দর হয়। (৬) সৃষ্টিকর্ত্তা—ব্রহ্মা; অস্থিরাশি হইতে জীবসৃষ্টি করিতে হইয়াছে; এই জন্যই এখানে ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা নামের সার্থকতা। (৭) বাণী—মহত্ত্ব প্রকাশিকা কথা। (৮) শ্লোকচ্ছন্দে—কাব্যাকারে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

তপোবনে বাল্মীকি —৭ পৃঃ

পড়িলেন পতিতপাবনী শম্ভুশিরে—২৮ পৃঃ

নারদ কর্ত্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণের
আভাষ প্রদান।
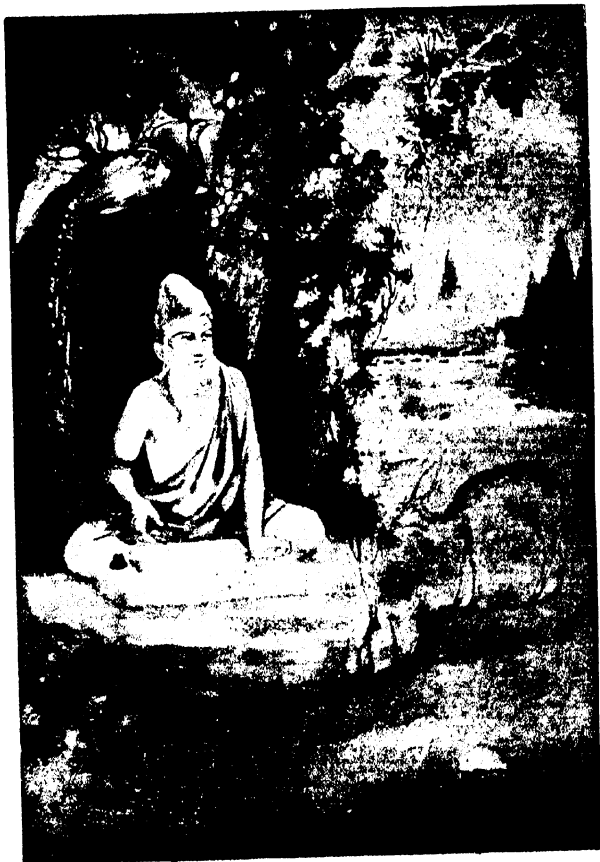
এক দিন সে বাল্মীকি সরোবর-কূলে।
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষ-মূলে॥
ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী (১) বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে।
এক ব্যাধ ঐ পক্ষী বিন্ধিলেক নলে (২)॥
প্রেমালাপে মত্ত পক্ষী, বিন্ধে হেন কালে।
ব্যাকুল হইয়া পড়ে বাল্মীকির কোলে॥
রামে স্মরি বলে মুনি কানে দিয়া হাত।
জীব-হত্যা কৈলি পাপী আমার সাক্ষাৎ॥
মারিলি নিরীহ পক্ষী বড়ই কুকর্ম্ম।
পাপিষ্ঠ নারকী (৩) তুই নাহি কোন ধর্ম্ম॥
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষি-জাতি।
বুঝিলাম তোমার নরকে হবে স্থিতি॥
এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে।
এই শোকে এক শ্লোক (৪) নিঃসরিল মুখে॥
শোক হইতে শ্লোকের হৈল উপাদান (৫)।
'মা নিষাদ' (৬) বলিয়া তাহার উপাখ্যান(৭)॥
চারি পদ ছন্দঃ মুনি লিখিলেন পাতে।
আপনি লিখিয়া মূল (৮) না পারে বুঝিতে॥
ভরদ্বাজ-সন্নিধানে করিলা গমন।
গুরু-শিষ্য বসিয়া আছেন দুই জন॥

ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল তথা নারদেরে।
বাল্মীকিরে উপদেশ করিবার তরে॥
যেখানে বাল্মীকি মুনি ভাবেন বসিয়া।
সেখানে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া॥
নারদে দেখিয়া মুনি সম্ভ্রমে উঠিল।
দণ্ডবৎ করিয়া আসন তাঁরে দিল॥
সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে।
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তাঁরে॥
এই শ্লোকচ্ছন্দে তুমি রচ রামায়ণ (৯)।
উপদেশ কহি, জানি তুমি সে ভাজন (১০)॥
সূর্য্যবংশে দশরথ হবে নরপতি।
রাবণ বধিতে জন্মিবেন লক্ষ্মীপতি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন।
তিন গর্ভে জন্মিবেন এই চারি জন॥
সীতাদেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে।
ধনুর্ভঙ্গ-পণে তাঁর বিবাহ তৎপরে॥
পিতার আজ্ঞায় রাম যাইবেন বন।
সঙ্গেতে যাবেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ॥
সীতারে হরিয়া লবে লঙ্কার রাবণ।
সুগ্রীব সহিত রাম করিবে মিলন॥
বালিকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্যভার।
সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার॥
দশ-মুণ্ড বিশ-হাত মারিয়া রাবণ।
অযোধ্যায় রাজা হইবেন নারায়ণ॥

---

(১) ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী—কোঁচবক ও বকী। (২) নল—পাখী ধরিবার জন্য বাঁশের ক্রমসূক্ষ্ম দণ্ড। (৩) নারকী—মৃত্যুর পরে যাহাকে নরক ভোগ করিতে হইবে (৪) শ্লোক—কবিতা। (৫) উপাদান—যাহা রূপান্তরিত হইয়া অন্য বস্তুতে পরিবর্ত্তিত হয়; এখানে—উৎপত্তি। (৬) মা নিষাদ—মা (না) নিষাদ (হে ব্যাধ)—সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥" (৭) উপাখ্যান—গল্প; এখানে নাম। (৮) মূল—সংস্কৃত শ্লোক। (৯) রামায়ণ—রাম+অয়ন (আশ্রয়)—রামকে আশ্রয় করিয়া যে কাব্য রচিত হইয়াছে। (১০) ভাজন—পাত্র।

কহিবেন অগস্ত্য (১) রাবণ-দিগ্বিজয় (২)।
পুনরায় সীতাকে বর্জ্জিবে মহাশয় ॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী সীতারে গোপনে।
লক্ষ্মণ রাখিবে তাঁরে তব তপোবনে (৩) ॥
কুশ-লব নামে হবে সীতার নন্দন।
উভয়ে শিখাবে তুমি বেদ (৪) রামায়ণ ॥
এগার সহস্র বর্ষ পালিবেন ক্ষিতি।
পুত্রে রাজ্য দিয়া স্বর্গে করিবেন গতি ॥
জন্ম হইতে কহিলাম স্বর্গ-আরোহণ।
জন্মিয়া করিবে ইহা প্রভু নারায়ণ ॥
এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

চন্দ্রবংশ-উপাখ্যান।

সাগর-মন্থনে চন্দ্র হইল উৎপন্ন।
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ অতি ধন্য ॥
পুরূরবা নামে হৈল তাঁহার নন্দন।
তাঁর পুত্র শতাবর্ত্ত জানে সর্ব্বজন ॥
স্বর্গ নামে তাঁহার হইল এক সুত।
হইল তাঁহার পুত্র শ্বেতনাম-যুত ॥
নামেতে হইল নিমি তাঁহার নন্দন।
নিমিকে প্রশংসা করে যত দেবগণ ॥
সকলে মিলিয়া তাঁর মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি (৫) নামে বীর ॥
সেই বসাইল এই মিথিলা নগর।
সীরধ্বজ কুশধ্বজ তাঁহার কোঙর ॥
এ সৃষ্টি সৃজন করিয়াছে মুনিবরে।
কহিল লক্ষ্মীর জন্ম জনকের ঘরে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
চন্দ্রবংশ (৬) রচনা করিলা কবিবর ॥

মান্ধাতার উপাখ্যান।

আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন (৭)।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন ॥
তিন পুত্র হইল তনয়া এক জানি।
সকলে তাঁহার নাম রাখিল কন্দিনী ॥
জরৎকারু মুনিপুত্রে সে নারদ আনি।
তাঁহারে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী ॥
সবে গায়, বাজায় নারদ মুনি বেণু।
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম হৈল ভানু ॥
তাঁহারে বিবাহ দিল জামদগ্নি (৮) বরে।
এক অংশে বিষ্ণু জন্মিলেন তাঁর ঘরে ॥

---

(১) অগস্ত্য—উর্ব্বশী দর্শনে মিত্রাবরুণের তেজঃ স্খলিত হইয়া কুম্ভমধ্যে নিপতিত হয়। তাহা হইতে ইঁহার জন্ম হয়, এজন্য ইঁহার আর এক নাম কুম্ভযোনি। (২) দিগ্বিজয়—দশ দিকের স্থান জয় করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা। তপোবন—তপস্যার উপযুক্ত বন; যেখানে জল, পুষ্প, বনফল সহজ-প্রাপ্য, হিংস্র জন্তুর উৎপাত কম এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ যে বনভূমি তাহাই তপোবন নামে প্রসিদ্ধ। (৪) বেদ—জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ণ শাস্ত্র। (৫)—অপুত্র নিমির মৃতদেহ অরণীতে অর্থাৎ অগ্নি উৎপাদন জন্য কাষ্ঠে মথিত করিয়া মুনিগণ ইঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম মিথি হয়। (৬) মূল সংস্কৃত রামায়ণে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের পুত্রানুক্রমিক নাম—নিমি, মিথি, জনক, উদাবসু নন্দিবর্দ্ধন, সুকেতু দেবরাত বৃহদ্রথ, মহাবীর, সুধৃতি, ধৃষ্টকেতু হর্য্যশ্ব, মরু, প্রতীন্ধক, কীর্ত্তিরথ, দেবমীঢ়, বিবুধ, মহীধ্রক, কীর্ত্তিরাত, মহারোমণ, স্বর্ণরোমণ, হ্রস্বরোমণ, সীরধ্বজ। ইনি রাজর্ষি জনক নামে অভিহিত হন। (৭) নিরঞ্জন—পরব্রহ্ম। (৮) ঋচীকের বরে গাধিরাজ-কন্যা সত্যবতীর গর্ভজাত।

অতঃপর কহি সূর্য্যবংশ-বিবরণ।
ব্রহ্মার হইল তবে মরীচ নন্দন॥
মরীচের নন্দন কশ্যপ (১) নাম ধরে।
তাঁর পুত্র সূর্য্য, ইহা বিদিত সংসারে॥
সূর্য্যের হইল পুত্র, মনু (২) নাম তাঁর।
সুষেণ তাঁহার পুত্র রূপে চমৎকার॥
প্রসন্ন তাঁহার পুত্র অতি সে সুঠাম।
হইল তাঁহার পুত্র যুবনাশ্ব নাম॥
যুবনাশ্ব হৈল রাজা অযোধ্যানগরে।
বিবাহ করিতে গেল কন্দকের ঘরে॥
কালনেমি-নামে কন্যা কন্দক-রাজার।
বিবাহ করিল যুবনাশ্ব গুণাধার॥
বিবাহ করিল মাত্র সম্ভাষ না করে।
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা বলিল বাপেরে॥
বিশেষ জানিয়া সে কন্দক মহীপতি।
অভিশাপ করিলেক জামাতার প্রতি॥
তপস্যা করিয়া যবে আইল ভূপতি।
প্রণতি করিয়া দ্বিজে মাগিল সম্মতি॥
আশীর্ব্বাদ কর, মম হউক নন্দন।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে দ্বিজগণ॥
পত্নী সহ তোমার নাহিক দরশন।
কেমনে বলিব তব হইবে নন্দন॥
এই যুক্তি কর রাজা, যদি লয় মন।
যজ্ঞ কর, তবে তব হইবে নন্দন॥
যজ্ঞ-জল করাইবা রাণীকে ভক্ষণ।
হইবে তোমার পুত্র অতি বিচক্ষণ॥
যজ্ঞ করি জল রাজা রাখে নিজ ঘরে।
শয়ন করিল রাজা খাটের উপরে॥
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
জল আন বলি রাজা হইল কাতর॥
তৃষ্ণায় পীড়িত রাজা আকুল হইল।
পুংসবন-জল (৩) ছিল মুখেতে ঢালিল॥
প্রভাতে প্রকাশ হৈল সূর্য্যের কিরণ।
জল আন বলি ডাকে যতেক ব্রাহ্মণ॥
রাজা বলে, দ্বিজগণ কর অবধান।
রাত্রিকালে জল আমি করিয়াছি পান॥
একথা শুনিয়া বলে যত মহামতি।
তোমার উদরে পুত্র জন্মিবে ভূপতি॥
শ্বশুরের অভিশাপ তাহারে লাগিল।
যুবনাশ্ব-উদরেতে পুত্র যে জন্মিল॥
দশমাসে করি তার কুক্ষি (৪) বিদারণ।
বাহির হইল এক সুন্দর নন্দন॥
নৃপতি ত্যজিল প্রাণ পেয়ে নানা ব্যথা।
ব্রহ্মা আসি পুত্র-নাম রাখিল মান্ধাতা (৫)॥
অযোধ্যা-নগরে রাজা হইল মান্ধাতা।
সপ্তদ্বীপ-অধিপতি (৬) পুণ্যশীল দাতা॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান।
মান্ধাতার উপাখ্যান আদিকাণ্ডে গান॥

---

(১) কশ্য মদ্য, পা = কশ্যপ, অর্থাৎ যিনি মদ্য মধু জল প্রভৃতি তরল পদার্থ পান করেন (২) মনু—সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশ মনু, যথা স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি ভৌত, রৌচ্য, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি মেরুসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি (৩) পুংসবন—গর্ভসঞ্চারের তৃতীয় মাসে গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গলোদ্দেশ্যে সংস্কার বিশেষ; (এখানে) যে সংস্কার দ্বারা পুরুষ সন্তান প্রসূত হয়। (৪) কুক্ষি—পার্শ্বদেশ। (৫) মান্ধাতা—ইনি যখন পিতার কুক্ষিদেশ ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন তখন ঋষিগণ বলিলেন, এই পুত্র কাহার স্তন্যপান করিবে? ইন্দ্র বলিলেন, "অয়ং মাং ধাতা" আমি ইহাকে পান করাইব। এই জন্যই ইঁহার নাম মান্ধাতা হয়। ইন্দ্র স্বীয় অমৃতস্রাবিণী তর্জ্জনী ইঁহার মুখে অর্পণ করিয়াছিলেন। (৬) সপ্তদ্বীপ—জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

সূর্য্যবংশ নির্ব্বংশ এবং অযোধ্যায় হারীতের রাজ্যাভিষেক

মান্ধাতার তনয় হইল মুচুকুন্দ।
সমর পাইলে তাঁর হৃদয়ে আনন্দ॥
তাঁহার তনয় নামে পৃথু নৃপবর।
যাঁর রথচক্রে ছয় হইল সাগর॥
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু (১) নরপতি।
বশিষ্ঠ-নারদে কৈল রথের সারথি॥
শতাবর্ত্ত-নামে তাঁর হইল কুমার।
আর্য্যাবর্ত্ত-নামে পুত্র হইল তাঁহার॥
ভরত তাঁহার পুত্র অতি বলবান।
যাহা হৈতে উপজিল ভারত পুরাণ॥
জন্মিল তাঁহার পুত্র নামেতে ভূধর।
খাণ্ড-নামে তাঁর পুত্র অতি ধনুর্দ্ধর॥
খাণ্ডের হইল পুত্র, দণ্ড নাম ধরে।
প্রজার কামিনী কন্যা সদা চুরি করে॥
সব প্রজা করিলেক রাজার গোচর।
তব পুত্র হেতু ছাড়ি অযোধ্যানগর॥
এ কথা শুনিয়া খাণ্ড বিষাদিত-মন।
পুত্রের বিবাহ রাজা দিল তৎক্ষণ॥
পরে পাঠাইল রাজা দণ্ডেরে কাননে।
প্রবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে॥
কানন-মধ্যেতে গিয়া দণ্ড নৃপবর।
বসাইল দণ্ডারণ্য বলিয়া নগর॥
তাহাতে বসতি করে শুক্র মুনিবর।
পড়িবারে দণ্ড নিত্য যায় তাঁর ঘর॥
একদিন শুক্র গেল তপস্যা করিতে।
হেনকালে দণ্ড রাজা গেলেন পড়িতে॥
শুক্রকন্যা অজা (২) করে পুষ্প আহরণ।
দণ্ডরাজা বলে তারে বিবাহ কারণ॥
অজা বলে, শুন রাজা কহি তব ঠাঁই।
পিতৃশিষ্য তুমি ত সম্বন্ধে হও ভাই॥
বিবাহ করিতে যদি লয় তব মন।
পিতৃ-বিদ্যমানে (৩) তবে কর নিবেদন॥
রাজা বলে, এ কথায় স্থির নহে মন।
ব্যাকুল আমার প্রাণ তোমার কারণ॥
গুরুকন্যা বলি রাজা না করিল আন।
পুষ্পবাটিকাতে তা'রে করে অপমান॥
নৃপতি চপল-মতি (৩) অস্থির মানস।
এ হেতু অনর্থ এত করিতে সাহস॥
তপস্যা করিয়া শুক্র মুনি আইল ঘরে।
আসন সলিল অজা দিল মুনিবরে॥
দিনান্তে অভুক্ত মুনি পোড়ে কলেবর।
কন্যারে দেখিয়া মুনি কুপিত অন্তর॥
মুনি বলে, অজা কন্যা দেখি এ কেমন।
কি কারণে বল হেন বিষাদিত মন॥
লজ্জা ঘুচাইয়া কন্যা কহিল পিতায়।
দণ্ডরাজ অপমান করিল আমায়॥
এই কথা শুনিয়া কুপিল মুনিবর।
দণ্ড দণ্ড বলি মুনি ডাকিল সত্বর॥
পুঁথি কাঁখে করি দণ্ড আইল পড়িবারে।
দেখিয়া কুপিয়া মুনি কহিল তাহারে॥
পড়াইয়া তোমারে যে দিয়াহি চেতন (৪)।
তাহার দক্ষিণা ভাল দিলে হে এখন॥
এমন কুপুত্র যার জনমে বংশেতে।
নির্ব্বংশ হউক খাণ্ডরাজা এ দোষেতে॥

---

(১) ইক্ষ্বাকু—"ক্ষুবতশ্চ মনোরিক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ পুত্রো জজ্ঞে।"—মনু একদিন হাঁচিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাসিকা হইতে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়; ইনি ইক্ষ্বাকু নামে প্রসিদ্ধ হন। (২) অজা—শুক্র মুনির কন্যা; বাল্মীকি রামায়ণে অরজা। (৩) চপল-মতি—চঞ্চলমনা। (৪) চেতন—জ্ঞান।

কোপদৃষ্টে চাহিল তখন মহাঋষি।
রাজ্যশুদ্ধ হইল সে খাণ্ড ভস্মরাশি॥
অযোধ্যাতে খাণ্ডরাজা জীবন ত্যজিল।
সূর্য্যবংশ একেবারে নির্ব্বংশ হইল॥
অযোধ্যাতে হৈল রাজা বশিষ্ঠ (১) ব্রাহ্মণ।
পুত্রের সমান করি পালে প্রজাগণ॥
নি বলে, জপ তপ সব নষ্ট হৈল।
মিছা রাজ্য করি মম জন্ম গোঙাইল (২)॥
ান করি জানিলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
ইবে অজ্ঞার এক উত্তম নন্দন॥
ানে জানি বশিষ্ঠ কহেন শুক্র প্রতি।
ীঘ্র পাঠাইয়া দেহ রাজা হবে নাতি॥
থ্য জানি শুক্র মুনি হৈল হৃষ্টমন।
ন্যা পাঠাবার সজ্জা করিল তখন॥
অজ্ঞাকে পাঠান শুক্র অযোধ্যানগর।
অজ্ঞার হইল এক অপূর্ব্ব কোঙর॥
ই কুমারের নাম হইল হারীত।
নি তারে আশিষ্ করিল যথোচিত॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর (৩)।
ছয় মাস মধ্যে অন্ন দিল মুনিবর॥
এক বৎসরের হৈল রাজার কোঙর।
বসাইল লয়ে সিংহাসনের উপর॥
হারীত বলেন, মাতা করি নিবেদন।
তোমার এমন দশা হইল কি কারণ॥
এই কথা শুনি রাণী বলিছে তখন।
মম পিতৃশাপে তব পিতার নিধন॥
তব পিতা মোর করে ঘোর অপমান।
এই হেতু পিতা করে অভিশাপদান॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান।
আদিকাণ্ডে গাইল দণ্ডক-উপাখ্যান॥

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান।

হারীতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে।
বসতি করিল সেই অযোধ্যানগরে॥
পরবধূ হরি, হরিবীজ রাজ্য করে।
তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে॥
হরিশ্চন্দ্রে সমর্পণ করি সর্ব্বদেশ।
স্ব-রূপে (৪) গঙ্গাতে গিয়া করিল প্রবেশ॥
পিতৃ-মৃত্যু-পরে হরিশ্চন্দ্র হৈল রাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা॥
সোমদত্ত-রাজকন্যা তাঁর নাম শৈব্যা।
বিবাহ করিল হরিশ্চন্দ্র অতি ভব্যা (৫)॥
পাইয়া সুন্দরী জায়া (৬) অন্তরে উল্লাস।
তাঁহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস॥
সুখে রাজ্য করে হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
ইন্দ্রেরে লইয়া কিছু শুনহ সম্প্রতি॥
একদিন সভাতে বসিল সুরপতি।
পঞ্চ কন্যা নৃত্য করে প্রথম যুবতী (৭)॥

---

(১) বশিষ্ঠ—ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণের অন্যতম। সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় বশ করায় ইঁহার নাম বশিষ্ঠ হয়। (২) গোঙাইল—কাটাইল। (৩) শশধর—চন্দ্র; দক্ষ প্রজাপতির ২৭টি কন্যার মধ্যে চন্দ্র রোহিণীকে অধিক ভালবাসিতেন, এজন্য দক্ষের অভিশাপে চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হয়। দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পরামর্শে চন্দ্র যক্ষ্মারোগ শান্তির জন্য শশ অর্থাৎ খরগোস ধারণ করিয়া আছেন, এই জন্য চন্দ্রের নাম শশধর। (৪) স্ব-রূপে—স্বশরীরে; নিজের রূপ লইয়া। (৫) ভব্যা—সচ্চরিত্রা। (৬) জায়া—স্ত্রী; যাহাতে স্বয়ংআত্মা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। (৭) প্রথম যুবতী—নবযৌবনা; যে স্ত্রীর নূতন যৌবনের বিকাশ হইয়াছে।

নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ।
একবার করিলেক তারা তাল ভঙ্গ॥
দেখিয়া করিল কোপ দেব পুরন্দর।
অভিশাপ দিল পঞ্চ কন্যার উপর॥
যৌবনগর্ব্বিতা তোরা হ'য়েছিস্ মনে।
বদ্ধ হয়ে থাক্ বিশ্বামিত্র-তপোবনে॥
পায়ে ধরি পঞ্চ কন্যা করেন ক্রন্দন।
কতকালে হবে বল শাপ-বিমোচন॥
ইন্দ্র বলে, বন্দিরূপে থাক্ তপোবনে।
মুক্ত হবে রাজা হরিশ্চন্দ্র-দরশনে॥
নিত্য তারা নানা পুষ্প করে আহরণ।
ডাল ভাঙ্গে, ফুল তোলে, কে করে বারণ॥
শিষ্য সহ বিশ্বামিত্র গেল তপোবনে।
ডাল-ভাঙ্গা গাছ সব দেখিল নয়নে॥
এমন করিয়া ডাল ভাঙ্গে যেই জন।
আইলে লাগিবে কালি লতার বন্ধন॥
এত বলি শাপ তারে দিল মুনিবরে।
প্রভাতে আইল তারা পুষ্প তুলিবারে॥
যেইকালে পঞ্চকন্যা ডালে ভর দিল।
লতার বন্ধন হাতে অমনি লাগিল॥
প্রভাতে আসিয়া বিশ্বামিত্র তপোবনে।
লতাবদ্ধ কন্যাগণে দেখি হৃষ্টমনে॥
নানারূপে তাহাদেরে করিয়া ভৎর্সন।
যথাস্থানে মুনিবর করিল গমন॥
হেনকালে তথা হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
মৃগয়া করিতে করিলেন আগমন॥
মৃগ না পাইয়া অতি ব্যাকুলিত মন।
ক্লান্ত হন নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ॥
মনস্তাপ পাইয়া বসিল তরুতলে।
পঞ্চ কন্যা ডাকে উচ্চে হরিশ্চন্দ্র ব'লে॥
ক্রন্দন শুনিয়া রাজা গেল তপোবনে।
স্পর্শ মাত্র মুক্ত হৈয়ে গেল পঞ্চজনে॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সৈন্য সহ নিজরাজ্যে করিল গমন।
প্রাতঃকালে আইলেন গাধির নন্দন।
পঞ্চকন্যা নাহি দেখি দুঃখিত হৈল মন॥
আমি যে বান্ধিনু ছাড়াইল কোন্ জন।
সর্ব্বনাশ হৈল তার সংশয় জীবন॥
ধ্যান করি জানিলেন গাধির নন্দন।
হরিশ্চন্দ্র ছাড়াইয়া দিল কন্যাগণ॥
মুনি ক্রোধ করিয়া যে চলিল সত্বর।
উত্তরিল গিয়া মুনি রাজার গোচর॥
মুনিরে দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যর্থন।
এস এস বলি দিল বসিতে আসন॥
সফল ভবন মোর সফল জীবন।
মোর গৃহে আইলা যে গাধির নন্দন॥
জ্বলন্ত অনল যেন বলে তপোধন।
যে কন্যা বান্ধিনু তারে ছাড় কি কারণ॥
রাজা বলে, তারা মোরে কৈল আমন্ত্রণ।
মিথ্যা না বলিব প্রভু করেছি মোচন॥
দান পুণ্য করি প্রভু তুষিয়ে ব্রাহ্মণ।
আমা প্রতি ক্রোধ কেন কর অকারণ॥
এ কথা শুনিয়া কহে গাধির কুমার।
দান পুণ্য কর ব'লে কর অহঙ্কার॥
কি দান করিবা তুমি দেখি তব মন।
আমারে কিঞ্চিৎ দান দেহ ত রাজন॥

রাজা বলে, গৃহধর্ম্ম সফল জীবন।
মোর দান লবে প্রভু গাধির নন্দন॥
যাহা চাহ তাহা দিব না করিব আন (১)।
নানা দানে গোঁসাই রাখিব তব মান॥
মুনি বলে, দান দেহ যদ্যপি রাজন।
আগেতে করহ তুমি সত্য-নিবন্ধন॥
রাজা বলে, সত্য সত্য না করিব আন।
এ সত্য লঙ্ঘিলে নাহি পাব পরিত্রাণ॥
ভূপতি করিল সত্য না বুঝিল ছাঁদ।
মৃগ বন্দী হৈল যেন না বুঝিয়া ফাঁদ॥
মুনি বলে, দেখহ সকল দেবগণ।
রাজা করিবেন মম সত্যের পালন॥
মুনি বলে, দিবা যদি করেছ অন্তরে।
রাজন্, পৃথিবী দান করহ আমারে॥
দানের করিল রাজা অতি পরিপাটী।
হাতে করি আনিলেন তিন গোলা মাটী॥
ভূদান করিল হরিশ্চন্দ্র শ্রদ্ধাযুত।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া লইল গাধি-সুত॥
মুনি বলে, দিলা দান পাইনু এখন।
দানের দক্ষিণা রাজা আনহ কাঞ্চন॥
রাজা বলে, দক্ষিণাতে না করিহ ঘৃণা।
দানের দক্ষিণা দিব সাত কোটী সোনা॥
মুনি বলে, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
সাত কোটী কাঞ্চন করহ সমর্পণ॥
ভূপতি করেন আজ্ঞা ভাণ্ডারীর প্রতি।
আমারে আনিয়া দেহ স্বর্ণ শীঘ্রগতি॥
দৃঢ় (৩) করি বলে মুনি গাধির কুমার।
ভাণ্ডারী উপর তব কিবা অধিকার॥
সকল পৃথিবী দান করিলা আমারে।
ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে॥
শুনিয়া ভাবিত রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
আপনা আপনি করিলাম সর্ব্বনাশ॥
মুনি বলে, ভূপতি মজিলে অহঙ্কারে।
পৃথিবী ছাড়িয়া এবে যাহ স্থানান্তরে॥
পাত্র মিত্র সবে বলে করি জোড়পাণি।
হরিশ্চন্দ্র ভূপে দিতে পটী (৪) একখানি॥
সূচ্যগ্র (৫) খননে যত উঠে বসুমতী।
উহাকে না দেয় বিশ্বামিত্র মহামতি॥
পাত্র মিত্র বলে, শুন গাধির তনয়।
কোথায় বসিবে হরিশ্চন্দ্র নিরাশ্রয়॥
এত শুনি ক্রোধ করি বলে মহাঋষি।
পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে বারাণসী (৬)॥
শৈব্যা নারী আর নিজ পুত্র রুহিদাস।
তিন জন যাউক করিতে কাশীবাস॥
বিশ্বামিত্র-বাক্য শুনি সূর্য্যবংশধন।
দারা (৭)-পুত্রসহ কাশী করিল গমন॥
মুনি বলে, শুন রাজা আমার বচন।
দিয়া যাহ সাত কোটী আমারে কাঞ্চন॥
রাজা বলে, গোঁসাই না করিবেন ঘৃণা।
সাত দিন পরে দিব সাত কোটী সোনা॥
সাত দিন পথ রাজা বহিয়া চলিল।
পথ আগুলিয়া মুনি কহিতে লাগিল॥
মম কথা শুন হরিশ্চন্দ্র যশোধন (৮)।
আগে দেহ সাত কোটী আমারে কাঞ্চন॥
শৈব্যার সহিত রাজা করিল মন্ত্রণা।
কি দিয়া শোধিব আমি ব্রাহ্মণের সোনা॥

---

(১) আন – অন্যথা। (২) ছাঁদ – ইচ্ছা। (৩) দৃঢ় – শক্ত করিয়া; কর্কশ কণ্ঠে। (৪) পটী—পাড়া। (৫) সূচাগ্র – সূচের আগা। (৬) বারাণসী – বরুণা ও অসি নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থান। (৭) দারা—স্ত্রী, তাঁহাদের পাত্নী অথবা ভ্রাতৃস্নেহ বিদীর্ণ করে বলিয়া স্ত্রীর নাম দারা। (৮) যশোধন—পুণ্যবান।

শৈব্যা বলে, শুন প্রভু নিবেদি তোমারে।
বিক্রয় করহ হাট-মধ্যেতে আমারে॥
স্ত্রী লইয়া চলে রাজা হাটের ভিতরে।
দাসী কিন বলিয়া ডাকিল উচ্চৈঃস্বরে॥
এক বিপ্র ছিল সে পণ্ডিত সাধু জন।
ছিল তার একটি দাসীর প্রয়োজন॥
ব্রাহ্মণ বলেন, ওহে পুরুষ-রতন।
লইবা দাসীর মূল্য কতেক কাঞ্চন॥
রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
এ দাসীর মূল্য চাহি চারি কোটী সোনা॥
এ কথা শুনিয়া বিপ্র স্বীকার করিল।
চারি কোটী সোনা দিয়া শৈব্যারে কিনিল॥
দাসী নিয়া দ্বিজ যায় আপনার বাস।
মায়ের কাপড় ধরি কান্দে রুহিদাস॥
অঞ্চলে ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি।
ছাড় ছাড় বলি বিপ্র দেখাইল বাড়ি (১)॥
শৈব্যা বলে, গোঁসাই করিগো নিবেদন।
বিনা পণে (২) ক্রয় কর আমার নন্দন॥
শুনিয়া কহিল বিপ্র হইয়া বাতুল (৩)।
দু'জনের তরে কোথা পাইব তণ্ডুল॥
শৈব্যা বলে, মুনি অন্ন দিবা যে আমাকে।
তাহাই ভক্ষণ করাইব এ বালকে॥
ব্রাহ্মণ বলেন, ক্রোধে হইয়া আকুল।
দিন প্রতি এক সের পাইবা তণ্ডুল॥
দাসী কিনি বিপ্র যায় আপনার স্থানে।
স্বর্ণ লয়ে গেল রাজা মুনি-বিদ্যমানে॥
অত্যল্প দেখিয়া স্বর্ণ কহে তপোধন।
অল্প জ্ঞান কর হরিশ্চন্দ্র হে রাজন্॥
সাত কোটী লব, ঘাটি (৪) নহে সাত রতি।
বিশ্বামিত্রে অবজ্ঞা না কর মহামতি॥
এ কথা শুনিয়া মহা প্রমাদ (৫) ভাবিল।
শিরে হাত দিয়া রাজা হাটে চলি গেল॥
হাটখানি বৈসে বারাণসীর গোচরে।
তৃণ বান্ধি সান্ধাইল হাটের ভিতরে॥
নফর কিনিবা বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কালু নামে হাড়ি এক ছিল সে নগরে॥
সে বলে, আমার কর্ম্ম আছে ত নফরে।
চাহি এক নফর, সে রাখিবে শূকরে॥
এ কথা শুনিয়া রাজা বলিছে বচন।
আমি যাহা কহি তাহা করিবে পালন॥
কালু বলে, শুন ওহে পুরুষ-রতন।
আপনার মূল্য লবে কতেক কাঞ্চন॥
রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার।
স্বর্ণ লব তিন কোটী মূল্য আপনার॥
এ কথা শুনিয়া কালু বিলম্ব না কৈল।
তিন কোটী স্বর্ণ দিয়া নফর কিনিল॥
সাত কোটী সোনা নিয়া দিল মুনিবরে।
সোনা পেয়ে গেল মুনি অযোধ্যানগরে॥
কালু বলে, শুন ওহে পুরুষ রতন।
কি নাম তোমার কহ কাহার নন্দন॥
প্রবন্ধ (৬) করিয়া রাজা কহিতে লাগিল।
হরিশ্চন্দ্র নাম বাপ-মায়েতে রাখিল॥
কত বা বেড়াবে হরিশ্চন্দ্র নাম ধ'রে।
কখন বলিও হরি, কখন বা হ'রে॥
নফর লইয়া কালু যায় নিজ বাস।
হরিশ্চন্দ্র ঘুচাইয়া হৈল হরিদাস॥

---

(১) বাড়ি—লাঠি। (২) পণ—মূল্য। (৩) বাতুল—(এখানে) ক্রুদ্ধ। (৪) ঘাটি—কম; অল্প। (৫) প্রমাদ—অসাবধানতা; চিত্তের অস্থিরতার জন্য যে ভুল; এখানে বিপদ। (৬) প্রবন্ধ—বিস্তারিত বর্ণনা।

হরিদাস বলে, প্রভু করি নিবেদন।
খাইতে উচ্ছিষ্ট মোরে না দিবে কখন॥
কালু বলে, হরিদাস শুনহ বচন।
বারাণসীপুরে রাখ শূকরেরগণ॥
বারাণসীতীরে যত মরা দাহ হয়।
পঞ্চাশ কাহন লহ প্রত্যেক মরায়॥
সঁপিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম হাড়ি গেল ঘরে।
ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শূকরে॥
বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র মহীপাল।
মম এক কথা শুন শূকরের পাল॥
দান পুণ্য করিলাম এ দক্ষিণ করে।
তোমাদের মল-মূত্র পুছিব কি ক'রে॥
এক সত্য পালিবা হে সকল শূকরে।
মল-মূত্র পরিত্যাগ করিহ অন্তরে॥
পালিল রাজার বাক্য সকল শূকরে।
মল-মূত্র পরিত্যাগ করিল অন্তরে॥
উভ-ঝুঁটি (১) চুল বান্ধে রাজা উচ্চ ক'রে।
বারাণসীতীরে নিত্য দৌড়াদৌড়ি করে॥
রাজচিহ্ন রাজার অন্তরে পলাইল।
পাটনার (২) বেশ রাজা তখন ধরিল॥

শৈব্যা রহিলেন হেথা ব্রাহ্মণ-আগারে।
এক সের তণ্ডুল ব্রাহ্মণ দেয় তারে॥
তিন পোয়া রুহিদাস খান তিন বারে।
এক পোয়া খান শৈব্যা দ্বিজের (৩) আগারে॥
বিপ্র বলে, শুন শৈব্যে আমার বচন।
খাইল তোমার ভাগ তোমার নন্দন॥
কালি হৈতে আমি যে করিব দেবার্চ্চন।
তব পুত্রে পুষ্প হেতু পাঠাইব বন॥
পুষ্প আহরণে যাক্ বালক তোমার।
বাড়াইয়া দিব ত তণ্ডুল কিছু আর॥
শৈব্যা বলে, যেই আজ্ঞা করিবা যখন।
সেই আজ্ঞা পালিবেক আমার নন্দন॥
স্বর্ণসাজি লইল সে স্বর্ণের আঁকড়ি (৪)।
বিশ্বামিত্র-তপোবনে যায় রড়ারড়ি (৫)॥
ডাল ভাঙ্গে, ফুল তোলে, আপনার মনে।
এক দিন এল মুনি সে বন ভ্রমণে॥
ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া কুপিল মুনি মনে।
এমন কুকর্ম্ম আসি করে কোন্ জনে॥
ধ্যান করি বিশ্বামিত্র জানিল কারণ।
পুষ্পার্থে আইসে হরিশ্চন্দ্রের নন্দন॥
বিপ্র ঘরে জননী হাড়ির ঘরে বাপ।
কল্য যদি আসে তার বুকে খাবে সাপ॥
এত বলি শাপ দিল ক্রোধে তপোধন।
রাত্রিকালে হেথা শৈব্যা দেখিল স্বপন॥

প্রাতঃকালে প্রকাশিত সূর্য্যের কিরণ।
তুলিতে কুসুম যায় রাজার নন্দন॥
তপোবনে রাজার কুমার যাবে চলে।
হেন-কালে শৈব্যা তারে স্নেহ করি বলে॥
না যাইও তুলিতে কুসুম তপোবন।
নিশ্চয় করিবে তোরে ভুজঙ্গে দংশন॥
রুহিদাস বলে, নাহি যাইলে তথায়।
দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ অন্ন না দিবে তোমায়॥
কৃতিপুত্র করে পিতা-মাতার পালন।
খাইয়া তোমার অন্ন থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
না রাখিল শিশুপুত্র মায়ের বচন।
কুসুম তুলিতে যায় রাজার নন্দন॥

---

(১) উভ ঝুঁটি—উঁচুদিকে তুলিয়া ঝুঁটি বাঁধা। (২) পাটনী—মাল্লা; এখানে মুদ্দফরাস। (৩) দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ সন্তানের সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন হইলে দ্বিজ নাম হয়—'সংস্কারাৎ দ্বিজমুচ্যতে"। (৪) আঁকড়ি—আঁকুষি। (৫) রড়ারড়ি—খুব জোরে; তাড়াতাড়ি।

রুহিদাস প্রবেশিল সেই তপোবনে।
নানা জাতি পুষ্প তুলে যাহা লয় মনে ॥
জাতী যূথী মল্লিকা যে তুলিল রঙ্গন।
পারিজাত শেফালিকা সিউলি কাঞ্চন ॥
অশোক কিংশুক জবা অতসী কেশর।
গোলাপ আকন্দ তোলে বকুল টগর (১) ॥
অবশেষে শ্রীফলে আকড়ি ভেজাইল (২)।
ডালেতে আছিল সাপ বুকেতে দংশিল ॥
সর্ব্বাঙ্গেতে শিশুর বেড়িল বিষজাল।
ভূমিতে পড়িল শিশু মুখে ভাঙ্গে লাল ॥
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
তবু সে রাজার পুত্র না আইল ঘর ॥
উঠ বৈস করি তবে কহিছে ব্রাহ্মণ।
এখন না এল কবে হবে দেবার্চ্চন ॥
শৈব্যা বলে, প্রভু এই করি নিবেদন।
আপনি দেখিয়া আসি কোথা সে নন্দন ॥
তনয়ে দেখিতে শৈব্যা করিল গমন।
তপোবন মুনির করিল দরশন ॥
বালকেরে চাহিয়া বেড়ায় তপোবনে।
দেখে বৃক্ষ-আড়ে পড়ে আপন নন্দনে ॥
পুত্রকে দেখিয়া শৈব্যা পড়িল ভূতলে।
যেমন কলার পাত ভাঙ্গে ডালে মূলে ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে ক্রন্দন।
কোথা গেল মম পুত্র রুহিত নন্দন ॥
ধর্ম্ম করিবার দুঃখ দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আমি ত্যজিব জীবন ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে গমন।
পলাইয়া গেল বলি ভাবিছে ব্রাহ্মণ ॥
পুত্র কোলে করি শৈব্যা ছাড়িল নিশ্বাস।
কান্দিতে কান্দিতে কহে ব্রাহ্মণের পাশ ॥
নিবেদন করি শুন সকল ব্রাহ্মণে।
কেমনে বাঁচিবে পুত্র, বাঁচিব কেমনে ॥
শুনিয়া প্রবোধ বাক্য কহে দ্বিজগণ।
সর্পের দংশনে প্রাণ ছাড়িল নন্দন ॥
মড়া কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন।
মরিলে অবশ্য জন্ম, জন্মিলে মরণ ॥
বারাণসীপুরে তুমি মড়া লয়ে যাহ।
কাষ্ঠচিতা করি এই মৃত দেহ দাহ ॥
মড়া লইয়া গেল শৈব্যা কাতর অন্তরে।
শৈব্যা লৈয়া গেল সে ব্রাহ্মণ থাকে ঘরে ॥
মড়া লইয়া গেল শৈব্যা বারাণসী বাস।
হাতেতে মুদ্গর করি আসে হরিদাস ॥
হরিদাস বলে, মড়া করিব দাহন।
মড়া প্রতি লই পঞ্চাশৎ কাহাপণ (৩) ॥
হরিদাস বলে, তোমা কহিনু নিশ্চয়।
তোমারে বলিয়ে সত্য আন নাহি হয় ॥
অন্যের ঘাটেতে লৈয়া পোড়াহ কুমার।
বিধাতা করিল মোরে হাড়ির আচার ॥
শৈব্যা বলে, গোঁসাই বলিতে ভয় বাসি।
বিধাতা করিল মোরে ব্রাহ্মণের দাসী ॥
শৈব্যা বলে, আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনী।
দিব আমি চিরিয়া এ বস্ত্র অর্দ্ধখানি ॥
এতেক শুনিয়া তবে শৈব্যার বচন।
হাতেতে মুদ্গর লৈয়া আইসে রাজন ॥
পড়িলেন পুত্র লৈয়া শৈব্যা আথান্তরে (৪)।
হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥

---

১ ৫ম পংক্তি হইতে ৬ষ্ঠ পংক্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত ফুলগুলি এক ঋতুতে ফোটে না। বর্ণনা প্রবাহে কবি ইহার বিচার করেন নাই। (২) ভেজাইল—লাগাইল। (৩) কাহাপন—কাহন; ১২৮০টা। (৪ আথান্তরে বিপদে।

প্রভু হরিশ্চন্দ্র রাজা গেলে কোথাকারে।
আসিয়া দেখহ মৃত আপন কুমারে ॥
হরিশ্চন্দ্র বলি শৈব্যা কান্দে বিদ্যমান (১)।
তখন হইল সে রাজার পূর্ব্ব জ্ঞান ॥
হরিশ্চন্দ্র বলে, রাণি, না কর ক্রন্দন।
আমি সেই হরিশ্চন্দ্র দেখহ লক্ষণ ॥
শৈব্যা বলে, হরি হরি কপালে এ ছিল।
মম রূপে ধরাতলে পাটনী পড়িল ॥
অযোধ্যায় ছিলাম যে রাজার রমণী।
এবে পরিহাস করে ঘাটের পাটনী ॥
হরিদাস বলে, প্রিয়ে বলি তব ঠাঁই।
পাসরিলে সকলি কিছুই মনে নাই ॥
সোমদত্ত-রাজকন্যা শৈব্যা তব নাম।
তোমাকে বিবাহ প্রিয়ে আমি করিলাম ॥
রুহিদাস নামে তব হইল নন্দন।
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন ॥
এ কথা শুনিয়া রাণী চাহিতে লাগিল।
কপালে নিশানা ছিল তখনি চিনিল ॥
পুত্র কোলে করি রাজা করিছে ক্রন্দন।
কোথা এড়ি (২) গেলে বাপু রুহিত নন্দন ॥
এ ধর্ম্ম করিতে দুঃখ দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ছাড়িব জীবন ॥
তখন চন্দনকাষ্ঠে জ্বালাইয়া চিতা।
মধ্যেতে রাখিল পুত্র, পাশে পিতা-মাতা ॥
যে কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবেন চিতাতে।
হেনকালে ধর্ম্মরাজ কহেন সাক্ষাতে ॥
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যজিবা জীবন।
আমি জীয়াইয়া দিব তোমার নন্দন ॥
পদ্মহস্ত (৩) বুলাইল বালকের গায়।
বিষজ্বালা দূরে গেল, চক্ষু মেলি চায় ॥
হেনকালে কালু আসি রাজারে সম্ভাষে।
তোমায় আমায় স্বর্ণ-দায় (৪) না আইসে ॥
ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে রাজার সদনে।
তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চনে ॥
রাজা বলে, গোঁসাই করি গো নিবেদন।
ব্রহ্মস্ব (৫) লইব বল কিসের কারণ ॥
রাণীর হাতেতে স্বর্ণ-কঙ্কণ যে ছিল।
তাহা দিয়া রাজা তার দায় ঘুচাইল ॥
মুনি বলে, জপ তপ সব নষ্ট হৈল।
মিথ্যা রাজ্য করিয়া যে জন্ম গোঙাইল ॥
যেখানে আছেন হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সেইখানে আসি মুনি দিল দরশন ॥
মুনি বলে, শুন হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
আপনার রাজ্যে তুমি যাহ শীঘ্রগতি ॥
রাজা বলে, গোঁসাই শুনহ নিবেদন।
কেমন করিলা রাজ্য কহ তপোধন ॥
মুনি বলে, সে কথায় নাহি প্রয়োজন।
এক্ষণে গমন রাজ্যে করহ রাজন ॥
স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজা করিল গমন।
প্রসন্নমানস মুনি প্রফুল্লবদন ॥
অযোধ্যায় রাজা আসি দিল দরশন।
রাজসূয় (৬) যজ্ঞ রাজা করিল তখন ॥
রাজ্যভার পুত্রেরে করিয়া সমর্পণ।
হরিশ্চন্দ্র পরলোকে করিলা গমন ॥
কুক্কুর বিড়াল আদি যত পশুগণ।
স্বশরীরে সবে চলে বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥

---

(১) বিদ্যমান নিকটে। (২) এড়ি—ছাড়িয়া। (৩) পদ্মহস্ত—পদ্মের মত কোমল হাত। (৪) স্বর্ণ-দায়—সোনার জন্য দায়িত্ব। (৫) ব্রহ্মস্ব—ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। (৬) রাজসূয়—অধীন ও করদরাজগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সম্রাট কর্ত্তৃক সম্পাদিত সামবেদোক্ত যজ্ঞবিশেষ

দেব গদাধর তাহে কুপিত অন্তরে।
কহিলেন ডাকিয়া নারদ মুনিবরে॥
স্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র নৃপবর।
এ কথা শুনিয়া মুনি চলিল সত্বর॥
বীণা বাজাইয়া যায় মহাতপোধন।
দেখে রথে স্বর্গে রাজা করিছে গমন॥
প্রণমিয়া রাজা তবে স্বর্গে যাই বলে।
মুনি বলে, যাহ রাজা কোন্ পুণ্যফলে॥
সুবুদ্ধি রাজাকে তবে কুবুদ্ধি ঘটিল।
আপনার পুণ্য সব কহিতে লাগিল॥
বাপী(১) কূপ তড়াগাদি(২) নানা স্থানে করি।
দিয়াছি জাঙ্গাল (৩) আর বৃক্ষ সারি সারি॥
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন।
আপনারে বেচি শুধিলাম সে কাঞ্চন॥
পুণ্যকথা যেই রাজা কহিতে লাগিল।
কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল॥
নামিল রাজার রথ দুঃখিত অন্তর।
ভাল মন্দ নাহি বলে, হইল কাতর॥
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ।
রাজার কটক (৪) কিবা করিবে ভক্ষণ॥
যে শস্য সঞ্চয় করে না করিয়া ব্যয়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা লয়॥
ক্ষেত্র হইতে যেই শস্য আনিয়া ফেলায়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহা খায়॥
নূতন বসন রাখে করিয়া যতন।
তাহার কটক পরে সেই সে বসন॥
এ নিয়ম করিল সকল দেবগণ।
অর্দ্ধপথে হরিশ্চন্দ্র রহিল তখন॥
স্বর্গে নাহি গেল রাজা মর্ত্ত্য না পাইল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা মধ্য পথেতে রহিল (৫)॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গান হরিশ্চন্দ্র-বিবরণ॥

সগরবংশ উপাখ্যান।

রুহিদাস রাজা হইলেন অতঃপর।
পুত্র তুল্য প্রজাগণে পালে নরবর॥
তাঁহার নন্দন সে সগর নাম ধরে।
সগর হইল রাজা অযোধ্যানগরে॥
মন দিয়া শুন সগরের বিবরণ।
যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন॥
অপুত্রক (৬) রাজা রাজ্য করে মনে দুঃখ।
প্রাতে নাহি দেখে লোক অপুত্রের মুখ॥
দুঃখেতে সগর বনে করিল গমন।
বহুকাল করিল শিবের আরাধন॥
সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলেন সগরে।
বর মাগি লহ রাজা যা চাহ অন্তরে॥
সগর বলেন, পুত্র বিনা বড় দুঃখ।
বর দেহ দেখি আমি বহুপুত্র-মুখ॥

---

(১) বাপী—পদ্মপূর্ণ দীর্ঘী। (২) তড়াগ – ৩০০ ফুট গভীর দীর্ঘ পুষ্করিণী। (৩) জাঙ্গাল- বাঁধ। (৪) কটক—সৈন্য। (৫) মূল বাল্মীকি রামায়ণে উক্ত আছে যে, পৃথুরাজার পুত্র ত্রিশঙ্কু স্বর্গ গমন করিবার সময়ে নিজের কীর্ত্তি কাহিনী প্রকাশ করার জন্য মধ্যপথে রহিয়া যান। বাল্মীকি রামায়ণ—বালকাণ্ড ৫৮।৫৯।৬০ সর্গ দ্রষ্টব্য। (৬) অপুত্রক—নিঃসন্তান।

হাসিয়া দিলেন বর ভোলা মহেশ্বর।
পুত্র ষাটি হাজার হইবে তব ঘরে ॥
বর পেয়ে আইলেন সগর নৃপতি।
শিব-বরে দুই নারী হৈলা গর্ভবতী ॥
কেশিনী সুমতি (১) নামে রাজার মহিলা।
দিনে দিনে গর্ভমাস বাড়িতে লাগিলা ॥
দশমাস গর্ভ হৈল প্রসব-সময়।
কেশিনী প্রসব কৈল সুন্দর তনয় ॥
তনয় দেখিল যেন অভিনব কাম (২)।
অসমঞ্জ বলিয়া থুইল তার নাম ॥
সুমতির গর্ভ-ব্যাথা হইল যখন।
চর্ম্মের অলাবু (৩) এক প্রসবে তখন ॥
দেখিয়া অলাবু রাজা কুপিল অন্তরে।
ভাঙ্গড় (৪) বলিয়া গালি দিল মহেশ্বরে ॥
কোপে লাউ ভাঙ্গিয়া করিল খান খান।
ষাটি হাজার পুত্র হৈল তিলের প্রমাণ
উষিমিষি (৫) করে সব দেখিতে রূপস।
ষাটি হাজার আনে রাজা দুধের কলস ॥
দুগ্ধ পিয়ে নররূপ ধরে পুত্রগণ।
দিনে দিনে বাড়ে সেই সগর-নন্দন ॥
যখন সগর রাজা হাতে মারে তুড়ি (৬)।
সকলে আইসে কোলে দিয়া হামাগুড়ি ॥
খেলা ছলে অপমান বিশাইয়ের করে।
বিশ্বকর্ম্মা অভিশাপ দিলেন তাদেরে ॥
অচিরে মরিবি তোরা না হবি চিরাই।
এত বলি সেথা হ'তে গেলেন বিশাই ॥
যখন হইল তারা দ্বাদশ বৎসর।
সকলের পরিণয় দিলেন সগর ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ ছিল মতিমান্।
কত দিনে হৈল পুত্র নাম অংশুমান্ ॥
ষাটি সহস্র পুত্র একমাত্র নাতি।
দেখিয়া সগর রাজা আনন্দিত অতি ॥
অসমঞ্জ সদাই ভাবেন মনে-মন।
অসার সংসারে সত্য সত্য-নারায়ণ ॥
সংসার অসারে কেন বদ্ধ হয়ে মরি।
নিভৃতে বসিয়া আমি ভজিব শ্রীহরি ॥
ভাবিল সংসারে আমি না থাকিব আর।
পিতার নিকটে ইচ্ছা জানাল তাহার ॥
কিন্তু পিতা তাহে নাহি দিল অনুমতি।
তাই করে অত্যাচার প্রজাদের প্রতি ॥
যতেক বালক সেই নগরে খেলায়।
হাতে গলে বান্ধি সবে জলেতে ফেলায় ॥
যত নারীগণ লইবারে আসে জল।
আছাড়িয়া ভাঙ্গি ফেলে কলসী সকল ॥
অগ্নি দিয়া পোড়ায় সকল প্রজা ঘর।
কহিল সকল প্রজা রাজার গোচর ॥
পুত্রের চরিত্র শুনি লাগিল তরাস।
অসমঞ্জ পুত্রে রাজা দিল বনবাস ॥
বনে গিয়া অসমঞ্জ হরষিত-মন।
সংসারের বন্ধন কাটিল নারায়ণ ॥
অসমঞ্জে পাঠাইয়া বনের ভিতরে।
অপর সন্তান লৈয়া সুখে রাজ্য করে ॥

---

(১) কেশিনী সুমতী—সগরের পত্নীদ্বয়ের নাম। পদ্মপুরাণের মতে বৈদর্ভী ও শৈব্যা। বিদর্ভরাজের কন্যা কেশিনী, অরিষ্টনেমির কন্যা সুমতী। (২) কাম—সৃষ্টি-প্রারম্ভে ব্রহ্মার কামনা হইতে ইহার জন্ম, এই জন্য ইহার নাম কাম। (৩) অলাবু—লাউ। (৪) ভাঙ্গড়—সিদ্ধিখোর, নেশাখোর। (৫) উষিমিষি উসখুস করা; চঞ্চল হওয়া। (৬) তুড়ি—মধ্যমা ও জ্যেষ্ঠা অঙ্গুলির সাহায্যে শব্দ করা; ছটিকা।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সুললিত গান।
সগরের উপাখ্যান অমৃত সমান ॥

সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বংশনাশ।

এক দিন সগর ভাবিয়া মনে-মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অযোধ্যা-ভুবন ॥
কত পুত্র রাখে রাজা স্বর্গের উপর।
কতেক রাখিল গিয়া পাতাল ভিতর ॥
পৃথিবীর রাজা যত মম নামে কাঁপে।
মম বংশজাত যেন তিন লোকে ব্যাপে
এতেক ভাবিয়া যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ।
তুরঙ্গ রাখিতে দিল যতেক নন্দন ॥
বাপের আগেতে তারা করিল উত্তর।
ঘোড়া সহ যাব ষাটি হাজার সোদর ॥
পুত্রবাক্য শুনিয়া সগর বলে তায়।
আনিতে পারিলে ঘোড়া যজ্ঞ হবে সায় ॥
ইন্দ্রের সহিত মম হইল বিবাদ।
এই যজ্ঞে কত শত পড়িবে প্রমাদ ॥
যজ্ঞাশ্ব রাখিতে যায় সগর-নন্দন।
শুনিয়া হইল ইন্দ্র বড় ভীতমন ॥
বলেন বাসব, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি।
বিরিঞ্চি বলেন, এবে চুরি কর হরি (১) ॥
দিনে দুই প্রহরে হইল নিশা প্রায় (২)।
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায় (৩) ॥
তপস্যা করেন মুনি কপিল (৪) যেখানে।
ঘোড়া লয়ে রাখিল তাহার বিদ্যমানে ॥
যোগেতে(৫) আছেন মুনি কেহ নাহি কাছে।
ইন্দ্র ঘোড়া বান্ধিয়া গেলেন তার পাছে ॥
অন্ধকার বৃষ্টি সব ঘুচিল যখন।
ঘোড়া হারাইল বলে সগর-নন্দন ॥
চাহিয়া না পাইলেন পৃথিবীমণ্ডলে।
পৃথিবী খুঁজিয়া তারা চলে রসাতলে ॥
ভাই ষাটি হাজার কোদালী হাতে ধরে।
চারি ক্রোশ একেক কোদালী পরিসরে ॥
ক্রোধ করি যেই ধরে কোদালীর মুষ্টে।
এক চোটে ভেজায় পাতালে কূর্ম্মপৃষ্ঠে ॥
চারিদণ্ডে খুঁড়িলেক সে চারি সাগর।
সাগর খুঁড়িয়া গেল পাতাল ভিতর ॥
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ তার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল তাহার বিদ্যমানে ॥
ডাকাডাকি করিয়া কহিল সব ভাই।
ঘোড়াচোরে দেখিতে পাইনু এই ঠাঁই ॥
মুনির গায়েতে মারে কোদালীর পাশি (৬)।
ধ্যান ভঙ্গ হইয়া চাহেন মহাঋষি ॥
ক্রোধেতে নয়ন-অগ্নি সরে রাশি রাশি।
পুড়ে ষাটি হাজার হইল ভস্মরাশি ॥
এককালে ক্ষয় হৈল সগর-নন্দন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

---

(১) হরি—ঘোড়া। (২) দিনে দুই প্রহরে হইল নিশাপ্রায়—চুরি করিবার সুবিধার জন্য দ্বিপ্রহর বেলা রাত্রির মত হইল। (৩) ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায়—মূলে লিখিত আছে :—যজ্ঞতস্তস্য তং যজ্ঞমুখায় ধরণীতলাৎ। তমশ্বং যজ্ঞীয়ং নাগো জহারানন্তরূপবান্ ॥ আদিকাণ্ড, ৪১শ সর্গ। (৪) কপিল—মহর্ষি কর্দ্দমের ঔরসে দেবহূতির গর্ভজাত মুনি; ইনি সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করেন; (৫) যোগ—চিত্তকে ভগবানের চরণে সংযুক্ত করা। (৬) পাশি—কোদালীর যে অংশে বাঁট লাগানো হয়।

কপিল ঋষি কর্ত্তৃক সগরবংশ উদ্ধারের উপায় বর্ণনা।

এক বর্ষ না হইল যজ্ঞ অবশেষ।
তুরঙ্গ লইয়া পুত্র না আইল দেশ॥
অসমঞ্জ-পুত্র, নাম ধরে অংশুমান।
পুত্রের করিতে তত্ত্ব তাহারে পাঠান॥
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া চড়িয়া নিজ রথে।
একে একে খুঁজে পৃথিবীতে নানা পথে॥
যে পথে প্রবেশ করে দেখে খান খান।
সেই পথ দিয়া তবে পাতালে সন্ধান॥
আগেতে দেখিল পূর্ব্বদিকের সাগর।
দেখে নীলবর্ণ হস্তী পরম সুন্দর॥
ধরিয়াছে পৃথিবী যে দশন-উপরে।
প্রণাম করিয়া তারে বলিল সত্বরে॥
হস্তী বলে, এই পথে যাহ অংশুমান।
ঘোড়াচোর নিকটেতে হৈও সাবধান॥
পূর্ব্ব হইতে চলিলেন উত্তর সাগর।
শ্বেতবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর॥
অংশুমান্ তাহারে লাগিল সুধাইতে।
এ পথে সগর-পুত্রে দেখেছ যাইতে॥
শুনিয়া তাহার কথা লাগিল কহিতে।
পাইবেক ঘোড়া যাহ এই পদবীতে (১)॥
তথা যদি ঘোটক না মিলিল তখন।
পশ্চিম সাগরে গিয়া দিল দরশন॥
রক্তবর্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর।
ধরিয়াছে মেদিনী (২) সে দশন উপর॥
সে সব হস্তীর শুন অপূর্ব্ব কথন।
মস্তক নাড়িলে হয় মেদিনী কম্পন॥
পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক তার মধ্যখানে।
ঘোড়া বান্ধা দেখিল কপিল বিদ্যমানে॥
দণ্ডবৎ হৈয়া তাঁরে লাগিল কহিতে।
এ পথে সগর-পুত্রে দেখেছ যাইতে॥
মহাঋষি কপিল যে বলিল তখন।
মম কোপানলে ভস্ম হৈল সর্ব্বজন॥
শুনিয়া ত অংশুমান জুড়িল স্তবন।
আমার জনম সেই বংশে তপোধন॥
অসমঞ্জ-পুত্র আমি সগরের নাতি।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি॥
অংশুমান কহিলেন, শুন মহামতি।
কেমনে হইবে মোর বংশের সদ্গতি॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে এক তিল।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন কপিল॥
মর্ত্ত্যলোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার।
তবে যে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার॥
বিনয়েতে অংশুমান কহে তাঁর প্রতি।
কোথায় জন্মিল গঙ্গা কোথায় বসতি॥
কোথা গেলে পাইব সে গঙ্গা-দরশন।
কহ মুনি শুনি সেই গঙ্গার জনম॥
গঙ্গার জন্মের কথা করেন প্রকাশ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

গঙ্গার উৎপত্তি ও ভগীরথের জন্ম।

একদিন গোলোকে বসিয়া নারায়ণ।
পঞ্চ মুখে গান করে দেব ত্রিলোচন॥
শিঙ্গা বলে শ্রীরাম, ডম্বুরে বলে হরি।
পঞ্চমুখে স্তুতি গান ত্রিপুরের (৩) অরি॥

---

(১) পদবীতে—রাস্তায়। (২) মেদিনী—পৃথিবী; ভগবান মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে বধ করেন, তাহাদের মেদ হইতে জন্ম বলিয়া পৃথিবীর নাম মেদিনী। (৩) ত্রিপুর—অসুরবিশেষ।

লক্ষ্মীসহ বসিয়া আছেন মহাশয়।
শুনিয়া সে গান হইলেন দ্রবময় (১) ॥
দ্রবরূপ হইলেন নিজে নারায়ণ।
পতিতপাবনী(২)-গঙ্গা তাহাতে জনম ॥
সেই জল কমণ্ডলু পূরিয়া আদরে।
রাখিলেন তুলিয়া বিধাতা নিজ ঘরে ॥
সেই গঙ্গা যদি পার আনিতে নৃপতি।
তবে সে সগর-বংশ পাইবে সদ্গতি ॥
অংশুমান্ তোমারে দিলাম এই বর।
তব বংশ হেতু গঙ্গা হইবে গোচর ॥
ঘোড়া লৈয়া অংশুমান্ অযোধ্যাতে যায়।
বিবরণ কহে আসি সগরের পায় ॥
কপিলের স্থানে পাইলাম অশ্বধনে।
তাঁর কোপানলে পুড়িয়াছে সর্ব্বজনে।
শুনিয়া সগর রাজা শোকাকুল মন।
পুত্রশোকে নিরবধি করেন ক্রন্দন ॥
রাহুর দশায় জন্ম হইল যখন।
সে সবার আশা আমি ছেড়েছি তখন।
অশুচি হইল, যজ্ঞ না হইল সায় (৩)।
কি মতে পাবেন মুক্তি ভাবেন উপায়।
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা করি কি প্রকার।
তাহা বিনা কিসে হবে বংশের উদ্ধার ॥
অংশুমানে রাজ্য রাজা করি সমর্পণ।
গঙ্গারে আনিতে রাজা করিল গমন ॥
গঙ্গা না পাইয়া তার নিত্য বাড়ে শোক।
মরিয়া সগর রাজা গেল ব্রহ্মলোক (৪) ॥
অংশুমান্ রাজ্য করে অযোধ্যানগরে।
তার পুত্র হইল দিলীপ নাম ধরে ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল গঙ্গা আনিবারে।
তপ দশ হাজার বৎসর অনাহারে ॥
গঙ্গা না পাইয়া গেল স্বর্গের উপর।
তাহারে দেখিয়া তুষ্ট দেব পুরন্দর ॥
অপুত্রক রাজা দুঃখ ভাবেন অন্তরে।
দুই নারী থুয়ে গেল অযোধ্যানগরে ॥
চলিল দিলীপ রাজা গঙ্গা-অনুসারে (৫)।
কঠোর তপস্যা করে থাকি অনাহারে ॥
কভু জলাহার করে কভু অনাহার।
অযুত বৎসর সেবা করিল ব্রহ্মার ॥
তথাপি না পায় গঙ্গা না হয় অশোক (৬)।
মরিয়া দিলীপ রাজা গেল ব্রহ্মলোক ॥
অরাজক হৈল রাজ্য অযোধ্যানগর।
স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রহ্মা আর পুরন্দর ॥
শুনিয়াছি জন্মিবেন বিষ্ণু সূর্য্যকুলে।
কেমনে বাড়িবে বংশ নির্ম্মূল হইলে ॥
ভাবিয়া সকল দেব যুক্তি করি মনে।
অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে ॥
দিলীপ-কামিনী দুই আছিলেন বাসে।
বৃষ আরোহণে শিব গেলেন সকাশে (৭) ॥
দোঁহাকার প্রতি কহিলেন ত্রিপুরারি।
মম বরে পুত্রবতী হবে এক নারী ॥
দুই নারী কহে শুনি শিবের বচন।
বিধবা আমরা, কিসে হইবে নন্দন ॥
শঙ্কর বলেন, দুয়ে স্থির কর মতি।
মম বরে একের হইবে সুসন্ততি।
এই বর দিয়া গেলা দেব ত্রিপুরারি।
স্নান করি গেল দুই দিলীপের নারী।

---

(১) দ্রবময়—গলিত। (২) পতিতপাবনী পতিতের উদ্ধারকারিণী। (৩) সায়—সম্পূর্ণ, শেষ। (৪) ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার আবাসভূমি। (৫) গঙ্গা-অনুসারে—গঙ্গার উদ্দেশ্যে; গঙ্গা আনিবার জন্য। (৬) অশোক—সুস্থচিত্ত; শোকহীন। (৭) সকাশে নিকটে।

সম্প্রীতিতে আছিলেন সে দুই যুবতী।
কত দিনে এক জন হৈল গর্ভবতী॥
দোঁহেতে জানিল যদি দোঁহার সন্দর্ভ (১)।
দোঁহার মিলন হেতু একের হৈল গর্ভ॥
দশ মাস হৈল গর্ভ প্রসব সময়।
মাংসপিণ্ড মাত্র পুত্র হইল উদয়॥
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুই জন।
হেন পুত্র বর কেন দিল ত্রিলোচন॥
অস্থি নাহি মাংসপিণ্ড চলিতে না পারে।
দেখিয়া হাসিবে লোক সকল সংসারে॥
কোলে করি নিল তাহা চুপড়ি ভিতরে।
ফেলিবারে নিয়া গেল সরযূর তীরে॥
হেনকালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন।
ধ্যানেতে জানিল তার সকল লক্ষণ॥
মুনি বলে, থুয়ে যাও পথে শোয়াইয়া।
করুণা করিবে কেহ আতুর (২) দেখিয়া॥
পুত্রে পথে শোয়াইয়া দোঁহে গেল ঘরে।
স্নান করিবারে অষ্টাবক্র (৩) মুনি সরে॥
আট ঠাঁই বাঁকা মুনি গমনে কাতর।
বালক তেমনি করে পথের উপর॥
একদৃষ্টে অষ্টাবক্র তার পানে চায়।
মনে ভাবে আমারে এ দেখিয়া ভ্যাঙচায়॥
আমারে দেখিয়া যদি কর উপহাস।
মম অভিশাপে হবে শরীর-বিনাশ॥
যদি তব দেহ হয় স্বভাবে (৪) এমন।
মম বরে হও তুমি মদনমোহন (৫)॥

অষ্টাবক্র মুনি সেই বিষ্ণুর সমান।
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন॥
অষ্টাবক্র মুনির মহিমা চমৎকার।
দাণ্ডাইল উঠিয়া সে রাজার কুমার॥
ধ্যানে জানিলেন অষ্টাবক্র তপোধন।
বটে মহাপুরুষ এ দিলীপ-নন্দন॥
উভয় রাণীকে ডাকি আনে মুনিবরে।
পুত্র দিল, হরষিত দোঁহে গেল ঘরে॥
আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ।
আশীর্ব্বাদ করি দিল ভগীরথ নাম॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মনোরম।
আদিকাণ্ডে গান ভগীরথের জনম॥

ভগীরথ কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়ন।

পাঁচ বৎসরের হৈল হাতে খড়ি দিল।
বশিষ্ঠের বাড়ী পড়িবারে পাঠাইল॥
বালকে বালকে দ্বন্দ্ব (৬) যখন বাড়িল।
কু-কথা বলিয়া গালি এক শিশু দিল॥
মনে ভগীরথ দুঃখী না দিল উত্তর।
বিষাদে আইল শিশু আপনার ঘর॥
সর্ব্বদা অস্থির হয় সজল নয়ন।
শয়ন-মন্দিরে শিশু করিল শয়ন॥
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
মাতা বলে, পুত্র কেন না আইল ঘর॥
ডম্বুর (৭) হারায়ে যেন ফুকারে (৮) বাঘিনী।
মুনি কাছে কান্দি যায় দিলীপ-কামিনী॥

---

(১) সন্দর্ভ—রহস্য। (২) আতুর—কাতর। (৩) অষ্টাবক্র—কাহোড় মুনির ঔরসে উদ্দালকমুনির কন্যা সুজাতার গর্ভে ইঁহার জন্ম। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে পিতার শাস্ত্রজ্ঞানের ভুল ধরেন। ইহাতে পিতার অভিশাপে তাঁহার দেহের অষ্টস্থান বক্র হয়। (৪) স্বভাব—প্রকৃতি। (৫) মদনমোহন—মদনকে মুগ্ধকারী; অতিরূপবান। (৬) দ্বন্দ্ব—ঝগড়া। (৭) ডম্বুর—বাঘের বাচ্চা। (৮) ফুকারে—চীৎকার করে।

বশিষ্ঠ বলেন, মাতা না কর ক্রন্দন।
রোষের মন্দিরে (১) পুত্রে পাবে দরশন॥
আসি রাণী ভগীরথে কোলে করি নিল।
নেত্রের আঁচলে তার মুখ মুছাইল॥
বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী।
কোন্ দুঃখে দুঃখী তুমি কহ যাদুমণি॥
কারে বাড়াইব কারে করিব কাঙ্গাল।
বন্দী মুক্ত করি যদি থাকে বন্দীশাল (২)।
কোন্ রোগে রোগী তুমি আমি ত না জানি।
এইক্ষণে করি সুস্থ শত বৈদ্য আনি॥
ভগীরথ বলে, মাতা করি নিবেদন।
রোগ দুঃখ নহে, আজি পাই অপমান॥
বিবাদ বাধিল এক বালকের সনে।
কু-কথা বলিয়া গালি দিল সে ব্রাহ্মণে॥
কোন্ বংশজাত আমি কাহার নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত মাতা কহ বিবরণ॥
পুত্রের হইলে দুঃখ মায়ে লাগে ব্যথা।
পুত্রে সম্বোধিয়া মাতা কহে সত্য কথা॥
সগরের ছিল ষাটি হাজার তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়॥
স্বর্গ হৈতে গঙ্গা যদি আইসেন ক্ষিতি।
তবে সে সগর-বংশ পাইবে নিষ্কৃতি॥
ক্রমে তিন পুরুষ করিল আরাধন।
তবু গঙ্গা আনিতে নারিল কোন জন॥
দিলীপ তোমার পিতা গেল স্বর্গপুরে।
পাইলাম তোমা পুত্র মহেশের বরে॥
মুনিগণ দিল তোর ভগীরথ নাম।
সূর্য্য-বংশে জন্ম তব অযোধ্যা-বিশ্রাম (৩)॥

শুনিয়া মায়ের কথা ভগীরথ হাসে।
হাসিয়া কহিল কথা জননীর পাশে॥
সূর্য্যবংশে ভূপতিরা নির্ব্বোধের প্রায়।
অল্পশ্রমে গঙ্গাদেবী কে কোথায় পায়॥
যদি আমি ধরি ভগীরথ-অভিধান (৪)।
গঙ্গা আনি করিব সগরবংশ-ত্রাণ॥
কান্দিয়া কহিছে ভগীরথের জননী।
তপস্যায় এক্ষণে না যাহ বংশমণি (৫)॥
মায়ের বচনে ভগীরথ না রহিল।
বশিষ্ঠের স্থানে মন্ত্রদীক্ষা (৬) সে লইল॥
যাত্রাকালে করে রাজা মায়েরে স্মরণ।
দক্ষিণ নয়ন তার করিছে স্পন্দন॥
মায়ের চরণে আসি করিয়া প্রণতি।
প্রথমে সেবিতে গেল দেব সুরপতি॥
অনাহারে ইন্দ্রমন্ত্র জপে নিরন্তর।
ইন্দ্রসেবা করে সাত হাজার বৎসর॥
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে নারে ঘর।
আইলেন বাসব তাহারে দিতে বর॥
কোন্ বংশে জন্ম তব কাহার তনয়।
বর মাগি লহ যে অভীষ্ট তব হয়॥
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে বলিল বচন।
সূর্য্যবংশ-জাত আমি দিলীপ-নন্দন॥
সগরের ছিল ষাটি সহস্র তনয়।
কপিল মুনির শাপে হৈল ভস্মময়॥
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা, দেহ সুরপতি।
তাহাতে বংশের মম হইবে সদ্গতি॥
ইন্দ্র বলে, শুন বলি দিলীপকুমার।
আমা হৈতে দরশন না পাবে গঙ্গার॥

---

(১) রোষের মন্দির—গোসা-ঘর; রাগ করিয়া থাকার ঘর। (২) বন্দিশাল—কয়েদী থাকিবার ঘর। (৩) অযোধ্যা-বিশ্রাম—অযোধ্যায় বাসস্থান। (৪) অভিধান—নাম। (৫) বংশমণি—বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। (৬) মন্ত্রদীক্ষা—মন্ত্রের উপদেশ।

গঙ্গাকে আনিবা যদি আমি দেই বর।
একভাবে ভজ গিয়া দেব মহেশ্বর ॥
গঙ্গারে আনিলে মুক্ত হইবে পাষণ্ডে।
গুহা মুক্ত করি আমি দিব সেই দণ্ডে ॥
ইন্দ্রের চরণে রাজা করিয়া প্রণতি।
কৈলাসে সেবিতে গেল দেব পশুপতি ॥
ওকড়া (১) ধুতুরা যে আকন্দ বিল্বপাত।
ইহাতেই তুষ্ট হন ত্রিদশের (২) নাথ ॥
কভু অনাহার করে কভু নীরাহার।
দৃঢ় তপ করে দশ হাজার বৎসর ॥
মহেশ বলেন, শুন রাজার নন্দন।
অনাহারে এ তপস্যা কর কি কারণ ॥
গঙ্গারে আনিবা তুমি আমি দিব বর।
একভাবে সেব গিয়া দেব গদাধর ॥
শিবের চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি।
গোলোকে চলিয়া গেল যথা লক্ষ্মীপতি ॥
একদিন ভগীরথ কোটী মন্ত্র জপে।
গ্রীষ্মকালে তপ করে রৌদ্রের আতপে ॥
শীত চারি মাস থাকে জলের ভিতর।
করিল এমত তপ চল্লিশ বৎসর ॥
মন্ত্রবশ দেবতা রহিতে ঘরে নারে।
বর দিতে আসিয়া কহেন হরি তারে ॥
তপস্যাতে তোমার, আমার চমৎকার।
মাগ ইষ্ট বর দিব রাজার কুমার ॥
ভগীরথ বলে, প্রভু করি নিবেদন।
সগরের ছিল ষাটি হাজার নন্দন ॥
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময়।
গঙ্গারে পাইলে তারা মুক্তিপদ পায় ॥
কহিলেন সহাস্য বদনে চক্রপাণি (৩)।
গঙ্গার মহিমা বাপু আমি কিবা জানি ॥
ভগীরথ বলে, গঙ্গা নাহি দিবা দান।
তব পাদপদ্মেতে ত্যজিব আমি প্রাণ ॥
শুনিয়া, তাহারে হরি করেন আশ্বাস।
ব্রহ্মলোকে আছে গঙ্গা চল তাঁর পাশ ॥
ছিল ব্রহ্মলোকেতে সামান্য যত জল।
মায়া করি হরিলেন হরি সে সকল ॥
ব্রহ্মার সদনে প্রভু দিলেন দর্শন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ব্রহ্মা দিলেন আসন ॥
পাদ্য দিতে যান ব্রহ্মা ঘরে নাহি জল।
জলহীন পাত্র মাত্র আছে অবিকল ॥
কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গা পড়ে তাঁর মনে।
আস্তে ব্যস্তে গিয়া ব্রহ্মা আনেন যতনে ॥
গঙ্গাজলে বিষ্ণুপদ করেন ক্ষালন।
অঙ্ঘ্রিজা (৪) বলিয়া নাম এই সে কারণ ॥
ভগীরথ রাজারে বলেন চিন্তামণি (৫)।
এই গঙ্গা লয়ে যাও পতিতপাবনী ॥
ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা প্রভৃতি পাপ করে।
কুশাগ্রে পরশে যদি সব পাপে তরে ॥
স্নানেতে কতেক পুণ্য বলিতে না পারি।
বংশের উদ্ধার কর লৈয়া গঙ্গাবারি ॥
শ্রীহরি বলেন, গঙ্গা, করহ প্রস্থান।
অবিলম্বে মুক্ত কর সগর-সন্তান ॥

---

(১) ওকড়া—সূক্ষ্ম কণ্টকময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একরকম ফল। (২) ত্রিদশ—দেবতা, যাঁহারা জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখ বা বিপদ নাশ করেন; অথবা, যাঁহাদের যৌবন অবস্থা পর্য্যন্ত আছে—বার্দ্ধক্য অবস্থা নাই। (৩) চক্রপাণি—চক্র (সুদর্শন চক্র) পাণিতে (হাতে) আছে বলিয়া ভগবানের নাম চক্রপাণি। (৪) অঙ্ঘ্রিজা—ভগবানের অঙ্ঘ্রি (চরণ) হইতে উৎপন্ন বলিয়া গঙ্গার নাম অঙ্ঘ্রিজা। (৫) চিন্তামণি—বিষ্ণু।

এত যদি কহিলেন প্রভু জগন্নাথ।
কান্দিয়া কহেন গঙ্গা প্রভুর সাক্ষাৎ॥
পৃথিবীতে কত শত আছে পাপিগণ।
আমাতে আসিয়া পাপ করিবে অর্পণ॥
হইয়া তাহারা মুক্ত যাবে স্বর্গবাসে।
আমি মুক্ত হব প্রভু কাহার পরশে॥
শ্রীহরি বলেন, যত বৈষ্ণব (১) জগতে।
তাহারা আসিয়া স্নান করিবে তোমাতে॥
বৈষ্ণবের সঙ্গতি (২) বাসনা করি আমি।
বৈষ্ণবের সঙ্গতি পবিত্র হবে তুমি॥
গঙ্গাকে কহিয়া এই বাক্য জগৎপতি।
শঙ্খ দিয়া বলিলেন ভগীরথ প্রতি॥
আগে আগে যাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়া।
পশ্চাতে যাবেন গঙ্গা তোমাকে দেখিয়া॥
বিরিঞ্চি বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান্।
তোমা হৈতে তিন লোক পাবে পরিত্রাণ॥
ভগীরথ আমার এ রথ তুমি লহ।
এই রথে চড়িয়া আগেতে তুমি যাহ॥
রথে চড়ি যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া।
চলিলেন গঙ্গা তার পাছু গোড়াইয়া (৩)॥
স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গাজলে স্নান।
দেয় ভগীরথের মাথায় দূর্ব্বাধান॥
আদিকাণ্ড কৃত্তিবাস করিল বাখান (৪)।
স্বর্গে গঙ্গা মন্দাকিনী (৫) হইল আখ্যান (৬)॥

সুমেরু শৃঙ্গ হইতে গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন।

ব্রহ্মলোক হৈতে গঙ্গা আনে ভগীরথ।
আসিয়া মিলেন গঙ্গা সুমেরু (৭) পর্ব্বত॥
সুমেরুর চূড়া ষাটি সহস্র যোজন।
বত্রিশ সহস্র তার গোড়ার পত্তন॥
এই আদি কহিলাম এই তার মূল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধুতুরার ফুল॥
তাঁর মধ্যে আছে এক দারুণ গহ্বর।
তাহাতে ভ্রমেণ গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর॥
না পায় গঙ্গার দেখা নাহি কোন পথ।
জোড়হাতে স্তুতি করে রাজা ভগীরথ॥
সুমেরুতে হইল তোমার অবতার।
না করিলে গঙ্গা মম বংশের উদ্ধার॥
বলিলেন গঙ্গা, শুন বাছা ভগীরথ।
কোন দিকে যাব আমি নাহি পাই পথ॥
ঐরাবত হস্তী যদি আনিবারে পার।
তবে ত পর্ব্বত হতে পাইব নিস্তার॥
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।
তবে ত বাহির হই আমি সেই পথে॥
গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রণতি।
আরবার গেল যথা দেব সুরপতি॥
প্রণাম করিয়া বন্দে জোড় করি হাত।
কহিতে লাগিল কথা ইন্দ্রের সাক্ষাৎ॥
ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া কোনমতে।
পড়িয়া আছেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে॥
ঐরাবত পর্ব্বত চিরিয়া দেয় দাঁতে।
তবে যে বাহির হন গঙ্গা সেই পথে॥

(১) বৈষ্ণব—বিষ্ণুভক্ত। (২) সঙ্গতি—মিলন ; সংস্পর্শ। (৩) গোড়াইয়া—অনুগমন করিয়া ; পিছনে পিছনে গিয়া। (৪) বাখান—বর্ণনা। (৫) মন্দাকিনী—স্বর্গ-গঙ্গা। (৬) আখ্যান—নাম। (৭) সুমেরু—সুবর্ণগিরি ; পুরাণমতে এই পর্ব্বতে বিশ্বদেব বসু ও মরুদ্‌গণ সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের উপাসনা করেন। তৎপরে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করেন। ইহার শিখরদেশে জ্যোতির্ম্ময় বরুণালয় অবস্থিত।

শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি ঐরাবতে।
আসিয়া মিলিল সেই সুমেরু পর্ব্বতে ॥
হইল যে গর্ব্ব ঐরাবতের অন্তরে।
আমার সংবাদ নিয়া কহ গে গঙ্গারে ॥
মম ঘরে গঙ্গা যদি করয়ে বসতি।
তবে ত পর্ব্বত হৈতে করি অব্যাহতি ॥
যখন কহিল ঐরাবত এই কথা।
মলিন করিল মুণ্ড হেঁট করি মাথা ॥
মুখে নাহি বাক্য সরে চক্ষে বহে জল।
হিয়া দুরুদুরু করে অত্যন্ত বিকল ॥
দশা দেখি দয়াময়ী জিজ্ঞাসেন তায়।
কি হেতু এমন দশা ঘটিল তোমায় ॥
আনিতে নারিলে বাছা হস্তী ঐরাবত।
কোন্ দুঃখে কান্দ বাপু আমাকে কহত ॥
ভগীরথ বলে, মাতা করি নিবেদন।
সুরমণি মনোবাঞ্ছা করিল পূরণ ॥
ঐরাবত যে কহিল আমার গোচরে।
পুত্র হয়ে জননীকে বলিব কি করে ॥
জাহ্নবী বলেন, তার বুঝিলাম তত্ত্ব (১)।
রাজভোগে ঐরাবত হইয়াছে মত্ত ॥
যদ্যপি আড়াই ঢেউ সহিতে সে পারে।
তার ঘরে চিরদিন রব বল তারে ॥
এই কথা ভগীরথ কহে হস্তিবরে।
শুনিয়া গঙ্গার কথা আপনা পাসরে ॥
চারিখান করিয়া পর্ব্বত চিরে দাঁতে।
চারি ধারা হৈল গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে ॥
বসু, ভদ্রা, শ্বেতা ও অলকানন্দা আর।
পড়িলেন পর্ব্বত হইতে চারিধার ॥

বসু নামে গঙ্গা হন পূর্ব্বের সাগরে।
ভদ্রা নামে সুরধুনী (২) চলিল উত্তরে ॥
শ্বেতা নামে চলিলেন পশ্চিম সাগরে।
গেলেন অলকানন্দা পৃথিবী উপরে ॥
এক ঢেউ মারিলেন ঐরাবত'পরে।
নাকে মুখে জল গেল হাসফাস করে ॥
আর ঢেউ মারিলেন প্রায় গতপ্রাণ।
হস্তী বলে, গঙ্গামাতা কর পরিত্রাণ ॥
মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে খড় করে (৩)।
আর ঢেউ রাখিলেন পর্ব্বত উপরে ॥
পলাইল ঐরাবত পাইয়া তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

———

মহাদেব কর্ত্তৃক গঙ্গার বেগ ধারণ।

ভগীরথ তথা হ'তে আসে গঙ্গা নিয়া।
কৈলাস পর্ব্বতে গঙ্গা মিলিলা আসিয়া ॥
কৈলাস হইতে পড়ে পৃথিবী উপরে।
তার ভরে বসুমতী টলমল করে ॥
বেগবতী হয়ে গঙ্গা চলে রসাতলে (৪)।
জোড়হাতে দাঁড়াইয়া ভগীরথ বলে ॥
পাতালেতে হইল তোমার আগুসার (৫)।
হইবে কেমনে মম বংশের উদ্ধার ॥
গঙ্গা বলিলেন, বাপু শুনহ বচন।
ধরিত্রী (৬) সহিতে বেগ নারিবে কখন ॥
শিব যদি আসিয়া ধরেন জলধার।
তবে পারি ক্ষিতিতে করিতে অবতার।

(১) তত্ত্ব—সংবাদ। (২) সুরধুনী—সুর (দেবতাদের) ধুনী (নদী) গঙ্গা। (৩) দাঁতে খড় করে—হার মানার চিহ্ন। (৪) রসাতলে—পাতালে। (৫) আগুসার—অগ্রগামী। (৬) ধরিত্রী—পৃথিবী।

গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি।
আর বার গেল যথা দেব পশুপতি ॥
এক বর্ষ করিল শিবের আরাধন।
মহেশ বলেন, পুনঃ এলে কি কারণ ॥
ভগীরথ বলে, গঙ্গা দিলা নারায়ণ।
পৃথিবী ধরিতে বেগ না পারে কখন ॥
তুমি যদি আসি শিরে ধর জলাধার।
পৃথিবীতে হয় তবে গঙ্গা-অবতার (১) ॥
গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন।
তোমা হৈতে পাব আজি গঙ্গা দরশন ॥
পাতিলেন সগৌরবে শিব পঞ্চশিরে।
পড়িলেন পতিতপাবনী শম্ভু-শিরে ॥
শিবের মাথায় জটা বড় ভয়ঙ্কর।
বেড়ান জটার মধ্যে দ্বাদশ বৎসর ॥
ভগীরথ বলেন, মা, এ কি ব্যবহার।
কেমনে হইবে মম বংশের উদ্ধার ॥
গঙ্গা বলিলেন, বাপু, শুন ভগীরথ।
জটা হৈতে বাহিরিতে নাহি পাই পথ ॥
ভোলানাথ বলিয়া ডাকেন জোড়হাত।
ধ্যান ভঙ্গ হইল চাহেন বিশ্বনাথ ॥
মহেশ চিরিয়া জটা দিলেন গঙ্গারে।
সেইখানে তীর্থ যে হইল হরিদ্বারে ॥
যেবা নর স্নান-দান করে হরিদ্বারে।
তার পুণ্য-সীমা ব্রহ্মা বলিতে না পারে ॥
এক ধারা গেল গঙ্গা পাতালমণ্ডলে।
ভোগবতী বলে নাম হৈল রসাতলে ॥
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীরথ আগে।
মিলিলেন আসি গঙ্গা ত্রিবেণীর (২) ভাগে ॥
সরস্বতী গঙ্গা আর যমুনার পানী।
এই তিন ধারা বহে নামেতে ত্রিবেণী ॥
মকরে (৩) প্রয়াগে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়, যায় স্বর্গপুরে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ডে গাহিলেন গঙ্গাবতরণ ॥

বারাণসী মাহাত্ম্য।

আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
বারাণসীপুরে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥
মন দিয়া শুন বারাণসীর আখ্যান।
বারাণসী তীর্থ যাহে হইল নির্ম্মাণ ॥
এক কালে কাটিলেন হর দ্বিজ-মাথা।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁর না হয় অন্যথা ॥
ব্রহ্মহত্যা চাপিলেক গিরিশের কান্ধে।
কার্ত্তিক গণেশ আর কাত্যায়নী (৪) কান্দে ॥
গৌরী কন, কেন বা কাটিলা বিপ্র-মাথা।
ব্রহ্মবধ হইল কে করিবে অন্যথা ॥
শুনিয়া গৌরীর কথা শিব হাসি ভাষে।
পৃথিবীতে গেল গঙ্গা কত পাপ নাশে ॥
বৃষভে চাপিলা তবে শঙ্করী শঙ্কর।
দাণ্ডাইল সুরধুনী-তীরেতে সত্বর ॥
কুশাগ্রে করিয়া হর কৈল পরশন।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁর হইল মোচন ॥
ধূর্জ্জটি বলেন, দেখ গঙ্গার পরীক্ষা।
পঞ্চক্রোশ যুড়ি হর দেন গণ্ডী-রেখা ॥
সেই পঞ্চক্রোশ তীর্থ নাম বারাণসী।
তাহাতে ছাড়িলে তনু শিবলোকে বসি ॥
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করি অবস্থান।
করিলেন ভগীরথ সহিতে প্রস্থান ॥

(১) গঙ্গা-অবতার—গঙ্গার আবির্ভাব। (২) ত্রিবেণী—প্রয়াগ। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলন-স্থান। (৩) মকর—মাঘ মাস। (৪) কাত্যায়নী—সর্ব্বাগ্রে কাত্যায়ন মুনি কর্ত্তৃক পূজিত বলিয়া এই নাম।

আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া—২৮ পৃঃ

পারিজাত হইল যখন পরশন।
ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন ॥—৩৯ পৃঃ

বারাণসী-মাহাত্ম্য যে হইল প্রকাশ।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

জহ্নু-ভগীরথ সংবাদ।

আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
জহ্নুর নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া॥
পাথায় লগ্নায় কত জহ্নু মুনির ঘর।
গঙ্গাস্রোতে ভেসে যায় দেখিতে দুষ্কর॥
চক্ষু মেলিলেন মুনি, ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
গণ্ডূষ করিয়া সব জল করে পান॥
কত দূরে গিয়া ভগীরথ ফিরে চায়।
কোথা গেল গঙ্গাদেবী দেখিতে না পায়॥
অকস্মাৎ গঙ্গাদেবী নিল কোন্ জনে।
দেখে মুনি বটতলে বসিয়াছে ধ্যানে॥
জহ্নুরে জিজ্ঞাসে ভগীরথ বিনয়েতে।
অকস্মাৎ গঙ্গা মোর কেবা নিল পথে॥
মুনি বলিলেন, শুন রাজা ভগীরথ।
গঙ্গারে আনিতে তব নাহি ছিল পথ॥
মম ঘর ভাঙ্গে গঙ্গা কেমন মহৎ (১)।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহ ভগীরথ॥
আন গিয়া ব্রহ্মা মম করিতে কি পারে।
গণ্ডূষ করিয়া গঙ্গা রেখেছি উদরে॥
মুনির বচন শুনি লাগিল তরাস।
মনোদুঃখে ভগীরথ হইল হতাশ॥
জোড়হাতে ভগীরথ করেন স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি ত্রিলোচন॥
তোমার মহিমা গুণ জানে কোন্ জন।
মনুষ্য শরীরে তব কি জানি স্তবন॥
সগর রাজার ষাটি হাজার তনয়।
কপিলের শাপেতে হইল ভস্মময়॥
তোমার উদরেতে গঙ্গার অবতার।
আমার বংশের কিসে হইবে উদ্ধার॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকয়ে কখন।
কৃপাতে বলেন তারে জহ্নু তপোধন॥
মুখ হৈতে বাহির করিলে গঙ্গাজল।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তারে ঘুষিবে সকল॥
চিরিল দক্ষিণ জানু সেইক্ষণে মুনি।
জানু দিয়া বাহির হইল সুরধুনী॥
ছিলেন কিঞ্চিৎকাল জহ্নুর উদরে।
জাহ্নবী বলিয়া নাম হইল সংসারে॥
শাপভ্রষ্ট যেইখানে গঙ্গামাতা শুনি।
সেইখানে হৈয়া যান উত্তরবাহিনী॥
শুনি কথা ভগীরথ-হৃদয়ে উল্লাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

কাণ্ডার মুনির মুক্তিলাভ।

কাণ্ডার নামেতে মুনি ছিল এক জন।
তার তুল্য পাপী নহে এ তিন ভুবন॥
জন্মাবধি সেই মুনি অসৎ সঙ্গ করে।
অসতের বশ, রহে অসতের ঘরে॥
কাষ্ঠ কাটিবারে গিয়াছিল সে কানন।
ব্যাঘ্রেতে ধরিয়া তার বধিল জীবন॥
যমদূত আসি তবে করিয়া বন্ধন।
লইয়া চলিল তারে যমের ভবন॥
ব্যাঘ্রেতে সকল মাংস গেল ত খাইয়া।
বনের মধ্যেতে অস্থি রহিল পড়িয়া॥
কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গা মধ্য দিয়া।
হেনকালে সঞ্চান (২) সে কাকেরে দেখিয়া॥
মহাবেগে যায় পক্ষী কাকে খেদাড়িয়া (৩)।
গঙ্গা দিয়া যায় কাক ভয়ে পলাইয়া॥

(১) মহৎ—এখানে দয়াময়। (২) সঞ্চান—শ্যেন পাখী; বাজ পাখী। (৩) খেদাড়িয়া তাড়াইয়া।

দুই জনে তারা তথা জড়াজড়ি করে।
দৈবযোগে সেই অস্থি পড়ে গঙ্গানীরে॥
যখন করিল অস্থি গঙ্গা পরশন।
চতুর্ভুজ হইয়া সে চলিল ব্রাহ্মণ॥
হেনকালে নারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
কাড়িয়া নিলেন যমদূতেরে মারিয়া॥
কান্দিতে কান্দিতে সব যমের কিঙ্কর (১)।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল যমের গোচর॥
বিষয় ছাড়িনু প্রভু আর নাহি কাজ।
যমরাজ, আজি বড় পাইলাম লাজ॥
কাণ্ডার নামেতে পাপী ত্রিভুবনে জানে।
তাহারে বৈকুণ্ঠে হরি নিলেন কি গুণে॥
শুনিয়া দূতের কথা যমরাজ রোষে।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল শ্রীহরির পাশে॥
পাপীর উপরে হয় মোর অধিকার।
আজি কেন হৈল তবে ঘোর অবিচার॥
কাণ্ডার ব্রাহ্মণ পাপী ত্রিভুবনে জানে।
তাহারে বৈকুণ্ঠে আনিলেন কোন্ গুণে॥
শুনিয়া যমের কথা হরি হাসি কয়।
গঙ্গা যথা, তথা কভু পাপ নাহি রয়॥
গঙ্গার মহিমা কত কি বলিতে জানি।
মন দিয়া শুন তবে কহি দণ্ডপাণি (২)॥
যত দূরে যাইবেক গঙ্গার বাতাস।
আমার দোহাই, যদি যাও তার পাশ॥
পুড়ে মরে, অস্থি লৈয়া ফেলে গঙ্গানীরে।
চতুর্ভুজ হইয়া আসিবে স্বর্গপুরে॥
গঙ্গাতীরে থাকি গঙ্গাজল করে পান।
সে শরীর জান তুমি আমার সমান॥
নিষেধ করহ গিয়া যত দূতগণে।
আমার দোহাই, যদি যাও সেই স্থানে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা শমনের ত্রাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

সগর-বংশ উদ্ধার।

কাণ্ডারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ (৩) দিয়া।
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিলা আসিয়া॥
পদ্ম নামে এক মুনি পূর্ব্বমুখে যায়।
গঙ্গার একটি ধারা তার পিছে ধায়॥
জোড়হাত করিয়া বলেন ভগীরথ।
পূর্ব্বদিক্ যাইতে আমার নাহি পথ॥
পদ্ম মুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী॥
শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে।
মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তব নীরে॥
একবার গেল গঙ্গা ভৈরববাহিনী (৪)।
আরবার ফিরিলেন সাগরগামিনী॥
অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন।
শঙ্খধ্বনি করেন যতেক দেবগণ॥
শঙ্খধ্বনি ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
অযুত বৎসর সেই থাকে স্বর্গপুরে॥
নিমেষেতে (৫) আইলেন নাম ইন্দ্রেশ্বর।
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর॥
গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান।
ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান॥
ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে যেবা নর স্নান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে॥

---

(১) কিঙ্কর—ভৃত্য। (২) দণ্ডপাণি—যম। (৩) মুক্তিপদ—মোক্ষ। (৪) ভৈরববাহিনী—ভৈরব (ঈশান) কোণগামিনী। (৫) নিমেষ—চক্ষুর পলকপাতে যে সময় লাগে।

চলিলেন গঙ্গা মাতা করি বড় ত্বরা।
মেড়াতলা নাম স্থানে যায় সরিদ্বরা (১) ॥
মেড়ায় চড়িয়া বৃদ্ধ আইল ব্রাহ্মণ।
মেড়াতলা বলি নাম এই সে কারণ ॥
গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হৈয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া ॥
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করিলা বিশ্রাম ॥
রথে চড়ি ভগীরথ হন আগুয়ান (২)।
আসিয়া মিলিলা গঙ্গা সপ্তগ্রাম স্থান ॥
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ সমান।
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ ॥
আকনা মাহেশ গঙ্গা দক্ষিণ করিয়া।
বিতরোদের (৩) ঘাটে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥
গঙ্গা বলিলেন, বাপ্ শুন ভগীরথ।
কত দূরে তোমার দেশের আছে পথ ॥
ভ্রমিতেছি এত পথ তোমার সংহতি।
কোথা আছে ভস্মময় সগর-সন্ততি ॥
ভগীরথ বলেন, মা, এই পড়ে মনে।
পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক্ তার মধ্যস্থানে ॥
যেইখানে আছিল কপিল মহামুনি।
সেইখানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি ॥
এই কথা যেখানে গঙ্গারে রাজা বলে।
হইলেন শতমুখী (৪) গঙ্গা সেই স্থলে ॥
আছিল সগর-বংশ ভস্মরাশি হৈয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিল সবে গঙ্গাজল পাইয়া ॥
হস্ত তুলি গঙ্গা ভগীরথেরে দেখান।
তব বংশ দেখ স্বর্গবাসে যান ॥
একজন রহিল জলের অধিকারী।
আর সব চতুর্ভুজে গেল স্বর্গপুরী ॥
বংশ-মুক্তি হইল দেখিয়া ভগীরথে।
গঙ্গারে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে ॥
গঙ্গা বলে, দেশে যাও রাজার নন্দন।
সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন ॥
মহাতীর্থ হইল সে সাগর-সঙ্গম (৫)।
যাহাতে যতেক পুণ্য কে করে সে ক্রম (৬) ॥
গঙ্গাসাগরে যে নর স্নান-দান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মহৎ।
গঙ্গা আনি লোক মুক্ত কৈল ভগীরথ ॥

গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণনা।

জননী জাহ্নবী দেবী, আইলেন এই ভুবি(৭),
হরিতে ধরার পাপভার।
সুর-নর-নিস্তারিণী, পাপ-তাপ-নিবারিণী,
কলিযুগে হন অবতার ॥
ধন্য ধন্য বসুমতী, যাহাতে গঙ্গার স্থিতি,
ধন্য ধন্য ধন্য কলিযুগে।
শতেক যোজনে থাকে, গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে,
শুনে যমে চমৎকার লাগে ॥
পক্ষিগণ থাকে যত, তাহা বা কহিব কত,
করে সদা গঙ্গাজল পান।
দূরে রাজচক্রবর্ত্তী, যার আছে কোটী হস্তী,
সেহ নহে পক্ষীর সমান ॥

(১) সরিদ্বরা—খুব বড় নদী; গঙ্গা। (২) আগুয়ান—অগ্রসর। (৩) বিতরোদের—বোধ হয় গঙ্গা-তীরস্থ ব্যাতোড় নামক স্থান। (৪) শতমুখী শতধারায় প্রবাহিনী। (৫) সাগর-সঙ্গম—গঙ্গা যেখানে সাগরের সহিত মিলিয়াছে; অত্যন্ত পুণ্যজনক স্থান। শাস্ত্র-বাক্য এই যে, গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে স্নান করিলে অক্ষয় মোক্ষ লাভ হয়। (৬) ক্রম - হিসাব। (৭) ভুবি—পৃথিবীতে।

গয়াক্ষেত্র বারাণসী, দ্বারকা মথুরা কাশী,
গিরিরাজ-গুহা যে মন্দর।
এ সব যতেক তীর্থ, বিষ্ণুর সম মহত্ব,
সর্ব্বতীর্থ গঙ্গাদেবী সার ॥

সৌদাস রাজার উপাখ্যান।

গঙ্গা হেতু গেল ষাটি হাজার বৎসর।
পুনর্ব্বার গেল রাজা অযোধ্যানগর ॥
রাজা হৈয়া করিলেন প্রজার পালন।
হইল সৌদাস নামে তাঁহার নন্দন ॥
অযোধ্যাতে করিলেন রাজত্ব সৌদাস।
ভগীরথ করিলেন গঙ্গাতীরে বাস ॥
কিছুকাল ভগীরথ ভাগীরথী তটে।
থাকি হইলেন মুক্ত সংসার-সঙ্কটে ॥
করিল রাজার শ্রাদ্ধ তর্পণ সৌদাস।
ব্রাহ্মনেরে দিল ধন যার যত আশ ॥
মন দিয়া শুন রাজা সৌদাস চরিত্র।
শুনিলে যে পাপক্ষয় শরীর পবিত্র ॥
একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে।
মৃগ চাহি ফিরে রাজা বনেতে বনেতে ॥
আইল রাক্ষস এক সঙ্গে লৈয়ে জায়া।
সৌদাসের কাছে উত্তরিল সে আসিয়া ॥
ছাড়িয়া রাক্ষসরূপ ব্যাঘ্ররূপ ধরে।
দুইজনে ক্রীড়া করে প্রভাসের (১) তীরে ॥
হেনকালে সৌদাস সে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া।
ক্রীড়ার সময়ে তারে মারিল বিন্ধিয়া ॥
এইকালে রাক্ষসী রাজার প্রতি বলে।
বিনা দোষে স্বামী মার প্রেমালাপ-কালে ॥
পরিণামে জানিবা হইবে যত পাপ।
মহাপাপ ভুঞ্জিবে হইবে ব্রহ্মশাপ ॥
এতেক বলিয়া সে রাক্ষসী গেল বন।
মনোদুঃখে গৃহে রাজা করিল গমন ॥
পাত্র-মিত্রগণে রাজা করিল আহ্বান।
বশিষ্ঠ মুনিরে আগে করিল সম্মান ॥
মুনিরে কহিল রাজা সব বিবরণ।
এই পাপ কেমনে হইবে বিমোচন ॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের অনুজ্ঞা (২) প্রদানে।
অশ্বমেধ (৩) করিলেন শাস্ত্রের বিধানে ॥
যজ্ঞ পূর্ণে দিল রাজা যজ্ঞের দক্ষিণা।
বিদায় হইয়া যবে গেল সর্ব্বজনা ॥
হেনকালে সে রাক্ষসী ভাবে মনে-মন।
মম বাক্য ব্যর্থ হবে জানিল কারণ ॥
আপন রাক্ষস-রূপ দূরে তেয়াগিয়া।
বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধরিয়া আসিয়া ॥
সৌদাস রাজার কাছে কহিল বচন।
মোরে মাংস ভোজন করাহ যশোধন ॥
রাজা বলে, অশ্বমাংস করি আহরণ।
সেই মাংস খাইবারে গেল তব মন ॥
স্নান সন্ধ্যা করিয়া আইস মহামুনি।
করাইব তবে মাংস রন্ধন এখনি ॥
বশিষ্ঠের রূপ সে দূরেতে তেয়াগিয়া।
পাচক বিপ্রের বেশ ধরিয়া আসিয়া ॥

---

(১) প্রভাস—যক্ষারোগগ্রস্ত চন্দ্র এই তীর্থে স্নান করিয়া পূর্ব্বের মত প্রভাশালী হন, এই জন্য এই তীর্থের নাম প্রভাস; অন্য নাম সোমতীর্থ। অনুজ্ঞা—আদেশ। (৩) অশ্বমেধ—যজ্ঞবিশেষ; এই যজ্ঞে মনোহর স্বর্ণবর্ণ মুখ ও শ্বেতবর্ণ কর্ণ. সর্ব্বশরীর শ্যামবর্ণ ও চিক্কণ কিম্বা সর্ব্বাঙ্গ দুগ্ধফেননিভ শুক্ল. কর্ণ শ্যামল বর্ণ—এইরূপ অশ্বকে বিধিপূর্ব্বক স্নান করাইয়া কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া একবৎসর যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে দেওয়া হয়। সেই সময়ে তাহাকে রক্ষা করিয়া বৎসরান্তে তাহাকে বধ করিয়া তাহার মাংস দ্বারা হোম করিতে হয়।

মনুষ্যের মাংস লৈয়া করিল রন্ধন।
বশিষ্ঠকে ডাকে রাজা করিতে ভোজন॥
যজমান-বাক্য (১) মুনি লঙ্ঘিতে না পারে।
উপস্থিত হইলেন রন্ধন-আগারে॥
বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন।
রাক্ষসী মনুষ্য-মাংস দিল ততক্ষণ॥
থাল কোলে থুইয়া রাক্ষসী গেল ঘরে।
দেখিয়া মুনির ক্রোধ বাড়িল অন্তরে॥
মনুষ্যের মাংস দিয়া কর উপহাস।
তুমি ব্রহ্মরাক্ষস (২) যে হও হে সৌদাস॥
এত যদি শ্রীবশিষ্ঠ মুনি শাপ দিল।
মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে জল নিল॥
অকারণে শাপ দিলা আমি নহি দোষী।
এই জলে পোড়াইয়া করি ভস্মরাশি॥
হেনকালে রাক্ষসী রাজার শাপ শুনি।
ঘর হৈতে পলাইয়া চলিল আপনি॥
ধ্যান করি জানিল বশিষ্ঠ তপোধন।
রাক্ষসী আসিয়া মাংস যাগিল ভোজন॥
মুনিকে দিবারে শাপ রাজা নিল পানী।
নিষেধ করেন তারে মদয়ন্তী রাণী॥
ক্রোধ সম্বরিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
এই জল এখন থুইব কোন্ স্থানে॥
স্বর্গে থুই যদি, তবে দেবগণ মরে।
নাগগণ মরে, যদি ফেলি নাগপুরে॥
পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শস্য যায়।
সেই জল ফেলে রাজা আপনার পায়॥
রাজার পুড়িয়া গেল দুখানি চরণ।
হইল কল্মাষপাদ নাম সে কারণ॥

বশিষ্ঠ বলেন, শাপ দিনু নৃপবর।
রাক্ষস হইয়া থাক এগার বৎসর॥
লোটায় ধরিয়া রাজা বশিষ্ঠ-চরণ।
কতদিনে হবে মম শাপ-বিমোচন॥
মুনি বলে, পাবে যবে গঙ্গা-পরশন।
তবে ত তোমার শাপ হইবে মোচন॥
 সৌদাস ভূপতি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
দেশে দেশে নিত্য ফিরে ব্রাহ্মণ খাইয়া॥
এগার বৎসর পূর্ণ হইল যখন।
তিন দিন আহার না মিলিল তখন॥
উত্তরিল গিয়া রাজা প্রভাসের কূলে।
শ্রমযুক্ত হইয়া বসিল বৃক্ষমূলে॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা যে বৃক্ষ নেহালে (৩)।
এক ব্রহ্মদৈত্য (৪) আছে সেই বৃক্ষ-ডালে॥
ব্রহ্মদৈত্য বলে, ওহে তুমি কেন হেথা।
মম স্থান নিলা তুমি আমি যাব কোথা॥
শুনিয়া তাহার কথা সৌদাস হাসিল।
ব্রহ্মদৈত্য দেখি এটা খাইতে যাইল॥
ব্রহ্মদৈত্য রাক্ষস বিবাদ দুই জনে।
ছয় মাস মল্লযুদ্ধ করিছে এমনে॥
দুই জন যুদ্ধে সম, ন্যূন নহে কেহ।
মিত্রতা করিয়া পরস্পর করে স্নেহ॥
সর্ব্ব দুঃখ দুই জন করেন প্রকাশ।
বশিষ্ঠ শাপিল মোরে বলেন সৌদাস॥
 ব্রহ্মদৈত্য বলে, মিত্র, শুন বিবরণ।
বরমত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ॥
বহুকাল বেদ পড়িলাম গুরু-ঘরে।
চাহিলেন গুরু কিছু দক্ষিণা আমারে॥

---

(১) যজমান-বাক্য—যে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করায়, তাহার কথা। (২) ব্রহ্মরাক্ষস—প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। (৩) নেহালে—দেখে। (৪) ব্রহ্মদৈত্য প্রেতযোনি বিশেষ।

করিলাম উপহাস আমি যে গুরুরে।
গুরু বলে, ব্রহ্মদৈত্য হও অতঃপরে ॥
যখন গঙ্গার জল পাবে পরশন।
তখন পাইবা মুক্তি ব্রাহ্মণ-নন্দন ॥
সৌদাস বলেন, মিত্র, চেতাইলা(১) মোরে।
তবে ত গঙ্গার তত্ত্ব দুই জনে করে ॥
গঙ্গাস্নান করি যান সে ভার্গব ঋষি।
মাথায় করিয়া গঙ্গাজলের কলসী ॥
হেনকালে দোঁহে বলে আগুলিয়া তাঁরে।
এক বিন্দু গঙ্গাজল দিয়া যাও মোরে।
লাগিলেন বলিতে ভার্গব তপোধন।
অগ্রভাগ (২) শিবের তা দিব হে কেমন ॥
দোঁহে কহে, মুনি, তব নাহি বিদ্যালেশ।
গঙ্গাজলে নাহি হয় শেষ-অবশেষ (৩) ॥
জানিলেন তখন ভার্গব তপোধন।
মহাজন (৪) বটে ভগীরথের নন্দন ॥
কুশাগ্রে করিয়া গঙ্গা দিল তার গায়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ এড়িয়া পলায় ॥
ছিলেন সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল গঙ্গাজল পাইয়া ॥
ব্রহ্মদৈত্য আর ব্রহ্মরাক্ষস সত্বরে।
দুই জন মুক্ত হৈয়া গেল নিজ ঘরে ॥
গঙ্গার মহিমা এই কি বলিতে জানি।
আদিকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস মহাজ্ঞানী ॥

—

দিলীপ রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ।

সৌদাস গেলেন আয়ুশেষে স্বর্গস্থলে।
হইলেন সুদাস ভূপতি ভূমণ্ডলে ॥
সুদাস করেন রাজ্য অনেক বৎসর।
দিলীপ হইল রাজা রাজ্যের উপর ॥
দিলীপের নন্দন হইল রঘুরাজা।
পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজা ॥
একে ত দিলীপ রাজা মহাবলবান।
তদ্রূপ হইল পুত্র পিতার সমান ॥
পুত্রের বিক্রম (৫) দেখি ভাবে মনে-মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্ভণ ॥
ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিলেন রঘুরে।
যেখানে সেখানে যাবে নিকটে কি দূরে ॥
ঘোড়া দিয়া দিলীপ কহিল তার ঠাঁই।
যজ্ঞপূর্ণ কালে যেন এই ঘোড়া পাই ॥
ঘোড়া রাখিবারে রঘু করিল পয়াণ।
সঙ্গেতে চলিল তুল্য যোদ্ধা বলবান্ ॥
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি।
অশ্বমেধ করি রাজা লবে স্বর্গপুরী ॥
কিসে নিবারণ হয় বল কৃপা করি।
বিরিঞ্চি বলেন, তার ঘোড়া কর চুরি ॥
অশ্ব বিনা রাজা যজ্ঞ করিতে না পারে।
চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে ॥
দ্বিতীয় প্রহর দিবা অন্ধকার করি।
লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ-অশ্ব হরি ॥
ঘোড়া হারাইয়া ভাবে দিলীপ-নন্দন।
ইন্দ্র বিনা ঘোড়া মোর লবে কোন্ জন ॥
নয় বৎসরের শিশু দশ নাহি পুরে।
রথ চালাইয়া দিল ইন্দ্রের উপরে ॥
সহস্র ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রথখান।
পলকে প্রবেশে গিয়া ইন্দ্র-বিদ্যমান ॥

---

(১) চেতাইলা—সচেতন করিয়া দিলে। (২) অগ্রভাগ ইষ্টপূজার দ্রব্যাদির প্রথম অংশ। (৩) শেষ-অবশেষ—এখানে আদি-অন্ত। (৪) মহাজন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। (৫) বিক্রম—সাহস।

ইন্দ্র কোথা, বলি, রঘু ঘন ছাড়ে ডাক।
আজি ইন্দ্র, তোমা প্রতি ঘটিল বিপাক॥
মার মার বলি রঘু লাগিল ডাকিতে।
বাহির হইল ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে॥
রঘুরে দেখিয়া ইন্দ্র সহে কটুভাষে।
মরিবার নিমিত্তে আইলি স্বর্গবাসে॥
মাছি হৈয়া সইবা কি পর্ব্বতের ভার।
গলায় কলসী বান্ধি নদীতে সাঁতার॥
সহিতে ক্ষুরের ধার বল কেবা পারে।
বালক হইয়া আইস আমার উপরে॥
রঘু বলে, গর্ব্ব কর রণ নাহি জিনি।
কার কত বল বুদ্ধি জানিবে এখনি॥
আমাকে বালক দেখ, আপনি কি বীর।
বালকের রণে আজি হও দেখি স্থির॥
তিন বাণ মারে রঘু বাসবের বুকে।
ঐরাবত সহ ইন্দ্র ফিরে ঘোর পাকে॥
ইন্দ্র বলে, ভাল বলি বয়সে ছাওয়াল (১)।
এড়িলেক বাণ যেন অগ্নির উথাল (২)॥
দশ বাণ ইন্দ্র তবে পূরিল সন্ধান।
দশ বাণে কাটিল ইন্দ্রের দশ বাণ॥
দুই জনে বাণবৃষ্টি যেন জল ঘনে (৩)।
দুই জনে যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনে॥
রঘুরাজ জানে বাণ পাশুপত সন্ধি (৪)।
তাতে গলে দেবরাজে করিলেক বন্দী॥
ঐরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে।
লোহার শিকলে বান্ধি রথে নিয়া তোলে॥
ঘোড়া নিয়া আইল বাপের বিদ্যমানে।
সাত দিন ইন্দ্র বান্ধা অযোধ্যাভুবনে॥
সঙ্গেতে করিয়া ব্রহ্মা যত দেবগণ।
আপনি চলিয়া গেল অযোধ্যাভুবন॥
বিধাতা বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান।
তোমার তনয় রঘু তোমারি সমান॥
আর কিবা বর দিব তোমার রঘুরে।
রঘুবংশ বলি যশ ঘুষিবে সংসারে॥
এত যদি বলিলেন ব্রহ্মা মুনিবর।
তবে মুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর॥
রঘু বলিলেন, সত্য কর পুরন্দর।
অনাবৃষ্টি নহে যেন অযোধ্যা-উপর॥
ইন্দ্র বলিলেন, চিন্তা না করিহ তুমি।
যে কিছু ক্ষেত্রের কর্ম্ম সে করিব আমি॥
করিলেন এই সত্য দেব পুরন্দর।
ইন্দ্রসহ স্বর্গে গেল সকল অমর॥
রঘুর বিক্রম শুনি শত্রুপক্ষে ত্রাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

রঘুরাজার দানকীর্ত্তি।

দিলীপ রাজত্ব করে অযুত বৎসর।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল অমর-নগর॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন রঘু যশোধন।
ব্রাহ্মণেরে দিলেন যে ছিল যত ধন॥
অন্নভক্ষ্য (৫) রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে।
মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জলপান করে॥
বরদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দন।
কশ্যপ মুনির ঠাঁই করে অধ্যয়ন॥

(১) ছাওয়াল—বালক; (২) উথাল—শিখা। (৩) ঘনে—মেঘে। (৪) সন্ধি প্রয়োগ। (৫) অন্নভক্ষ্য—আজিকার খাবার মত দ্রব্য।

গুরু-গৃহে বসতি করিয়া বহু দিন।
চতুঃষষ্ঠি বিদ্যাতে সে হইল প্রবীণ ॥
গুরু যে দক্ষিণা দিতে কহিল তাহারে।
কি দক্ষিণা দিব গুরু আজ্ঞা কর মোরে ॥
গুরু বলে, অল্প মাগি কর বিবেচনা।
চৌষট্টি বিদ্যার দেহ চৌদ্দ কোটি সোনা ॥
গুরু কহিলেন এই অসম্ভব কথা।
দ্বিজ ভাবে, এতেক স্বর্ণ পাব কোথা ॥
সবে বলে রঘুরাজ বড় পুণ্যবান।
তাঁর ঠাঁই আমি গিয়া মাগি স্বর্ণদান ॥
সাত দিবসের তরে নিয়ম করিল।
গুরুকে কহিয়া শিষ্য বিদায় হইল ॥
সাত-পাঁচ (১) ভাবিয়া সে দ্বিজ আকিঞ্চন।
অযোধ্যানগরে আসি দিল দরশন ॥
ব্রাহ্মণে নিষেধ নাহি রঘুর দুয়ারে।
উত্তরিল গিয়া সে রঘুর অন্তঃপুরে ॥
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র করে অনুমান ॥
মৃত্তিকার পাত্রেতে করিছে জলপান।
কিরূপে করিবে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ দান ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণপুত্র যায় পাছু হৈয়া।
উঠিল ব্রাহ্মণে রঘু দ্বারেতে দেখিয়া ॥
আপনি পাখালে (২) রাজা তাহার চরণ।
বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া করায় ভোজন ॥
কর্পূর তাম্বুল মাল্য দিলেন চন্দন।
জিজ্ঞাসা করেন করি পাদ-সংবাহন (৩) ॥
ব্রাহ্মণ বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান্।
আসিয়াছি তব স্থানে লইবারে দান ॥
দেখিলাম ঘটিয়াছে যে দশা তোমারে।
আপনার নাহি কিছু কি দিবা আমারে ॥
তোমার অধীন রাজা ধরণী অশেষ।
ঐশ্বর্য্য তোমার দেখি মৃৎপাত্র শেষ ॥
দেখি তব দশা ডর লাগিল আমারে।
এসেছি তোমার ঠাঁই ধন মাগিবারে ॥
ভূপতি বলেন তুমি কত চাহ ধন।
যাহা মাগ তাহা দিব ঠাকুর ব্রাহ্মণ ॥
শুনিয়া রাজার কথা দ্বিজবর বলে।
লাড়ু দিয়া যেমন ভাণ্ডাও (৪) ছাওয়ালে ॥
রাজা বলে, যেবা মাগ না করিব আন।
বলিয়া না দিলে নাহি পাব পরিত্রাণ ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বিপ্র কানে দিল হাত।
চৌদ্দ কোটি সোনা মাগি তোমার সাক্ষাৎ ॥
রাজা বলে, এক রাত্রি থাক মহামুনি।
প্রাতঃকালে ধন দিব লৈয়া যাইও তুমি ॥
এত বলি ব্রাহ্মণে রাখিল নিজ ঘরে।
আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে ॥
চৌদ্দ কোটি সোনা ধার যেবা দিতে পারে।
চৌদ্দ-দশ-কোটি কালি শুধিব তাহারে ॥
জোড় হাত করিয়া কহিছে প্রজাগণ।
তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন ॥
হেঁট মাথা করি রাজা ভাবিল আপদ।
হেন কালে তথা মুনি আইল নারদ ॥
পাদ্য অর্ঘ দিল রাজা বসিতে আসন।
মুনি বলে, কেন রাজা বিরসবদন।
রাজা বলে, মহাশয় শুন কহি কথা।
ব্রাহ্মণ চাহিল ধন আজি পাব কোথা ॥

(১) সাত-পাঁচ— বহুবিধ; নানাপ্রকার; অগ্রপশ্চাৎ। (২) পাখালে — ধৌত করে। (৩) পাদ-সংবাহন — পদ-সেবা। (৪) ভাণ্ডাও — প্রতারণা কর। (৫) সম্ভাষণ (এখানে) আহ্বান।

লাগিলেন হাসিতে নারদ মহামুনি।
ইহার উপায় কহি শুনহ আপনি ॥
বল কালি কুবেরে করিব সম্ভাষণ (৫)।
ঘরেতে বসিয়া পাবে যত চাহ ধন ॥
তার পরে গেলেন নারদ তপোধন।
অযোধ্যানগরে রাজা যাজায় বাজন ॥
আজ্ঞা করিলেন রাজা পাত্র পরিবারে।
সবে সাজ যাইব কুবের দেখিবারে ॥
কটক সাজিল, বাজে দুন্দুভি বাজন।
কৈলাসে কুবের তাহা করেন শ্রবণ ॥
কুবেরের দূত ছিল অযোধ্যাভুবনে।
জিজ্ঞাসা করিল সব পাত্রমিত্রগণে ॥
পাত্রমিত্র বলে, কি বেড়াও শুধাইয়া।
প্রমাদ পড়িবে কালি কুবেরে লইয়া ॥
শুনিয়া ধাইয়া দূত চলিল অমনি।
কৈলাসে নারদ গিয়া কহেন তখনি ॥
কি কর কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া।
তোমার উপরে রঘু আসিছে সাজিয়া ॥
স্বর্ণ নাহিক রঘুরাজার ভাণ্ডারে।
চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ বিপ্র চেয়েছে তাহারে ॥
এত যদি বলিল নারদ মহামুনি।
কুবের বলেন, আমি পাঠাই এখনি ॥
আপনি কুবের ধন দিলেন গণিয়া।
দূত গিয়া ভাণ্ডারেতে দিল ফেলাইয়া ॥
প্রভাতে কহেন রঘু ব্রাহ্মণ-কুমারে।
ভাণ্ডার সহিত স্বর্ণ দিলাম তোমারে ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া মুনি ছুঁইল দুই কান।
চৌদ্দ কোটি মাত্র লব, না লইব আন ॥

চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ তাঁরে দিলেন গণিয়া।
শত শত জনে বোঝা দিলেন বাঁধিয়া ॥
ধন লৈয়া গুরুকে করিল সমর্পণ।
গুরু বলে, এত ধন দিল কোন্ জন ॥
শিষ্য বলে, রঘুরাজ বড় পুণ্যবান।
করিলেন তিনি চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান ॥
মুনি বলে, বসি আমি গহন কাননে।
ধনবাদে (১) দস্যুগণ বধিবে জীবনে ॥
এই ধন রাখ লৈয়ে ইন্দ্রের ভাণ্ডারে।
যজ্ঞকালে যেন ধন আনি দেন মোরে ॥
কাঞ্চন লইয়া গেল ইন্দ্রের সদনে।
সম্ভ্রমে উঠিল ইন্দ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণে ॥
দ্বিজ বলে, গুরু পাঠাইলেন আমারে।
রঘুরাজা স্বর্ণ দান দিল ভারে ভারে ॥
সে মহামুনির ধন রাখহ ভাণ্ডারে।
এত বলি ধন তথা রাখে মুনিবরে ॥
বাসব বলেন, বাপু, সত্য কহ কথা।
উঞ্ছবৃত্তি (২) তিনি সোনা পাইলেন কোথা ॥
দ্বিজ বলে, দক্ষিণা চাহিল স্বর্ণ গুরু।
আমারে দিলেন রঘুরাজ কল্পতরু ॥
রাম রাম বলি ইন্দ্র কানে দিল হাত।
রঘু নাম না করিহ আমার সাক্ষাৎ ॥
নিশাতে না যাই নিদ্রা রঘুর ভয়েতে।
অযোধ্যানগরে সদা ভ্রমি ক্ষেতে ক্ষেতে ॥
স্থানান্তরে নিয়া প্রভু রাখ এই ধন।
ধনের কারণে রঘু বধিবে জীবন ॥
ধন লৈয়া বরদত্ত গেল গুরু-পাশে (৩)।
গুরু বলে, রাখ নিয়া পর্ব্বত কৈলাসে ॥

(১) ধনবাদ— প্রকৃতপক্ষে ধনশালী না হইলেও ধনশালী বলিয়া প্রসিদ্ধির নাম ধনবাদ। (২) উঞ্ছবৃত্তি —শস্য কাটিয়া তুলিয়া লইয়া যাইবার পর ক্ষেত্রে যে শস্য পড়িয়া থাকে সেই শস্য সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের নাম। (৩) গুরু-পাশে —গুরুর নিকটে।

নিজ ধন দেখিয়া কুবের মনে হাসে।
গিয়াছে যাহার ধন আইল তার পাশে॥
রঘু ভূপতির যশ ত্রিভুবনে ঘোষে।
আদিকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

অজ-ইন্দুমতী উপাখ্যান

রঘু রাজ্য করে দশ হাজার বৎসর।
অজ নামে তনয় তাঁহার মনোহর॥
পুত্রের দেখিয়া রাজা প্রথম-যৌবন।
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল বৈকুণ্ঠভুবন॥
অজের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
পুত্রের সমান পালে সমস্ত প্রজারে॥
মাথর (১) রাজার কন্যা ইন্দুমতী নাম।
পরমা সুন্দরী সেই লাবণ্যের ধাম॥
ইচ্ছাবরী (২) হইতে কন্যার গেছে মন।
কহিল পিতার অগ্রে করিয়া গমন॥
স্বয়ম্বরা হইতে আমার আছে মন।
সকল রাজারে আন করি নিমন্ত্রণ॥
যত যত মহারাজ পৃথিবীতে বৈসে।
মাথরের নিমন্ত্রণে সকলেতে আইসে॥
প্রথম-যৌবন কিবা দেখিতে সুন্দর।
সকলে আইসে, কেহ না রহিল ঘর॥
অযোধ্যা হইতে হৈল অজের গমন।
সভামধ্যে অজ গিয়া বসিল তখন॥
পশুর মধ্যেতে যেন বসিল কেশরী (৩)।
বসিল সকল রাজা অজে মধ্যে করি॥
রঘুর তনয় অজ দিলীপের নাতি।
পৃথিবীমণ্ডলে যার এক দণ্ড-ছাতি (৪)॥
বসিল করিয়া সভা যত নৃপগণ।
তখন মাথর রাজা করে নিবেদন॥

এক কন্যা দানযোগ্যা আছে মম ঘরে।
আজ্ঞা কর সেই কন্যা আনি স্বয়ম্বরে॥
পরিণামে দ্বন্দ্ব যেন না হয় ঘটন।
তবে শীঘ্র আনি কন্যা এই নিবেদন॥
মম কন্যা বর-মাল্য দিবেক যাহারে।
সবারে বিদায় দিয়া রাখিব তাহারে॥
ভাল ভাল কহিল সকল নৃপগণ।
শীঘ্র ইন্দুমতী আন করিয়া সাজন॥
কেশ আঁচড়িয়া তার বান্ধিল কুন্তল।
বিবিধ পুষ্পের মালা করে ঝলমল॥
কপালে সিন্দুর দিল নয়নে কজ্জল।
চন্দ্রের সমান রূপ অতীব বিমল॥
সুচিত্র বিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি (৫)।
বিধাতা গড়েছে যেন কনকপুত্তলি॥
সহচরীগণ সঙ্গে চলিল ঘেরিয়া।
মত্ত গজপতি রামা (৬) চলিল সাজিয়া॥
যেই জন করে ইন্দুমতী নিরীক্ষণ।
অপরূপ রূপ হরে তাহার চেতন॥
চেতন পাইয়া উঠে বসে নৃপগণ।
এ কন্যা যে পাবে তার সার্থক জীবন॥
কেহ বলে, কন্যা মোরে করে নিরীক্ষণ।
কেহ বলে, কন্যার আমাতে আছে মন॥
যারে পাছু করি কন্যা করয়ে গমন।
ভূমিতে পড়িয়া তেঁহ জুড়িল রোদন॥
কন্যা কি কুৎসিতরূপ দেখিল আমারে।
আমারে ছাড়িয়া সে ভজিবে কোন্ বরে॥
একে একে দেখিয়া যতেক রাজগণ।
অজের নিকটে আসি দিল দরশন॥
ধন পেলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।
গলে মালা দিয়া বলে, তুমি মম পতি॥

---

(১) ইচ্ছাবরী—স্বয়ম্বরা। (২) মাথর—বিদর্ভ। (৩) দণ্ডছাতি—রাজ-চিহ্ন। (৪) কেশরী—সিংহ। (৫) পাশুলি—পদাভরণ; পায়ের গহনা; আংটা। (৬) রামা—রূপযৌবন-সম্পন্না স্ত্রী।

বরমাল্য দিয়া যদি কন্যা ঘরে গেল।
লজ্জিত হইয়া যত রাজা পলাইল ॥
বনেতে আসিয়া সবে হয়ে একমন।
অজকে মারিতে যুক্তি করিল তখন ॥
এক্ষণে সবাই থাকি বনে লুকাইয়া।
অজে মারি ইন্দুমতি লইব কাড়িয়া ॥
লুকাইয়া বনে তারা রহে স্থানে-স্থান।
হেথায় মাথর রাজা করে কন্যাদান ॥
কন্যাদান করে রাজা মনের কৌতুকে।
নানা রত্ন অশ্ব হস্তী দিলেন যৌতুকে (১) ॥
তিন দিন ছিল রাজা মাথরের ঘরে।
আর দিন যান রাজা অযোধ্যানগরে ॥
ইন্দুমতী সহ রথে করে আরোহণ।
কত সেনা সঙ্গে রঙ্গে চলে অগণন ॥
নিদ্রায় কাতর রাজা চলিতেছে রথ।
এই কালে রাজগণ আগুলিল পথ ॥
মার মার বলি সবে আগুলিল তথা।
ইন্দুমতী দেখিয়া করিল হেঁট মাথা ॥
নিদ্রাতে বিহ্বল (২) পতি জাগান কেমনে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল ইন্দুমতীর রোদনে ॥
রাজগণ ডাকে তাতে ভীত নহে মন।
মলিন দেখিল ইন্দুমতীর বদন ॥
ইন্দুমতী বলে, নাথ, কি ভাব এখন।
দেখ না তোমাকে ঘেরিলেক নৃপগণ ॥
তিনকোটি রাজা আছে পথ আগুলিয়া।
আমায় কাড়িয়া লবে তোমায় মারিয়া ॥
অজ বলে, প্রসন্ন করহ প্রিয়ে মুখ।
এক বাণে সবে মারি দেখহ কৌতুক ॥
একবাণ বিনা যদি দুই বাণ মারি।
রঘুর দোহাই তবে বৃথা অস্ত্র ধরি ॥
তিন কোটি ভূপতিরে করি তৃণ জ্ঞান।
এড়িলেন অজ সে গন্ধর্ব্ব নামে বাণ ॥
এত বলি ধনু লৈয়া দাণ্ডাইল রথে।
অজে দেখি রাজগণ লাগিল ডাকিতে ॥
এক বাণে গন্ধর্ব্ব হইল তিন কোটি।
আপনা-আপনি মরে ক'রে কাটাকাটি ॥
গান্ধর্ব্ব বাণেতে রণে নাহি যায় আঁটা।
এক বাণে তিন কোটি রাজা গেল কাটা ॥
তিন কোটি রাজা সেই যুদ্ধেতে মারিয়া।
অযোধ্যাতে গেল রাজা ইন্দুমতী লৈয়া ॥
অজরাজা তনু তার প্রাণ ইন্দুমতী।
হইলেন কিছুকাল পরে গর্ভবতী ॥
দশমাস গর্ভ হৈল প্রসব-সময়।
হইল তনয় যেন চন্দ্রের উদয় ॥
রূপে গুণে দেখি যেন অভিনব কাম।
দশরথ বলিয়া রাখিল তার নাম ॥
আমি দশরথের কি কব গুণগ্রাম (৩)।
যাঁর পুত্র হইলেন আপনি শ্রীরাম ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
গান দশরথের উৎপত্তি-বিবরণ।

দশরথের রাজ্যাভিষেক।

এক বর্ষ বয়স্ক যখন দশরথ।
পুত্রে শোয়াইয়া দোঁহে সাধে মনোরথ ॥
পুষ্পবনে ক্রীড়া করে হাস্য-পরিহাসে।
নারদ চলিয়া যান উপর আকাশে ॥
পারিজাত মালা ছিল তাঁহার বীণায়।
বাতাসে উড়িয়া পড়ে ইন্দুমতীর গায় ॥
পারিজাত হইল যখন পরশন।
ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন ॥

(১) যৌতুক—অন্নপ্রাশন, জন্মদিন বা বিবাহে প্রদত্ত ধন। (২) বিহ্বল—কাতর। (৩) গুণগ্রাম—গুণসকল।

তাহার রূপের কথা গেল দেশে দেশে।
বিবাহার্থে রাজগণ এলেন হরিষে ॥
ইন্দুমতী বরিলেক অজ মহারাজে।
সব রাজা গেল দেশে পড়িয়া সে লাজে ॥
পরমসুন্দর রাজা রাজচক্রবর্ত্তী।
দশরথ তুল্য নাহি ভূমেতে ভূপতি ॥
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনে।
এই যুক্তি অধোমুখে করে রাজগণে ॥
প্রত্যক্ষ দেখিল কন্যা সব রাজগণে।
সবারে ভুলিল দশরথ-দরশনে ॥
ধন পাইলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি।
গলে মাল্য দিয়া বলে, তুমি মম পতি ॥
দশরথ ভূপতির গলে মাল্য দোলে।
লজ্জায় ভূপতিগণ মাথা নাহি তোলে ॥
রাজগণ বলে, কন্যা বড় বিচক্ষণা।
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্ জনা ॥
রাজগণ পরস্পর করিয়া সম্মান।
বিদায় হইয়া গেল নিজ নিজ স্থান ॥
কন্যাদান করে রাজা পরম কৌতুকে।
মন্থরা নামেতে চেড়ী (১) দিলেন যৌতুকে ॥
পৃষ্ঠে ভার কুঁজের নড়িতে নারে বুড়ি।
ক্ষতি করে তার, যার কাছে থাকে চেড়ী ॥
মাণিক মুকুতা রাজা পাইল বিস্তর।
অশ্ববেগে নিজদেশে চলিল সত্বর ॥
কৈকেয়ী লইয়া রাজা আসে নিজদেশে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

দশরথের সহিত সুমিত্রার বিবাহ।

কৌশল্যা কৈকেয়ী এই সপত্নী উভয়।
উভয়ে লইয়া ক্রীড়া করে মহাশয় ॥
সিংহল রাজ্যের যে সুমিত্র মহীপতি।
সুমিত্রা তনয়া তাঁর অতি রূপবতী ॥
কন্যারে দেখিয়া রাজা ভাবে মনে-মন।
কন্যাযোগ্য বর কোথা পাইব এখন ॥
রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ লোকে জানে।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কাঁপে যার নাম শুনে ॥
ব্রাহ্মণ ডাকিয়া রাজা কহিল সত্বর।
দশরথে আন গিয়া অযোধ্যানগর ॥
রাজার আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল হরিষে।
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যার দেশে ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম।
আশীষ্ করিয়া দ্বিজ কহে নিজ নাম ॥
সিংহল দেশের আমি রাজপুরোহিত।
তোমারে লইতে রাজা আমি উপস্থিত ॥
রাজকন্যা সুমিত্রা সে পরমা সুন্দরী।
তার রূপে আলো করে সিংহলনগরী ॥
তত রূপ রাজকন্যা নাহি কোন দেশে।
তোমারে দিবেন রাজা পরম হরিষে ॥
শুনিয়া কন্যার কথা হৃষ্ট দশরথ।
হইতে সুমিত্রাপতি ছিল মনোরথ ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা জানে দুই জন।
মৃগয়ার ছলে রাজা করিল গমন ॥
নানা বাদ্যে দশরথ চলে কুতূহলে।
উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে ॥
বার্ত্তা শুনি হরষিত সিংহলের রাজা।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তাঁরে করিলেন পূজা ॥
দেখি দশরথের লাবণ্য মনোহর।
লোকে বলে বিধি দিল কন্যাযোগ্য বর ॥
নান্দীমুখ (২) করি দোঁহে বিশেষ হরিষে।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (৩) দুই জনে করে অবশেষে ॥

(১) চেড়ী—দাসী। (২) নান্দীমুখ—শুভকর্ম্মাদির প্রথমে যে অনুষ্ঠান করিতে হয়। (৩) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

গোধূলিতে (১) দুই জনে শুভদৃষ্টি করে।
দোঁহাকার রূপে আলো বসুমতী করে ॥
কুসুমশয্যায় রাজা শয়ন করিল।
নিদ্রার আলসে প্রায় অচেতন হৈল ॥
শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর।
শয্যার উত্থান-কৌড়ি (২) দিলেন বিস্তর ॥
বাসি বিয়া সেই স্থানে কৈল দশরথ।
যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত ॥
বিদায় হইল রাজা রাজার সাক্ষাতে।
সুমিত্রা সহিতে রাজা চড়ে নিজ রথে ॥
সুমিত্রার রূপে রাজা হলেন মোহিত।
আপনা ভুলিয়া তিনি অতি হরষিত ॥
বিলম্ব না সহে তাঁর দেশে আসিবারে।
আদেশেন সারথিরে রথ সাজাবারে ॥
বাসি বিয়ার পর দিন হয় কাল-রাতি।
স্ত্রী-পুরুষ এক ঠাঁই না থাকে সংহতি ॥
কাল-রাত্রে যে নারীকে করে পরশন।
সেই স্ত্রী দুর্ভগা হয়, না হয় খণ্ডন ॥
সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল মনের হরিষে ॥
দশরথ নৃপতির রমণী-বিলাস।
আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি।

কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা রাণী দুই জন।
সুমিত্রার রূপ দেখি ভাবে মনে-মন ॥
নৃপতি সুমিত্রা-প্রেমে রবে নিমগন।
আর না চাহিবে রাজা মোদের বদন ॥
নিরবধি সেবে তারা পার্ব্বতী-শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভগা হোক এই মাগে বর ॥
তিন রাণী লৈয়া রাজা আছে কুতূহলে।
সুখে রাজ্য পালে বহুকালে ভূমণ্ডলে ॥
পুত্রহীন মহারাজ মনে দুঃখদাহ (৩)।
করিলেন সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ ॥
সাত শত পঞ্চাশের মুখ্যা (৪) তিন গণি।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা ভামিনী (৫) ॥
তার মধ্যে সুমিত্রা যে পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে আলো করে অযোধ্যানগরী ॥
হেন স্ত্রী দুর্ভগা হৈল রাজার বিষাদ।
কালরাত্রি দোষে হৈল এতেক প্রমাদ ॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীকে দেখে।
রাত্রি দিবা দশরথ তারে লৈয়া থাকে ॥
এ তিনের ভাগ্য কত বর্ণিব সম্প্রতি।
ইঁহাদের গর্ভে জন্ম লবেন শ্রীপতি ॥
সতত ভাসেন রাজা সুখের সাগরে।
দৈবে অনাবৃষ্টি হৈল অযোধ্যানগরে ॥
রোহিণীতে বৃষে হৈল শনির গমন (৬)।
তেকারণে বৃষ্টি নাহি হয় বরিষণ ॥
কৌতুকে থাকেন রাজা ভার্য্যা-সম্ভাষণে।
রাজ্যেতে প্রমাদ হৈল ইহা নাহি জানে ॥
সকল অযোধ্যারাজ্যে হইল আপদ্।
হেনকালে আইলেন তথায় নারদ ॥

---

(১) গোধূলি—সূর্য্যাস্তগমন কাল; বিবাহাদি শুভকর্ম্মে শাস্ত্রে গোধূলির তিন প্রকার লক্ষণ। হেমন্ত ও শীতকালে—যখন সূর্য্যের কিরণ মৃদু হইয়া পীতবর্ণ ধারণ করে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে—যখন সূর্য্য অস্তগমনকালে অর্দ্ধেক মাত্র দৃষ্ট হয়; বর্ষা ও শরৎ কালে—যখন সূর্য্য অস্তগমন করায় অদৃশ্য হইয়া যায়। (২) উত্থান-কৌড়ি—শয্যা তোলানি টাকা। (৩) দুঃখদাহ—দুঃখের যন্ত্রণা। (৪) মুখ্যা-প্রধান। (৫) ভামিনী—রূপযৌবনশালিনী স্ত্রী। (৬) রোহিণীতে বৃষে হৈল শনির গমন—শনিগ্রহ রোহিণী নক্ষত্রে প্রবেশ করিল।

পাদ্য অর্ঘ্য দেন রাজা বসিতে আসন।
মুনিরে করিয়া পূজা বসিল রাজন॥
নারদ বলেন, নৃপ, করি নিবেদন।
আইলাম তোমারে করিতে বিজ্ঞাপন॥
ইন্দ্রের বৃষ্টিতে বাঁচে সকল সংসার।
তব রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ সবাকার॥
রাজকার্য্য ভুলি রাজা করিতেছ সুখ।
নরকে ডুবিয়া প্রজাগণ পায় দুখ॥
রাজা বলে, কারো আমি নাহি করি দণ্ড।
কি কারণে মন্দ মোরে বলে রাজ্যখণ্ড (১)॥
দুঃখ পায় প্রজাগণ নিজ কর্ম্মফলে।
কোন্ দোষে প্রজাগণ মোরে মন্দ বলে॥
নারদ বলেন, শুন নৃপচূড়ামণি।
রোহিণী নক্ষত্রে দৃষ্টি দিয়া গেল শনি॥
এই হেতু অনাবৃষ্টি হইল রাজ্যেতে।
প্রজাগণ দুঃখ পায় সেই কারণেতে॥
এত বলি করিলেন নারদ গমন।
রথে চড়ি রাজ্য দেখি বেড়ায় রাজন॥
গেলেন উত্তরদিকে গহন কানন।
জলজন্তু দেখে রাজা পশু-পক্ষিগণ॥
নদ নদী দেখে রাজা নাহি তাহে জল।
দীঘী সরোবর দেখে শুষ্ক সে সকল॥
বেলা অবসানে রাজা বসে বৃক্ষতলে।
সারী শুক পক্ষী আছে সেই বৃক্ষডালে॥
শেষ রাত্রি হইল পক্ষীর নিদ্রা ভাঙ্গে।
পক্ষিণী কহিল কথা পক্ষিরাজ সঙ্গে॥
বহুকাল হৈল মোরা এই বনবাসী।
কত আর পাব কষ্ট নিত্য উপবাসী॥
সূর্য্যবংশ রাজ্যে কভু দুঃখ নাহি জানি।
চৌদ্দবর্ষ অনাহার নাহি পাই পানী॥
অনাবৃষ্টি হেতু বৃক্ষে নাহি ফলে ফল।
নদ নদী সরোবর তাহে নাহি জল॥
ভূপতি হইয়া রাজ্যে চেষ্টা নাহি করে।
রাত্রি-দিন স্ত্রী লইয়া থাকে অন্তঃপুরে॥
কষ্ট পাই আর কত থাকি অনাহারে।
অতএব চল প্রভু যাই স্থানান্তরে॥
পক্ষিরাজ বলে, প্রিয়ে, শুন মোর বাণী।
তোমার বচনে কি ছাড়িব অরণ্যানী (২)॥
সত্যযুগ হৈতে মোর এই বনে বাস।
গোঁয়াইনু এই বনে পুরুষ পঞ্চাশ॥
মোর দুঃখ নহে, দুঃখ হয়েছে সংসারে।
এই দুঃখে আছে রাজা দুঃখিত অন্তরে॥
এইখানে জন্ম মোর এখানে মরণ।
তোর বোলে ছাড়িতে নারিব এই বন॥
পক্ষিণী বলয়ে, পক্ষি, শুন বিবরণ।
পাতকীর রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন॥
জল বিনা শ্বাসগত (৩) ব্যাকুলিত প্রাণ।
সমুদ্রের তীরে গিয়া করি জলপান॥
এই কথাবার্ত্তা তারা করে দুইজনে।
বৃক্ষতলে থাকি তাহা দশরথ শুনে॥
রাজা বলে, নারদের বচন প্রত্যক্ষ।
পক্ষী মোরে নিন্দা করে পেয়ে উপলক্ষ্য (৪)॥
বুঝিলাম ইন্দ্র রাজা বড়ই চতুর।
মুখে এক কহে, সে অন্তরে করে দূর॥
মম পিতামহ যেই রঘু নাম ধরে।
ইন্দ্রে আনি খাটাইল অযোধ্যানগরে (৫)॥

---

(১) রাজ্যখণ্ড—রাজ্যের সমস্ত লোক। (২) অরণ্যানী—ঘন নিবিড় বন। (৩) শ্বাসগত—শ্বাসপ্রাপ্ত। (৪) উপলক্ষ্য—হেতু; কারণ। (৫) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

তবে আজি হয় মম দশরথ নাম।
ইন্দ্রেরে বান্ধিয়া আনি যদি নিজ ধাম ॥
রজনী প্রভাত করে রাজা মনোদুঃখে।
প্রভাত হইলে রাজা দুই পক্ষী দেখে ॥
পক্ষী বলে, পাপিনী পক্ষিণি, শুন বাণী।
রাজারে নিন্দিলা কেন হইয়া পক্ষিণী ॥
সকল যে দশরথ শুনিয়াছে কাণে।
শব্দভেদী বাণে রাজা মারিবে পরাণে ॥
পক্ষীর পরাণ ফাটে এতেক বলিয়া।
ডিম্ব লৈয়া ঠোঁটেতে আকাশে উঠে গিয়া ॥
পক্ষী পলাইয়া যায় পাইয়া তরাস।
উর্দ্ধবাহু করি রাজা করেন আশ্বাস ॥
দশরথ বলে, পক্ষি না পালাও ডরে।
ফিরিয়া আসিয়া বৈস বাসার উপরে ॥
স্ত্রীর বাক্যে অপরাধ নাহিক তোমার।
তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার ॥
এই বনে যত আম্র-কাঁঠালের ভার।
আজি হৈতে তোমায় দিলাম অধিকার ॥
পক্ষী সম্বোধিয়া রাজা রাখি বাসা ঘরে।
আপনি গেলেন পরে ইন্দ্রের নগরে ॥
স্বর্গেতে যাইয়া রাজা দেবের সমাজে।
'কোথা ইন্দ্র' বলিয়া ডাকেন দেবরাজে ॥
তর্জ্জন করেন দশরথ মহারাজ।
'রণং দেহি রণং দেহি' কোথা সুররাজ ॥
দেবগণ বলে, রাজা ক্রোধ কি কারণ।
তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রণ ॥
ভূপতি বলেন, মম রাজ্যে নাই বৃষ্টি।
অনাবৃষ্টি হেতু মোর নষ্ট হৈল সৃষ্টি ॥
মম রাজ্যে বৃষ্টি নাহি হয় কোন কাজে।
অনাবৃষ্টি হেতু যত প্রজাগণ মজে ॥
চৌদ্দবর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধান (১)।
প্রজাগণ দুঃখে মরে, করে অপমান ॥
সুবৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রাখুন সম্প্রতি।
নতুবা জিনিয়া লব এ অমরাবতী ॥
এতেক শুনিয়া যান যত দেবগণ।
ইন্দ্রকে কহেন তাঁরা সব বিবরণ ॥
বাসব বলেন, রাজা এলো কি কারণে।
মনুষ্য হইয়া নিন্দে শঙ্কা নাহি মনে ॥
দেবগণ বলে, ইন্দ্র, ত্যজ অহঙ্কার।
রাজার যুদ্ধেতে কারো নাহিক নিস্তার ॥
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্রে হানে।
তার সনে যুদ্ধ ক'রে মরিবে আপনে ॥
যাবৎ মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ।
রাজার সহিত কর মধুর আলাপ ॥
দেবতার বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর করেন সম্মান ॥
কহিলেন দশরথ করি সম্বোধন।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় কি কারণ ॥
বাসব বলেন, রাজা শুন একচিত্তে।
পড়িল শনির দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্রে ॥
ছাড়াইতে পার যদি রোহিণীতে দৃষ্টি।
হইবে তোমার দেশে তবে মহাবৃষ্টি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অপার।
আদিকাণ্ডে গাহিলেন শনির সঞ্চার ॥

---

(১) চৌদ্দবর্ষ অনাবৃষ্টি নাহি হয় ধান—ধান (শস্য); বঙ্গীয় কবির রচনায় এখানে বঙ্গদেশের প্রভাব পড়িয়াছে। যে দেশে অনাবৃষ্টির কথা হইতেছে, সেখানে ধানের চাষ খুব কম হয়; তথাপি বর্ণনা-প্রবাহে কবি বিভিন্ন প্রদেশের কথা ভুলিয়া স্বদেশের কথাই লিখিয়াছেন।

জটায়ু-সম্মিলন।

চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে।
রথ চালাইয়া যায় শনির সদনে ॥
'শনি ঘরে' বলি রাজা ডাকিলেন তায়।
বাহির হইয়া শনি সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
শনির দৃষ্টিতে রাজার ছিঁড়ে রথ-দড়া (১)।
আকাশ হইতে পড়ে তাঁর অষ্ট ঘোড়া ॥
ছিঁড়িল রথের দড়া নাহি পায় স্থল।
পাকে পাকে পড়ে রথ করে টলমল ॥
চক্রবৎ ফিরে রথ গগন উপরে।
হেন জন নাহি যে রাজায় রক্ষা করে ॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী উড়ে অন্তরীক্ষে।
আকাশে থাকিয়া পক্ষী রথ যে নিরীখে ॥
ভূমিতে পড়িবে রাজা না পাইয়া স্থল।
রাজার হইবে চূর্ণ শরীর সকল ॥
হেনকালে করি যদি রাজার উদ্ধার।
ঘুষিতে থাকিবে যশ নিয়ত আমার ॥
দশরথ মহারাজ ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান।
হেন রাজা ত্যজে প্রাণ মম বিদ্যমান ॥
কাতর হইবে রাজা পড়িলে ভূমিতে।
ইহা ভাবি পক্ষিরাজ দুই পাখা পাতে ॥
পাখা পাতি রহিল জটায়ু মহাবীর।
হইলেন তাহার উপর রাজা স্থির ॥
স্থির হৈয়া দশরথ রথে জোড়ে ঘোড়া।
ধ্বজা আর পতাকা বান্ধেন জোড়া জোড়া ॥
সারথি ঘোড়ার গায়ে মারিলেক ছাট (২)।
আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাট (৩) ॥
রাজা বলিলেন, রথ রাখ এই খানে।
রাখিল আমার প্রাণ এই কোন্‌জনে ॥
রঘু পিতামহ কিবা সেই অজ পিতা।
এমন বিপদে কেবা আমার রক্ষিতা (৪) ॥
তুলিলেন পক্ষিরাজে রথের উপরে।
মধুর সম্ভাষে রাজা জিজ্ঞাসেন তারে ॥
আছাড় খাইয়া পড়িতাম ভূমিতলে।
করিলে আমারে রক্ষা তুমি হেনকালে ॥
কোন্ দেশে থাক তুমি কাহার নন্দন।
পরিচয় দেহ মোরে তুমি কোন্ জন ॥
পক্ষিরাজ কহিলেন, আমি পক্ষিজাতি।
মম জ্যেষ্ঠ ভাই পক্ষি-ভূপতি সম্পাতি ॥
জটায়ু আমার নাম গরুড়-নন্দন।
অন্তরীক্ষে ভ্রমি আমি উপর গগন ॥
আছাড় খাইয়া পড় দেখিয়া রাজন্।
পাখা পাতি রাখিলাম তোমার জীবন ॥
দশরথ বলিলেন, তুমি মোর মিত্র।
প্রাণ দান দিলা মম, কি কব চরিত্র ॥
তার পর রথকাষ্ঠ খসাইয়া আনি।
জ্বালিলেন হুতভুক্ (৫) নৃপতি আপনি ॥
উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি সাক্ষী।
হইল রাজার মিত্র সে জটায়ু পক্ষী ॥
জটায়ু পক্ষীর কথা শুনে যেই জন।
সর্ব্বত্র তাহারে রাখে দেব নারায়ণ ॥
বিদায় করিয়া পক্ষী গেল সেই দেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

শনি-দশরথ-সংবাদ।

পুনশ্চ গেলেন রাজা শনির ভবনে।
রাজারে দেখিয়া শনি অতি ভীত মনে ॥

---

(১) রথ-দড়া—রথ টানিবার জন্য ঘোড়ার সাজের সঙ্গে যে দড়া দিয়া বাঁধা থাকে। (২) ছাট—ছড়ি; চাবুক। (৩) বাট পথ। (৪) রক্ষিতা—রক্ষক; রক্ষাকর্ত্তা। (৫) হুতভুক্ আগুন; হোমের দ্রব্য ভোজন করেন বলিয়া এই নাম।

শনি বলে, দশরথ আইলে আবার।
মোর দৃষ্টে কেমনেতে পাইলে নিস্তার॥
দশরথ তুমি সূর্য্যবংশের ভূষণ।
নিবেন তোমার ঘরে জন্ম নারায়ণ॥
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তেকারণে মোর দৃষ্টে পাইলে নিস্তার॥
মুদিয়া নয়ন শনি দশরথে বলে।
সম্মুখ ছাড়িয়া আইস তুমি পৃষ্ঠমূলে (১)॥
কোপদৃষ্টে সুদৃষ্টে যাহার পানে চাই।
সুরাসুর-নাগ-নর হয়ে যায় ছাই॥
পূর্ব্বকথা কহি রাজা তাহে দেহ মন।
যেমতে শিবের পুত্র হৈল গজানন॥
জন্মিলেন গণপতি (২) গৌরীর নন্দন।
দেখিতে গেলেন তথা যত দেবগণ॥
দেবগণ বলে, মাতা, তোমার আদেশে।
আইল সকল দেব শনি না আইসে॥
দূত পাঠাইয়া দিল আমার গোচর।
দেখিতে গেলাম পুত্র কৈলাস শিখর॥
শুভদৃষ্টে গিয়া যেই মুণ্ড পানে চাই।
আমার দৃষ্টির দোষে হৈয়া গেল ছাই॥
তা দেখিয়া দেবগণ হইল বিস্মিত।
পার্ব্বতীর মনোদুঃখে মহেশ চিন্তিত॥
পার্ব্বতী বলেন, হেথা আছে দেবগণ।
আমার পুত্রের মুণ্ড নিল কোন্ জন॥
দেবগণ বলেন, শুনহ বিশ্বমাতা।
শনির দৃষ্টিতে ভস্ম গণেশের মাথা॥
দেবতার বাক্য শুনি রুষিল ভবানী।
আমারে বধিতে যান হয়ে শূলপানি॥
পলাইয়া যাই আমি, স্থান নাহি পাই।
দেবতার আড়ালেতে তখনি লুকাই॥
আজ্ঞা করিলেন চতুর্ম্মুখ পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা পশ্চিমশিয়রে॥
পশ্চিমশিয়রে শুয়ে শ্বেতহস্তী যথা।
পবন কাটিয়া আনি দিল তার মাথা॥
শূল হস্তে আইলেন দেবী মহাকোপে।
পার্ব্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাঁপে॥
যতেক দেবতাগণ করিছে স্তবন।
আপনি সৃজিয়া শনি মার কি কারন॥
তুমি আদ্যাশক্তি মাতা জগতের গতি।
তোমার মহিমা বলে কাহার শকতি॥
আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে।
শনি যারে দেখে তার মাথা নাহি থাকে॥
পাইয়া তোমার বর তোমাতে পরীক্ষা।
তুমি যদি মার তারে কে করিবে রক্ষা॥
শনিরে না মার, বলে বিধাতা তখন।
স্থির হও, জিয়াইব তোমার নন্দন॥
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা তবে পবনেরে।
মুণ্ড কাটি আন যেবা উত্তরশিয়রে॥
গঙ্গা-নীর খাইয়া ইন্দ্রের ঐরাবত।
উত্তরশিয়রে শুয়ে ছিল নিদ্রাগত॥
কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিল পবন।
রক্তমাংসে জিয়াইল, হৈল গজানন॥
শরীর নরের মত, বদন করীর।
দেখিয়া হইল বড় দুঃখ পার্ব্বতীর॥
সকল দেবের পুত্র দেখিতে সুন্দর।
গজমুখ বসিবেক তাহার ভিতর॥
বিরিঞ্চি বলেন, করি গণেশেরে রাজা।
আগে গণেশের পূজা, পিছে অন্য পূজা॥
গণেশ থাকিতে যেবা অন্য দেব পূজে।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তার, সিদ্ধি নয় কাজে॥

(১) পৃষ্ঠমূলে—পশ্চাৎ দিকে। (২) গণপতি—গণেশ; গণ—প্রমথ (শিবানুচর) গণের পতি।

ঐরাবত-মুখে জীয়াইল লম্বোদর।
হস্তীর শোকেতে কান্দি কহে পুরন্দর ॥
উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া আর ঐরাবত হাতী।
এ সব সম্পদে মম নাম সুরপতি ॥
প্রাণ পাইয়া ঐরাবত গেল নিজ ঘরে।
হেলায় আলস্যে নাই পশ্চিমশিয়রে (১) ॥
দেবীরে বিদায় করি গেল দেবগণে।
গণেশের জন্ম শনি কহিল রাজনে ॥
শুভদৃষ্টে কোপদৃষ্টে যার পানে চাই।
আমার দৃষ্টিতে কেহ রক্ষা পাবে নাই ॥
মনুষ্য হইয়া তুমি আইস বারেবার।
সূর্য্যবংশে জন্ম হেতু পাইলা নিস্তার ॥
সূর্য্যবংশজাত আমি সূর্য্যের কুমার।
এক বংশে জন্ম তেঞি পাইলা নিস্তার ॥
কি কারণে আসিয়াছ তুমি মম পাশ।
বর চাহ, তোমার পূরাব অভিলাষ ॥
তখন বলেন দশরথ যশোধন।
রোহিণীতে তব দৃষ্টে নহে বরিষণ ॥
শনি বলে, আজ হৈতে ছাড়িব রোহিণী।
অবিলম্বে দেশে চলি যাও নৃপমণি ॥
আজি হৈতে তব রাজ্যে হবে বরিষণ।
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥
রোহিণী-বৃষভরাশি হবে যেই জন।
তার রাজ্যে হবে না আমার আগমন ॥
হইয়া রাজারে তুষ্ট শনি দিল বর।
চলিলেন রাজা ইন্দ্র-নিকটে সত্বর ॥
সভাতে বসিয়া ইন্দ্র লয়ে দেবগণে।
দশরথ বসিলেন তাঁর একাসনে ॥
কহিলেন সে সব বৃত্তান্ত পুরন্দরে।
শনিকে প্রসন্ন করিলেন যে প্রকারে ॥
শুনিয়া রাজার কথা দেবরাজ ভাষে।
এক্ষণে হইবে বৃষ্টি তুমি যাও দেশে ॥
সাত দিন বৃষ্টি মাত্র ঝড় না করিব।
তোমার রাজ্যেতে জল যথাকালে দিব ॥
বিদায় হইয়া রাজা গেলেন স্বদেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

রাজা দশরথের কন্যা লাভ।

আজ্ঞা করিলেন ইন্দ্র চারি জলধরে।
সাত দিন বৃষ্টি কর অযোধ্যা নগরে ॥
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত দ্রোণ আর যে পুষ্কর।
চারি মেঘে বৃষ্টি করে পৃথিবী-উপর ॥
নদ নদী সরোবর পূর্ণ হৈল জলে।
অনাবৃষ্টি ঘুচে, বৃক্ষ শোভে ফুল-ফলে ॥
জীবন (২) পাইয়া সব জীবের সমৃদ্ধি (৩)।
তপস্যার অন্তে যেন মনোরথ-সিদ্ধি ॥
দান ধ্যান সদা করে রাজ্যে প্রজাগণ।
সুখে রাজা রাজ্য করে সম্পদ্‌ভাজন ॥
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
রাজার বয়স নয় হাজার বৎসর ॥
সাত শত পঞ্চাশ যে নৃপতিরমণী।
কারু পুত্র নাহি, রাজা বড় অভিমানী ॥
ভার্গব রাজার কন্যা ছিল একজন।
তার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল তখন ॥
পরমা সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা।
স্বর্ণমূর্ত্তি দেখে তার নাম হেমলতা ॥

---

(১) হেলায় আলস্যে নাই পশ্চিম শিয়রে—আলস্য ত্যাগ করিবার জন্য অবহেলা করিয়াও পশ্চিম দিকে মাথা করিয়া শুইবে না, এই অর্থ মনে হয়। প্রবাদ বাক্য—"পশ্চিমে ন চ হেলয়েৎ।" (২) জীবন—জল। (৩) সমৃদ্ধি—ঐশ্বর্য্য। (৪) অঙ্গদেশ—বর্ত্তমান ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

লোমপাদ নামে রাজা দশরথ-সখা।
অঙ্গদেশে ঘর তার ধনের নাহি লেখা॥
জন্মিয়াছে সুতা দশরথের শুনিয়া।
লোমপাদ আনে তারে লোক পাঠাইয়া॥
সত্য ছিল পূর্ব্বেতে করিতে নারে আন।
মহা পুণ্যবান্ রাজা ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান॥
কন্যা রহে লোমপাদ ভূপতির ঘরে।
দশরথ রাজত্ব করেন নিজপুরে॥
লোমপাদ শান্তা নাম রাখে তনয়ার।
সন্তানবিহীন রাজার আনন্দ অপার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মনোরম।
আদিকাণ্ডে গাইলেন শান্তার জনম॥

দশরথ কর্ত্তৃক সিন্ধু বধ।

দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না হয় খণ্ডন।
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন॥
হস্তী ঘোড়া রাজার চলিল শতে শতে।
মৃগ (১) অন্বেষিয়া রাজা বেড়ান বনেতে॥
ভ্রমিয়া বেড়ান রাজা নিবিড় কানন।
অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন॥
শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে।
দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে।
কলসীতে ভরে জল সেই সরোবরে॥
কলসীর মুখ করে বুক্ বুক্ ধ্বনি।
রাজা ভাবে জলপান করিছে হরিণী॥
পাতা লতা খাইয়া পশেছে সরোবর।
ইহা ভাবি বধিতে জুড়েন ধনুঃশর॥
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্রে হানে।
মুনি-পুত্রোপরে বাণ এড়ে সেইক্ষণে॥
মৃগজ্ঞানে বাণ হানে রাজা দশরথ।
বাণাঘাতে মুনি পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
মৃগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি।
মৃগ নহে মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি॥
দেখেন সিন্ধুর বুকে বিন্ধ হয়ে বাণ।
অতি ভীত দশরথ উড়িল পরাণ॥
বুকে বাণ বাজিয়াছে কথা নাহি সরে।
'জল দেহ' বলে মুনি হস্ত-অনুসারে (২)॥
অঞ্জলি পুরিয়া রাজা আনিয়া জীবন (৩)।
মুখে দিবামাত্র মুনি পাইল চেতন॥
শিরে হাত দিয়া রাজা করে অনুতাপ।
ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ॥
মুনি বলে, দশরথ, ভয় কি কারণ।
তোমারে শাপিয়া আমি পাব কত ধন॥
কপালে যা থাকে তাহা না হয় খণ্ডন।
পূর্ব্ব-জনমের কথা হইল স্মরণ॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি রাজার কুমার।
মারিতাম বাঁটুলেতে পক্ষী অনিবার॥
কপোতী-কপোত পক্ষী ছিল এক ডালে।
কপোতেরে মারিলাম একই বাঁটুলে॥
মৃত্যুকালে কপোত আমারে দিল শাপ।
পরজন্মে পাবে এইরূপ মনস্তাপ॥
ব্যর্থ না হইল সেই পক্ষীর বচন।
হইল তোমার বাণে আমার মরণ॥
লইলা আমার প্রাণ কোন্ অপরাধে।
আমারে মারিয়া বড় পড়িলে প্রমাদে॥

---

(১) মৃগ—হরিণ। ছোট হাতীকেও মৃগ বলে। ছোট হাতী অর্থ করিলে মূলের সহিত সাদৃশ্য থাকে। (২) হস্ত-অনুসারে—আঙ্গুলের ইসারায়। (৩) জীবন—জল।

অন্ধ পিতা-মাতা মম শ্রীফলের (১) বনে।
আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে ॥
এ বড়ই দুঃখ মম রহিল যে মনে।
মৃত্যুকালে দেখা না হইল দোঁহা সনে ॥
আমি অন্ধকের প্রাণ হইয়া ছিলাম।
তৃষ্ণায় সলিল, ফল ক্ষুধায় দিতাম ॥
আর কেবা ফল-জল দিবেক দোঁহাকে।
অনাহারে মরিবেন আমা পুত্রশোকে ॥
এই সত্য দশরথ করহ আপনে।
আমা লৈয়া যাও পিতা-মাতার সদনে (২) ॥
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার (৩)।
নহে সৃষ্টি নাশ হবে, মজিবে সংসার ॥
মৃত্যুকালে সিন্ধুমুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে ॥
দেখি দশরথ হইলেন কম্পমান।
খসালেন তাঁর সেই বুক হতে বাণ ॥
ভূপতি ভাবেন, আসি মৃগ মারিবারে।
ঘটিল তপস্বি-হত্যা আমার উপরে ॥
মৃত মুনি তুলি রাজা লইল কাঁধেতে।
অন্ধকের বনে গেল কাঁদিতে কাঁদিতে ॥
হেথা তপোবনে বসি অন্ধক-অন্ধকী।
বামনেত্র ভুজ-স্পন্দে (৪) অমঙ্গল দেখি ॥
অন্ধকী বলেন, নাথ, এ কি কুলক্ষণ।
আজি কেন পুত্রের বিলম্ব এতক্ষণ ॥
অন্ধক বলেন, শুন পাগল গৃহিণী।
আর দিন নিকটে পাইত ফল-পানী ॥
আজি বুঝি গিয়াছে সে দূরস্থ কানন।
সেই হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ ॥
এই কথাবার্ত্তা তাঁরা কহেন দু'জন।
মরা কাঁধে করি রাজা গেলেন তখন ॥
শুষ্ক শ্রীফলের পাতা মচমচ করে।
অন্ধক বলেন, এই পুত্র আইল ঘরে ॥
চক্ষু নাই দু'জনের, দেখিতে না পায়।
আইস পুত্র বলিয়া ডাকিছে উভরায় (৫) ॥
কালিকার উপবাসী করিব পারণ।
ফল-জল দেহ বাপু, রাখহ জীবন ॥
দুই জন ডাক ছাড়ে, রাজার তরাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

দশরথ রাজার প্রতি অন্ধক মুনির অভিশাপ।

দেখি দুই অন্ধে রাজা সন্দেহ অন্তরে।
যাইতে নারেন অগ্রে পাছু যান ধীরে ॥
কহিল অন্ধক মুনি করিয়া বিশ্বাস।
কিবা মাতা-পিতা সঙ্গে কর উপহাস ॥
দেখিতে না পায় মুনি বসিলেন ধ্যানে।
সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেকেতে জানে ॥
চক্ষু ভাসে নীরে, করে করাঘাত শিরে।
বলে, রাজা মারিয়াছ পুত্রে এক তীরে ॥
মুনি বলে, আইস দশরথ নরপতে (৬)।
মৃত পুত্র আনিলে আমাকে দেখাইতে ॥
আর কিবা দশরথ শাপিব তোমাকে।
এইমত তব প্রাণ যাবে পুত্রশোকে ॥
পুত্রশোকে মরিব আমরা দুই প্রাণী।
পুত্রশোকে যে যন্ত্রণা জানিবা আপনি ॥
মুনি শাপ দিল যদি রাজার উপর।
দশরথ কহিছেন প্রফুল্ল-অন্তর ॥

---

(১) শ্রীফলের বন—বেলের বন। কেহ কেহ বলেন, অন্ধক মুনি যেখানে তপস্যা করিতেন তাহাকে শ্রীফল বন বলিত। (২) সদন—গৃহ। (৩) প্রতিকার—এখানে উপায়। (৪) ভুজ-স্পন্দে—হাতের কাঁপুনিতে। (৫) উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে। (৬) নরপতে—রাজন্ (সম্বোধন পদ)।

'শুভমস্তু' (১) মুনিবাক্য না হইবে আন।
দেখিয়া পুত্রের মুখ যায় যা'ক প্রাণ ॥
তোমা দেখি যেন মুনি বিষ্ণুর সমান।
তোমার বচন সত্য হোক, নহে আন ॥
তব শাপে মুনি, মম হরিষ অন্তর।
শাপ নহে, হইল আমার পুত্রবর ॥
অন্ধ বলে, দশরথ বঞ্চিত সন্তানে।
পুত্রশোক শাপ দিনু বর করি মানে ॥
ধ্যান করি জানিল অন্ধক তপোধন।
ইঁহার ঘরেতে জন্মিবেন নারায়ণ ॥
যাহ রাজা, তোমারে দিলাম আমি বর।
চারি পুত্র হবেন তোমার গদাধর ॥
মম শাপে পুত্রশোকে তোমার মরণ।
পুত্র হৈলে একাদশ বৎসর জীবন ॥
ব্যর্থ নাহি হয় কভু মুনির বচন।
মুনির শাপেতে অন্ধ আমার লোচন ॥
পূর্ব্বকথা কহি রাজা, তাহে দেহ মন।
যে শাপে হইল মম অন্ধ এ লোচন ॥
ত্রিজটা (২) মুনির দুই চরণ ডাগর (৩)।
মাগিতে আইল ভিক্ষা মম পিতৃঘর ॥
মুনিরে দেখিয়া পিতা উঠিল তখন।
পাদ্য অর্ঘ্য দেন তাঁরে বসিতে আসন ॥
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে, কেন আগমন।
মুনি কহে, আইলাম ভিক্ষার কারণ ॥
গতকল্য হ'তে আমি আছি উপবাসী।
ভোজন করাহ মোরে তুমি মহাঋষি ॥
অতিথি (৪) বলিয়া পিতা করান ভোজন।
বিদায় হইয়া মুনি যান তপোবন ॥

পিতা আসি কহেন আমারে এই কালে।
দণ্ডবৎ করহ মুনির পদতলে ॥
গোদা পা দেখিয়া তাঁর, ঘৃণা হৈল মনে।
এমন পায়ের ধূলা লইব কেমনে ॥
লইলাম নয়ন মুদিয়া পদধূলি।
আশীর্ব্বাদ দিল মুনি 'এবমস্তু' (৫) বলি ॥
ব্যর্থ না হইল সেই মুনির বচন।
ইহাতে হইল অন্ধ আমার লোচন ॥
সেই মত করিলেন আমার গৃহিণী।
দোঁহারে করিয়া অন্ধ ঘরে গেল মুনি ॥
আমার পাপের রাজা পাইলে প্রমাণ।
শাপে বর হইল, হইবে পুত্রবান্ ॥
এই সত্য দশরথ করিবে পালন।
ঋষ্যশৃঙ্গে (৬) আনি কর যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
শ্রীফল পাইয়াছিলাম ভ্রমিতে কানন।
এই ফল করিলাম তোমাকে অর্পণ ॥
এই ফলে জন্মিবেন দেব চক্রপাণি।
চরুর ভিতরে এই ফল দিও তুমি ॥
পুনশ্চ কহেন মুনি তাঁরে মৃদুস্বরে।
কোথা আছে সিন্ধুপুত্র আনি দেহ মোরে ॥
মৃতপুত্র দশরথ দিলেন আনিয়া।
পুত্র কোলে করি মুনি কান্দে লোটাইয়া ॥
নয়নবিহীন মুনি দেখিতে না পায়।
কোলেতে করিয়া হস্ত শরীরে বুলায় ॥
জন্মিলা যে পুত্র তুমি তপের কারণে।
ঘটিল আমার মৃত্যু তোমার মরণে ॥
অন্ধের নয়ন তুমি হয়েছিলে জানি।
ফল দিতে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় দিতে পানী ॥

(১) শুভমস্তু—শুভ হউক। (২) ত্রিজট—তিন জটাধারী মুনি বিশেষ। (৩) ডাগর—বড়; এখানে গোদা। (৪) অতিথি—ভিক্ষা গ্রহণার্থ যাহাদের আসিবার তিথি নির্দ্দিষ্ট নাই। (৫) এবমস্তু এইরূপই হউক। (৬) ঋষ্যশৃঙ্গ—স্বর্ণমুখী নাম্নী হরিণীর গর্ভে জাত মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র।

গুরুনিন্দা নাহি করি নহে সন্ধ্যা বাদ (১)।
দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাই ভাত ॥
জন্মাবধি আমি পাপকর্ম্ম নাহি জানি।
তবে কেন সিন্ধুপুত্র ত্যজিলা আপনি ॥
পূর্ব্ব জন্মে কার কি করেছি বিঘটন (২)।
গুরুনিন্দা করেছি, হরেছি স্থাপ্যধন (৩) ॥
এতেক বলিয়া মুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ-মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে ॥
পতিব্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে।
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে ॥
তিন মৃত লয়ে রাজা গেল সরোবরে।
অগুরু-চন্দনকাষ্ঠ আনিল বিস্তরে ॥
করিলেন চিতা রাজা উত্তরশিয়রে।
তিন জনে শোয়াইল চিতার উপরে ॥
দুই জন দুই দিকে পুত্র মধ্যখানে।
পোড়াইল তিন জনে বেষ্টিত আগুনে (৪) ॥
চিতা প্রক্ষালিয়া সেই সরোবর-তীরে।
কান্দিয়া আইল রাজা অযোধ্যানগরে ॥

মুনি হত্যা করি রাজা অজের নন্দন।
অমনি কান্দিয়া গেল বশিষ্ঠ-ভবন ॥
গিয়াছেন বশিষ্ঠ তপস্যা করিবারে।
বামদেব পুত্র তাঁর আছেন আগারে ॥
সকল বৃত্তান্ত রাজা কহিলেন তাঁরে।
মুনি হত্যা করিয়াছি বনের ভিতরে ॥
প্রায়শ্চিত্ত ইহার করাও মহাশয়।
কিরূপে হইব মুক্ত, কিসে পাপক্ষয় ॥
মুনি বলে, অকালেতে নাহি যজ্ঞ-দান।
এই পাপে কেমনে পাইবে পরিত্রাণ ॥
বিচার করয়ে মুনি আগম (৫) পুরাণ।
বাল্মীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ ॥
তিনবার বলাইল সেই রাম-নাম।
পাইলেন ভূপতি সে পাপেতে বিরাম ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপে রাজা পাইল পরিত্রাণ।
তাহা দেখি বামদেব হৈল তৃপ্তপ্রাণ ॥
রাজা মুক্ত হইয়া গেলেন নিজ ঘর।
আইলেন সন্ধ্যায় বশিষ্ঠ মুনিবর ॥
ফল মূল ভক্ষণে মুনির সুস্থ মন।
পিতা-পুত্রে কথাবার্ত্তা কন দুই জন ॥
পিতারে কহেন বামদেব নীতিক্রমে।
দশরথ আসিয়াছিলেন এ আশ্রমে ॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু বলে যারে।
মারিলেন রাজা শব্দভেদী শরে তাঁরে ॥
দীনভাবে কহিলেন রাজা এ বচন।
মুনি-হত্যাপাপ মোর কর বিমোচন ॥
অকালে কিছুই নাহি হয় যজ্ঞ দান।
এই হেতু রাম-নাম করিনু বিধান ॥
যোগ যাগ স্নান দান নাহি করিলাম।
তিনবার রাজারে বলানু রাম-নাম ॥
জল ফেলাইয়া যেন দিল তপ্ত তৈলে।
কুপিয়া বশিষ্ঠ মুনি পুত্র প্রতি বলে ॥
এক রাম-নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিন বার রাম-নাম বলালি রাজারে ॥
মোর পুত্র হৈয়া তোর অজ্ঞান বিশাল।
দূর হ রে বামদেব, হও রে চণ্ডাল ॥
লোটাইয়া ধরিল সে পিতার চরণ।
কেমনে হইব মুক্ত কহ বিবরণ ॥

---

(১) সন্ধ্যা বাদ—সন্ধ্যা হীন ; সন্ধ্যা না করা। (২) বিঘটন—অন্যায়। (৩) স্থাপ্যধন—গচ্ছিত ধন ; ন্যাস। (৪) বেষ্টিত আগুনে—বেড়া আগুনে। মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নি করিবার কেহ না থাকিলে দাহকারিগণ সকলে মিলিয়া শবের চারিদিকে আগুন ধরাইয়া দেয়; তাহাকে বেড়া আগুন বলে। (৫) আগম—শিবকথিত শাস্ত্রবিশেষ :—"আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজা-শ্রুতৌ। মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম মুচ্যতে ॥"

না থাকে মুনির মনে কোপ বহুক্ষণ।
বলিলেন তাহারে বশিষ্ঠ তপোধন ॥
যেই রাম-নাম তুমি বলালে রাজারে।
তিনি জন্মিবেন দশরথের আগারে ॥
গঙ্গাস্নানে রঘুনাথ যাবেন যখন।
আগুলিও তুমি পথ রামের তখন ॥
তাঁহার চরণপদ্ম করিহ স্পর্শন।
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল জনম ॥
বলিলেন এরূপ বশিষ্ঠ মহামুনি।
গুহক চণ্ডাল হৈয়া রহিলেন তিনি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুগান।
আদিকাণ্ডে গাহিলেন অন্ধকোপাখ্যান ॥

সম্বরাসুর বধ।

রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
হইল অসুর স্বর্গে নামেতে সম্বর ॥
হইল সম্বর সর্ব্ব দেবতার অরি।
জিনিল অমরাবতী (১) বৈজয়ন্তীপুরী (২) ॥
তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে।
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, বাঁচি কি প্রকারে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, আন রাজা দশরথে।
অসুর সম্বর মরিবেক তার হাতে ॥
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যানগর।
পাদ্য-অর্ঘে দশরথ পূজে পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে, দশরথ, তুমি মোর মিত (৩)।
ঠেকেছি সঙ্কটে, রক্ষা কর এই হিত ॥
অসুর সম্বর নামে তারে আমি হারি (৪)।
খেদাড়িয়া দেবগণে নিল স্বর্গপুরী ॥
আমার সহায় হৈয়া যদি কর রণ।
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণ ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা দশরথ হাসে।
সম্বরে মারিব আমি, তুমি যাহ বাসে ॥
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র গেলেন স্বর্গেতে।
সম্বরে মারিতে সাজে রাজা দশরথে ॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
রাহুত (৫) মাহুত সাজাইল হাতী ঘোড়া ॥
মুদ্গর মুষল কেহ বান্ধিল কামান।
ধানুকী (৬) সাজিছে রথে লয়ে ধনুর্ব্বান।
সাজিছে কটক সব নাহি দিশপাশ (৭) ॥
কটকের পদধুলি লাগিল আকাশ।
গায়েতে পরিল সানা (৮) মাথায় টোপর।
ধনুর্ব্বাণ হাতে রাজা চলিল সত্বর ॥
দিব্য রথ জোগাইল রথের সারথি (৯)।
রথে চড়ি দশরথ চলে শীঘ্রগতি ॥
সম্বরে জিনিতে রাজা করিল গমন।
দশরথে দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
চতুর্দ্দোলে চড়ি রাজা চলে কুতূহলে।
রথ রথী পদাতি তুরঙ্গ হাতী চলে ॥
উত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগরী।
দেখিয়া রাজার সাজ ক্রোধে দেব-অরি (১০) ॥
রাজার উপরে মারে সে জাঠি ঝকড়া।
স্বর্গপুরী ছাইল, রথের ভাঙ্গে চূড়া ॥
দশরথে বাণে বিন্ধি করিল জর্জ্জর।
ভঙ্গ দিল সেনা, রাজা রহে একেশ্বর (১১) ॥
কোপে কাঁপে দশরথ, পূরিল সন্ধান।
অস্ত্রাঘাতে দৈত্যসেনা ত্যজিল পরাণ ॥

---

(১) অমরাবতী—স্বর্গ। বৈজয়ন্তী—ইন্দ্রের প্রাসাদ। (৩) মিত—মিত্র, বন্ধু। (৪) তারে আমি হারি—তাহার নিকট আমি পরাজিত হইয়াছি। (৫) রাহুত—অশ্বারোহী সৈন্য। (৬) ধানুকী—ধনুর্দ্ধারী। (৭) নাহি দিশপাশ—অসংখ্য। (৮) সানা—বর্ম্ম। (৯) সারথি—রথ-চালক; যাহারা রথে ঘোড়া জুতিয়া থাকে। (১০) দেব-অরি—দেবতাদের শত্রু; সম্বরাসুর। (১১) একেশ্বর—একাকী।

নানা অস্ত্র বর্ষণ করেন দশরথ।
ছাইল অমরাবতী পবনের পথ ॥
সম্বরের সেনাগণ সমরে প্রখর।
ভূপতির সেনা বিন্ধি করিল জর্জ্জর ॥
লক্ষ লক্ষ বাণ পূরে সম্বরের সেনা।
পড়িলেক স্বর্গপুরী ছাইয়া ঝঞ্ঝনা ॥
পড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ভূপতির মনে।
এমন অস্ত্রের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে ॥
এক বাণে প্রসবে গন্ধর্ব্ব তিনকোটি।
আপনাআপনা রিপু করে কাটাকাটি ॥
আপনাআপনি করে বাণ বরিষণ।
এক বাণে পড়িল যতেক সেনাগণ ॥
সম্বরের সেনা দেয় রক্তেতে সাঁতার।
ত্রাহি ত্রাহি করি সবে করে হাহাকার ॥
পড়িল সকল সেনা দৈত্য একেশ্বর।
দশরথ-বাণে সেনা পড়িল বিস্তর ॥
দুই জন বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে।
উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে ॥
হইল অমরাবতী বাণে অন্ধকার।
দৈত্যের বাণেতে রাজা না দেখে নিস্তার ॥
দেখিতে না পায় দৈত্য থাকে কোন্‌খানে।
শব্দভেদী দশরথ শব্দ শুনি হানে ॥
কালপ্রাপ্ত দানবের নিকট মরণ।
দূরে থাকি দশরথে করিছে তর্জ্জন ॥
সম্বরের শব্দ রাজা পেয়ে পূরে বাণ।
ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান ॥
এড়িলেক বাণ রাজা শুনে তার কথা ॥
কাটে রাজা দশরথ সম্বরের মাথা ॥
নর হৈয়া মারিলেন অসুর সম্বর।
দেব সহ সুখে রাজ্য পালে পুরন্দর ॥

ইন্দ্র বলে, দশরথ রক্ষা কৈলে মোরে।
বর মাগ দিব, যাহা প্রার্থনা অন্তরে ॥
দশরথ বলে, ইন্দ্র, দেহ এই বর।
যেন মুনি-হত্যা নাহি থাকে মমোপর ॥
শুনিয়া রাজার কথা ইন্দ্রদেব হাসে।
সে পাপ তোমাতে নাই, যাও তুমি দেশে ॥
অন্ধক মুনির কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা শূদ্রাণী জননী ॥
এতেক শুনিয়া দশরথ আইল দেশে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

দশরথের অঙ্গ-ক্ষত আরোগ্য করায় কৈকেয়ীর প্রথম বর লাভ।

পাত্র-মিত্রগণে রাজা দিলেন মেলানি (২)।
অন্তঃপুরে দশরথ চলিল অমনি ॥
সবার অধিক ভালবাসে কৈকেয়ীরে।
সেই হেতু আগে গেল কৈকেয়ীর ঘরে ॥
অস্ত্রসঞ্জীবনী (৩) বিদ্যা জানেন কৈকেয়ী।
দেখিল রাজার অঙ্গ অস্ত্রক্ষতময়ী ॥
মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির গায়।
জ্বালা ব্যথা গেল দূরে, শরীর জুড়ায় ॥
মৃতদেহে যেন পুনঃ পাইল জীবন।
সুস্থ হৈয়া দশরথ বলেন তখন ॥
হে কৈকেয়ি, প্রাণরক্ষা করিলা আমার।
তোমার সমান প্রিয়ে কেহ নাহি আর ॥
বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার।
কোন্ ধন ভাণ্ডারেতে নাহিক আমার ॥
এত যদি বলিলেন রাজা দশরথ।
কৈকেয়ী কুঁজীকে কহে বাক্য অভিমত ॥

---

(১) প্রখর—প্রচণ্ড। (২) মেলানি—বিদায়। (৩) অস্ত্র-সঞ্জীবনী—যে বিদ্যায় অস্ত্রের ক্রিয়া প্রখর হয়

মহারাজ, আমারে চাহেন দিতে বর।
কি বর মাগিয়া লব তাঁহার গোচর ॥
পৃষ্ঠে ভার কুঁজের নড়িতে নারে চেড়ী।
কুঁজ নহে তার সে বুদ্ধির চুবড়ি ॥
কুঁজী বলে, এক্ষণে নাহিক প্রয়োজন।
বর ইচ্ছা হবে যবে বলিব তখন ॥
কৈকেয়ী কুঁজীর বাক্য না করিল আন।
হাসিয়া কহিল রাণী রাজা বিদ্যমান ॥
মহারাজ, আজি বরে নাহি প্রয়োজন।
যখন ঘটিবে কার্য্য মাগিব তখন ॥
আমার সত্যেতে বন্দী রহিলা গোসাঞি।
প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই ॥
নৃপতি বলেন, দিব যাহা চাবে দান।
আছুক অন্যের কাজ দিব নিজ প্রাণ ॥
কৈকেয়ীর কপটে (১) অমরগণ হাসে।
না জানিয়া মৃগ যেন বন্দী হৈল ফাঁসে ॥
এ সত্য পালিতে রাম যাইবেন বন।
বিরিঞ্চি বলেন, তবে মরিল রাবণ ॥
রাজ্য করে দশরথ হরষিত মন।
করেন পুত্রের তুল্য প্রজার পালন ॥
যখন যা হবে তাহা দৈবে সব করে।
হইল রাজার ব্রণ নখের ভিতরে ॥
কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃতসমান।
রাম-নাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আন ॥

দশরথের ব্রণ আরোগ্য করায় কৈকেয়ীর দ্বিতীয় বর লাভ।

ব্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর।
পাত্রমিত্র আনি রাজা বলিল সত্বর ॥
এ ব্যথায় বুঝি মম নিকট মরণ।
সূর্য্যবংশে রাজা হয়, নাহি কোন জন ॥
ধন্বন্তরি (২)-পুত্র এক পদ্মাকর নাম।
আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম ॥
কহিলেন, শুন রাজা পাইবা নিস্তার।
দুই মতে আছয়ে ইহার প্রতিকার ॥
শামুকের ঝোল খাও না করিও ঘৃণা।
নহে নখদ্বারে চুম্ব (৩) দেউক একজনা ॥
রক্ত পূঁয স্রবিতেছে নখের দুয়ারে।
তাহাতে চুম্বন দিতে কোন্ জন পারে ॥
কৈকেয়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে।
রাজা যত দুঃখ পান কৈকেয়ী তা দেখে ॥
রাজার শুশ্রূষা রাণী করে রাত্রি-দিনে।
কহিল কৈকেয়ী রাণী রাজা বিদ্যমানে ॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নাহি গতি।
ব্রণে মুখ দিব, যদি পাও অব্যাহতি ॥
যার ঘরে থাকে রাজা তারে দায় লাগে।
কৈকেয়ী চুম্বিল গিয়া দশরথ আগে ॥
পাকিয়া আছিল সেই নখের বরণ (৪)।
মুখের অমৃত (৫) পেয়ে গলিল তখন ॥
সুস্থ হইলেন রাজা, ব্যথা গেল দূরে।
রক্ত পূঁজ ফেলি দেহ, বলে কৈকেয়ীরে ॥
কর্পূর তাম্বুল প্রিয়ে করহ ভক্ষণ।
বর লহ যাহা চাহ দিব এইক্ষণ ॥

---

(১) কপট—ছলনা। (২) ধন্বন্তরি—দেব-চিকিৎসক; সমুদ্র-মন্থনের সময় সমুদ্র হইতে ইনি উঠিয়াছিলেন। (৩) চুম্ব—চোষা। (৪) বরণ—ব্রণ। (৫) মুখের অমৃত—মুখামৃত; থুতু।

কৈকেয়া বলেন, শুনি রাজার বচন।
যখন মাগিব বর দিওহে তখন ॥
দুই বারে দুই বর থাকুক তব ঠাঁই।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই ॥
শুনিয়া রাণীর কথা দশরথ হাসে।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য দশরথের চিন্তা।

রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর।
একচ্ছত্র (১) মহারাজ যেন পুরন্দর ॥
পাত্র মিত্র ভাই বন্ধু সবাকারে আনি।
বশিষ্ঠাদি আইলেন যত মুনি জ্ঞানি ॥
সভা করি বসে রাজা অমাত্য (২) সহিতে।
অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে ॥
ইহকালে না হইল আমার সন্ততি।
পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি ॥
সন্ততি থাকিলে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
আমার মরণে বংশে নাহি একজন ॥
নবম হাজার বর্ষ বয়স হইল।
এতকালে আমার সন্তান না জন্মিল ॥
অপুত্রক আমি পাই মনে বড় দুঃখ।
প্রভাতে না দেখে লোকে অপুত্রের মুখ ॥
তর্পণের কালে আমি পিতৃলোকে আনি।
অঞ্জলি করিয়া দিই তর্পণের পানি ॥
শীত জল উষ্ণ হয় নাকের নিশ্বাসে।
আমা হৈতে গেল বংশ জল দিবে কে সে ॥
বর দিয়াছেন শ্রীঅন্ধক মহামুনি।
যজ্ঞ কর তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন্ দেশে বৈসে।
কার্য্যসিদ্ধি হয় যদি সেই মুনি আসে ॥
কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃত-সমান।
রাম-নাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আন ॥

ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম-বিবরণ।

কহিতে লাগিল যে বশিষ্ঠ মহামুনি।
শুন ঋষ্যশৃঙ্গের যে উৎপত্তি-কাহিনী ॥
বিভাণ্ডক-মুনি-ভয়ে সর্ব্বলোক কাঁপে।
ত্রিভুবন ভস্ম হয় যদি মুনি শাপে (৩) ॥
তাঁহার তপস্যা দেখি ইন্দ্র ভাবে মনে।
পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র দেবতা পবনে ॥
মুনির নিকটে বায়ু লুকাইয়া থাকে।
বৃক্ষফল খায় মুনি পবন তা দেখে ॥
ফলেতে অমৃত মাখি রাখিল পবন।
ফলযোগে সুধা মুনি করিল ভক্ষণ ॥
ফলের সহিত সুধা খেয়ে মহামুনি।
বলবান্ অতিশয় হইলা তখনি ॥
শুষ্ক দেহ পেয়ে সুধা মহা বলবান।
তপস্যা করেন বনে, চারিপানে চান ॥
তপস্যা করেন মুনি নর্ম্মদার কূলে।
উর্ব্বশী চলিয়া যায় গগনমণ্ডলে ॥
অপরূপ রূপ তার হেরিয়া নয়নে।
বিভোর হইয়া মুনি হারাইল জ্ঞানে ॥
তাহাকে দেখিয়া মুনি হল অচেতন।
মুনির হইল তবে শক্তির ক্ষরণ ॥
তেজোহীন (৪) মহামুনি করি আচমন।
তপস্যানিরত পুনঃ হৈলা তৎক্ষণ ॥

---

(১) একচ্ছত্র—সম্রাট্। (২) অমাত্য—মন্ত্রী; যাঁহারা রাজার সঙ্গে সঙ্গে যান। (৩) শাপে—অভিশাপ প্রদান করে। (৪) তেজোহীন; দুর্ব্বল।

বিধির বিধান কভু খণ্ডন না যায়।
তৃষ্ণায় হরিণী জল সেইক্ষণে খায়॥
জল খেয়ে হরিণী কূলেতে ঘাস চাটে।
ঘাস সহ মুনি-শক্তি সান্ধাইল পেটে॥
কহিতে বিধির লীলা নাহিক শকতি।
মুনির তেজেতে মৃগী হৈল গর্ভবতী॥
দিনে দিনে গর্ভ তার উদরে বাড়িল।
ছয়মাসে পশুবৎ প্রসব হইল॥
মনুষ্য আকার হৈল হরিণী-বদন।
দেখিয়া হরিণী পুত্র ভাবিল তখন॥
মনুষ্যের ডরে আমি ভ্রমি বনে-বন।
আমার গর্ভেতে হৈল শক্রর জনম॥
পুত্র ফেলাইয়া সে হরিণী গেল বন।
আঙ্গুলি চুষিয়া শিশু জুড়িল ক্রন্দন॥
তপস্যা করিয়া বিভাণ্ডকের গমন।
কাননে পড়িয়া শিশু করিছে রোদন॥
বালক দেখিয়া মুনি ভাবে মনে-মনে।
মনুষ্য-আকার দেখি হরিণী-বদন॥
ধ্যানে জানিলেন বিভাণ্ডক তপোধন।
হরিণীর গর্ভে হৈল আমার নন্দন॥
পুত্র কোলে করিয়া গেলেন নিজ ঘরে।
পুষ্প-মধু দিয়া মুনি পোষেন তাহারে॥
নবীন কুশের মূলে করায় শয়ন।
দিনে দিনে বাড়ে বিভাণ্ডকের নন্দন॥
পরম সুন্দর সে বিভাণ্ডকের বেটা।
শাস্ত্রবেত্তা হয় সে কপালে শৃঙ্গ-ফোঁটা (১)॥
কিছুদিন পরে শৃঙ্গ উঠিল কপালে।
ঋষ্যশৃঙ্গ নাম তার থুইল সকলে॥
ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মিলেন হরিণী-উদরে।
ব্রহ্মার সমান যবে বেদ পাঠ করে॥
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন।
তাঁর আশীর্ব্বাদে রাজা হবে পুত্রবান॥
কৃত্তিবাস-কৃত কাব্য অমৃত সমান।
রামকথা বিনা যার মুখে নাহি আন॥

অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ ঋষ্যশৃঙ্গকে লোমপাদ-রাজ্যে আনয়ন।

বশিষ্ঠের বচন হইলে অবসান।
সুমন্ত্র বলেন, রাজা, কর অবধান॥
লোমপাদ রাজা অঙ্গদেশের ঈশ্বর।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনিয়াছিলেন নিজ ঘর॥
দশরথ বলে, পাত্র, কহ বিবরণ।
লোমপাদ আনাইল কিসের কারণ॥
সুমন্ত্র বলেন, দশরথ নৃপবর।
সেই দেশে অনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর॥
লোমপাদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে জিজ্ঞাসিল।
মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি কি হেতু হইল॥
কহিল পণ্ডিতগণ করিয়া বিচার।
না দেখি তোমার রাজা আর দুরাচার॥
তব রাজ্যে আছে বহু বয়স্কা কুমারী (২)।
এই পাপে তব রাজ্যে নাহি বর্ষে বারি॥
বিভাণ্ডক-পুত্র যদি ঋষ্যশৃঙ্গ আসে।
পাপ দূর হয়, আর দেবতা (৩) বরষে॥
নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণা।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি দিবে কোন জনা॥
সেই মুনি আনি মোরে যেবা দিতে পারে।
অর্দ্ধরাজ্য আমি দিব অবশ্য তাহারে॥
তথায় বসিয়া ছিল বুড়ি একজন।
আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন॥

(১) শৃঙ্গ ফোঁটা—শিং-এর চিহ্ন। (২) কুমারী—অবিবাহিতা কন্যা (৩) দেবতা—মেঘ।

স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
ভুলাইয়া আনিব সে মুনির নন্দনে ॥
নৌকা এক সাজাইয়া দেহ ত আমারে।
ফলবান্ বৃক্ষ রোপ (১) তাহার উপরে ॥
চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সন্ততি।
কৌতুকেতে ভুলাইবে যতেক যুবতী ॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা লোমপাদ হাসে।
ভাল যুক্তি বলিয়া সে বুড়িরে সম্ভাষে ॥
সুবর্ণের নৌকা রাজা করিয়া গঠন।
বিচিত্র পতাকা তাহে করিল সাজন ॥
নৌকার উপরে করে স্বর্ণ ছই ঘর।
পরম সুন্দর নৌকা অতি মনোহর ॥
উপরেতে শোভা করে সুবর্ণের বারা (২)।
চারিভিতে শোভে গজ-মুকুতার ঝারা (৩) ॥
সন্দেশ দিলেন নানা খাইতে রসাল।
নারিকেল গুবাক (৪) কাঁটাল রসাল ॥
গঙ্গাজলে শীতল শর্করা মিশ্র করি।
কর্পূরবাসিত দিল পাত্র পূরি পূরি ॥
বাছিয়া বাছিয়া দিল পরম সুন্দরী।
চিনা অতি ভার সে অমরা কি কিন্নরী ॥
কান্দিতে লাগিল সবে মুখে নাহি হাসি।
মুনি-কোপানলে আজি হব ভস্মরাশি ॥
বুড়ী বলে, কেন ভয় করিছ যুবতী।
তোমরা সকলে চল আমার সংহতি ॥
যখন আমার ছিল নবীন বয়স।
কত মুনিগণে আমি করিয়াছি বশ ॥
নর্ম্মদা বাহিয়া যায় পরম হরিষে।
উপস্থিত হয় ঋষ্যশৃঙ্গ যেই দেশে ॥
যেখানে তপস্যা করে বিভাণ্ডক মুনি।
সেই বনে তরুণীরা রাখিল তরণী ॥
বিভাণ্ডকে দেখিয়া সকলে ভয়ে কাঁপে।
ভস্মরাশি করে পাছে শাপ দিয়া কোপে ॥
তপোবনে আছে যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
আসিয়া মিলিল তথা সকল রমণী ॥
তরী হৈতে উত্তরিল সকল নবীনা।
কেহ বংশী পূরয়ে, বাজায় কেহ বীণা ॥
বুড়ীকে বেড়িয়া গান করে নারীগণ।
মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
কামিনীর মুখে গীত কোকিলের ধ্বনি।
শুনি মুনি বেদধ্বনি ছাড়িল অমনি ॥
স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ সেই মুনি নাহি জানে।
মুনি ভাবে, স্বর্গ হইতে আইল দেবগণে ॥
ব্যাকুল হইয়া মুনি দ্বার হৈতে উলে (৫)।
প্রণিপাত করিল বুড়ির পদতলে ॥
মুনি-পুত্র পায়ে পড়ে, ধরি করে কোলে।
বার বার চুম্ব দিল বদনকমলে ॥
এস এস, বলি মুনি তাসবাকে বলে।
আনন্দে গদ্‌গদ সে আসন দিতে চলে ॥
একখানি কুশাসন ছিল মাত্র ঘরে।
বৈস বলি আনিয়া দিলেন সে বুড়ীরে ॥
ফল মূল জল ঘরে ছিল যে সম্বল।
বুড়ীর ভক্ষণ হেতু দিলেন সকল ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বুড়ী ছুঁইল দুই কাণ।
বিষ্ণুপূজা বিনা নাহি করি জলপান ॥
ইতর (৬) যেমন করে আমি কি তেমন।
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনা না করি ভক্ষণ ॥

(১) রোপ—রোপণ কর। (২) বারা—চাঁদোয়া (?) (৩) ঝারা—ঝালর। (৪) গুবাক—সুপারি। (৫) উলে—নামে। (৬) ইতর—নীচ।

মুনি বলে, হোক মোর সফল জীবন।
এইখানে কর আজি বিষ্ণু-আরাধন ॥
দিব্য কুশাসন পাতি দিলেন বুড়ীরে।
পূজা করিবারে বৈসে তাহার উপরে ॥
চক্ষু উলটিয়া বুড়ি নাকে দিল হাত।
মুনি বলে, বিষ্ণু আজি করিল সাক্ষাৎ ॥
কতক্ষণে নাসিকার হাত ঘুচাইল।
এ প্রসাদ লহ বলি মুনিরে ডাকিল ॥
মুনি বলে, আজি মোর সফল জীবন।
বিষ্ণুর প্রসাদ দেহ, করিব ভক্ষণ ॥
ফল ব'লে হাতে দিল গঙ্গাজল নাড়ু।
জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু গাড়ু ॥
মুনি বলে, এই ফল কোথা গেলে পাই।
সঙ্গে ক'রে লয়ে গেলে তব সঙ্গে যাই ॥
খাওয়াইল মিষ্ট দ্রব্য খাইতে সুস্বাদ।
সে-সব খাইয়া মুনি হইল উন্মাদ (১) ॥
কন্যাগণ বলয়ে, খাইলে যে সন্দেশ।
ইহার অধিক আছে, চল সেই দেশ ॥
মুনি বলে, ইহার অধিক যদি পাই।
তোমরা চলহ দেশে আমি সঙ্গে যাই ॥
কুহকে ভুলিল যদি মুনির নন্দন।
দেখিয়া প্রফুল্লচিত্ত যত নারীগণ ॥
আসিয়া মুনির পুত্রে কেহ করে কোলে।
কেহবা সন্দেশ দেয় বদন-কমলে ॥
মুনিকে লইয়া তারা আনন্দে মাতিল।
দেখিয়া মুনির পুত্র উল্লাস (২) হইল ॥
কোন নারী ভুলাইল মিষ্ট সম্ভাষণে।
কেহ বা ভুলায় তাঁরে ভক্ষ্যদ্রব্য দানে ॥
কেহ বা হরিল মন মধুর বচনে।
কেহ বা করিল মত্ত প্রিয় আলাপনে ॥

বুড়ী ভাবে, আজি যদি লয়ে যাই হ'রে।
পাছে বিভাণ্ডক মুনি কোপে ভস্ম করে ॥
আজি পিতা-পুত্রেতে থাকুক একস্থানে।
কহিবে একথা মুনি পিতা-বিদ্যমানে ॥
পুত্রে প্রতি যদি স্নেহ করে তপোধন।
তবে কালি তপস্যায় না যাবে কখন ॥
পুত্রে এড়ি যায় যদি তপস্যার তরে।
তবে কালি লৈয়া যাব মুনির কুমারে ॥
এত যুক্তি সেই বুড়ী ভাবি মনে মনে।
কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে ॥
তপোবনে বৈস হে তোমারে ভালবাসি।
অন্য এক শিষ্যের আশ্রম দেখে আসি ॥
বলিতে লাগিল তবে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি।
তোমার সেবক হ'য়ে তব সঙ্গে আসি ॥
আমারে এড়িয়া যদি যাবে কোন দেশে।
ব্রহ্মহত্যা হবে, তবে মরিব হুতাশে (৩) ॥
বুড়ী বলে, এইক্ষণে ঘরে থাক তুমি।
সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি ॥
এতেক বলিয়া তাঁরে থুয়ে নিজ ঘরে।
সকল কামিনী চড়ে নৌকার উপরে ॥
দিবাকর অস্তগত হইল যখন।
মুনি বলে, না আইল কেন ঋষিগণ ॥
শিরোমণি হারাইল অঞ্চলের নিধি।
বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত কৈল বিধি ॥
কান্দিতে কান্দিতে মুনি বৈসে বৃক্ষতলে।
বিভাণ্ডক তপ করি আইল হেনকালে ॥
পুত্রেরে দেখিয়া মুনি বিচলিত মন।
জিজ্ঞাসিল, কেন বাপু, করিছ ক্রন্দন ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, আগে খাও ফল-জল।
আজিকার বিবরণ কহিব সকল ॥

(১) উন্মাদ—পাগল। উল্লাস—এখানে আনন্দিত। (৩) হুতাশে—অগ্নিতে।

ফল-জল খাইয়া হইল সুস্থমন।
পিতা-পুত্রে কথাবার্ত্তা কন দুই জন ॥
তুমি যেই গেলে পিতা তপস্যার তরে।
স্বর্গ হৈতে ঋষিগণ আইল মম ঘরে ॥
সেই মত ফল নাহি খাই এ জীবনে।
এত রূপ দেখি নাই এ তিন ভুবনে ॥
কত বা ছন্দেতে (১) জটা ধরেছে মাথায়।
কত কুসুমের মালা দিয়াছে তাহায় ॥
কিজাতি মৃত্তিকা-কোঁটা কপালে শোভিত।
গগনমণ্ডলে যেন ভাস্কর (২) উদিত ॥
কিজাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায়।
শ্বেত পীত নীল কত শোভিছে তাহায় ॥
তেমন না দেখি পিতা গাছের বাকল।
শ্বেত রক্ত পীত নীল বরণ উজ্জ্বল ॥
কিজাতি বৃক্ষের লতা সবাকার হাতে।
কতেক মাণিক গাঁথা আছে ত তাহাতে ॥
পরম ব্রাহ্মণ, কারো লোম নাহি মুখে।
বিভোর সতত তাঁরা আমোদে কৌতুকে ॥
তাঁদের মধুর সঙ্গে মধুর বচনে।
স্বর্গবাস হাতে পাই হেন লয় মনে ॥
মনে ভাবে মহামুনি পুত্রের বচনে।
স্ত্রী-পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গ কভু নাহি জানে ॥
বিভাণ্ডক বলে, বাপু, তারা নারীগণ।
কামচারী (৩) রাক্ষসী বেড়ায় বনে-বন ॥
মম পুণ্যে প্রাণ আজি রেখেছে তোমার।
পুনঃ পেলে ধরে খাবে, না পাবে নিস্তার ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, পিতা, না বল এমন।
এমন দয়ালু নাই তাহারা যেমন ॥
কালি যদি বিধাতা মিলায় তাসবারে।
তখনি বিদায় আমি, কহিনু তোমারে ॥
সারা রাত্রি ছিল মুনি পুত্র লয়ে ঘরে।
বুঝাইতে তথাপি না পারিল পুত্রেরে ॥
প্রভাত হইল রাত্রি, উদিত তপন।
পুত্রের বিষয় মুনি ভাবে মনে-মন ॥
যদি আমি ঘরে থাকি পুত্রে করি সাধ।
ধর্ম্ম নষ্ট হবে মম, হবে অপরাধ ॥
কার পুত্র, কার পত্নী, সব অকারণ।
সংসার অসার সব, সত্য নারায়ণ ॥
পুত্রেরে প্রবোধ করিলেন মহামুনি।
কারো সঙ্গে কথা নাহি কহিও আপনি ॥
তাম্রঘটী হাতে নিল, তুলিল তুলসী।
তপস্যা করিতে গেল বিভাণ্ডক ঋষি ॥
অদূরে নৌকার' পরে ছিল নারীগণ।
বিভাণ্ডক গেলে বুড়ী কহিল তখন ॥
চল চল বুড়া মুনি ছাড়ি গেল ঘর।
সবে চল আনি গিয়া মুনির কোঙর ॥
তাল করতাল বীণা কেহ পূরে বাঁশী।
আইল মুনির কাছে সকল রূপসী (৪) ॥
দরিদ্র পাইল যেন হারান যে ধন।
ব্যস্ত মুনি কহে, ধরি বুড়ীর চরণ ॥
আমারে এড়িয়া কালি গেলা পলাইয়া।
সারা রাত্রি কান্দিয়াছি তোমার লাগিয়া ॥
সেই জল দেহ মোরে করিতে ভক্ষণ।
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ, করিব গমন ॥
কর্ম্ম বুঝ সবে কৃত্তিবাসের সুবাণী।
নারীর ছলনে ভুলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ॥

---

(১) ছন্দেতে—ভঙ্গীতে; রচনা-কৌশলে। (২) ভাস্কর—সূর্য্য। (৩) কামচারী—স্বেচ্ছাচারিণী। (৪) রূপসী—সুন্দরী।

ঋষ্যশৃঙ্গের লোমপাদ-রাজ্যে গমন ও অনাবৃষ্টি নিবারণ।

কোলে করি বসাইল নৌকার উপর।
বাহ বাহ বলি বুড়ী ডাকিছে সত্বর॥
তরণী বাহিয়া যায়, মুনি নাহি জানে।
ঋষ্যশৃঙ্গে বলে, বৈস, ব্যাঘ্র আছে বনে॥
লোমপাদ-রাজ্যে মুনি দিল দরশন।
অনাবৃষ্টি ছিল, বৃষ্টি হইল তখন॥
লোমপাদ জানিল মুনির আগমন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে মুনির নন্দন॥
মহারাজ লোমপাদ, শান্তা-অভিধান (১)।
দশরথ-কন্যারে মুনিরে দিল দান॥
যেই দেশে হয় ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান।
অনাবৃষ্টি ঘুচে, হয় সে দেশে কল্যাণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কাব্য অনুপাম (২)।
সানন্দে বসিয়া সবে শুন রাম-নাম॥

ঋষ্যশৃঙ্গের অদর্শনে বিভাণ্ডক মুনির খেদ।

সুমন্ত্র বলেন, শুন রাজা দশরথ।
লোমপাদ নিকটে বুড়ীর বাক্য যত॥
বুড়ী বলে, লোমপাদ, শুনহ বচন।
ভুলাইয়া আনিয়াছি মুনির নন্দন॥
যদি শাপ দেন কোপে বিভাণ্ডক ঋষি।
রাজ্য সহ আপনি হইবা ভস্মরাশি॥
তাঁর ঠাঁই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ।
পথেতে করিয়া রাখ বিহিত বিধান॥
স্থানে স্থানে মহিষ গো রাখহ সত্বর।
গীত বাদ্য নৃত্যোৎসব হউক বিস্তর॥
গীত বাদ্য শুনিয়া তখনি তপোধন।
যত ক্রোধ জন্মে থাকে হবে পাসরণ (৩)॥
বুড়ীর বচন রাজা না করিল আন।
পথে পথে করে গ্রাম বড় বড় স্থান॥
শ্রীঋষ্যশৃঙ্গের গ্রাম বলি তার নাম।
সর্ব্বশস্যযুতা পুরী দিব্য দিব্য গ্রাম॥

ঋষ্যশৃঙ্গ রহিলেন লোমপাদ-ঘরে।
বিভাণ্ডক তপ করি গেলেন কুটীরে॥
আর দিন দূর হৈতে শুনে বেদধ্বনি।
সেদিন না শুনে শব্দ ব্যস্ত হৈল মুনি॥
আকুল হইয়া মুনি দাণ্ডাইল তথা।
কান্দিয়া বলেন, বাছা ঋষ্যশৃঙ্গ, কোথা॥
তপস্যাতে শ্রান্ত হ'য়ে আইলাম ঘরে।
হেথা আসি কহ কথা, দুঃখ যাক্ দূরে॥
বলিতে বলিতে গেল কুটীরের দ্বারে।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে পুত্র নাই ঘরে॥
কমণ্ডলু আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
অজ্ঞান হইয়া মুনি পড়ে বৃক্ষমূলে॥
ক্ষণেক রহিয়া জ্ঞান পাইলেক মুনি।
কোথা ঋষ্যশৃঙ্গ বলি ডাকয়ে অমনি॥
অপত্যের (৪) স্নেহ সম নাহিক সংসারে।
যাহারে দেখেন মুনি জিজ্ঞাসেন তারে॥
মুনি বলে, আছ বনে যত তরুলতা।
দেখেছ তোমরা মম পুত্র গেল কোথা॥
মৃগ-পশু-পক্ষীরে লাগিল শুধাইতে।
তোমরা দেখেছ ঋষ্যশৃঙ্গেরে যাইতে॥
কান্দিয়া কান্দিয়া যান বিভাণ্ডক মুনি।
কত দূর গিয়া পান গ্রাম একখানি॥

(১) শান্তা-অভিধান—শান্তা নাম যার। (২) অনুপাম—সুন্দর। (৩) পাসরণ—বিস্মৃত; ভুলিয়া যাওয়া। (৪) অপত্য—যাহা হইতে বংশ পতিত হয় না।

সকল লোকেরে মুনি শোকেতে শুধান।
কাহার এ গ্রামখানি কহ বিদ্যমান ॥
জোড়হাত ক'রে প্রজাগণ কহে বাণী।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর ইথে রাজা তিনি ॥
লোমপাদ তাঁরে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে।
গ্রাম পশু অশ্ব গজ দিয়াছে যৌতুকে ॥
এই কথা কহিলেক যত প্রজাগণ।
ক্রোধ দূরে গেল, মুনি অতি হৃষ্টমন ॥
সংসার করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ।
পুত্রের কুশল শুনি খণ্ডিল বিষাদ ॥
ভাবে, অপুত্রক রাজা অজের নন্দন।
ঋষ্যশৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
নিমন্ত্রণ হইবেক মম সে যজ্ঞেতে।
সেইকালে দেখা হবে পুত্রের সহিতে ॥
এতেক ভাবিয়া মুনি গেল নিজ বাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

দশরথ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ও ভগবানের চারি অংশে জন্মগ্রহণ।

দশরথ রাজারে সুমন্ত্র ইহা বলে।
মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে ॥
সুমন্ত্র বলেন, মুনি তোমার জামাই।
তাঁহাকে চাহিয়া আন লোমপাদ ঠাঁই ॥
দশরথ লোমপাদ নৃপতির ঘরে।
চতুরঙ্গ (১) সঙ্গে যান হরিষ অন্তরে ॥
রাজার পাইয়া বার্ত্তা লোমপাদ রাজা।
রাজ-উপচারে (২) যত্নে করে তাঁর পূজা ॥
মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া করায় ভোজন।
জিজ্ঞাসেন কোন্ কার্য্যে তব আগমন ॥
দশরথ বলিলেন, শুন মোর বাণী।
অযোধ্যায় লয়ে চল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ॥
অন্ধক মুনির উক্তি আছে, যথাকালে।
পুত্রবান্ হব আমি ঋষ্যশৃঙ্গ গেলে ॥
এমত কহিলে দশরথ নৃপবর।
লোমপাদ লয়ে গেল মুনির গোচর ॥
প্রণাম করেন দশরথ জোড়হাতে।
লোমপাদ পরিচয় লাগিল কহিতে ॥
দশরথ এই রাজা শুনেছ আখ্যান।
তুমি কৃপা কর যদি হন পুত্রবান্ ॥
শান্তা কন্যা বিবাহ যে দিয়াছি তোমারে।
সেই কন্যা জন্মেছিল ইঁহার আগারে ॥
ইঁহার জামাতা তুমি তোমার শ্বশুর।
অপুত্রক তাপিত এ তাপ কর দূর ॥
ধ্যানেতে জানিয়া মুনি মনেতে প্রশংসে।
এই ঘরে বিষ্ণু জন্মিবেন চারি অংশে।
অন্ধক মুনির কথা কভু নহে আন।
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল পয়াণ ॥
তনয়া-জামাতা সঙ্গে চাপি নিজ রথে।
অযোধ্যা আইল রাজা লোমপাদ সাথে ॥
দেখে' মুনি ঋষ্যশৃঙ্গে হৃষ্ট যত প্রজা।
নির্ম্মঞ্ছন (৪) করে তাঁর সবে করে পূজা ॥
বশিষ্ঠাদি আইল সকল মুনিগণ।
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে, কর যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে কর বিষ্ণু-আরাধন।
যত মুনিগণে তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
দশরথ নিমন্ত্রণ করে দেশে দেশে।
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক মুনি আইসে ॥

(১) চতুরঙ্গ—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি। (২) রাজ-উপচারে রাজ-যোগ্য বস্তুর দ্বারা।
(৩) পয়াণ—গমন; (৪) নির্ম্মঞ্ছন—আরতি।

অগস্ত্য আগস্ত্য আর পুলস্ত্য পুলোম।
আইলেন বৈশম্পায়ন দুর্ব্বাসা গৌতম॥
জৈমিনি গৌতম পিপ্পলাদ পরাশর।
পুলহ কৌণ্ডিন্য মুনি আইল নিশাকর॥
মার্কণ্ডেয় মরীচি ভরত ভরদ্বাজ।
অষ্টাবক্র মুনি ভৃগু কূর্ম্ম দক্ষরাজ॥
গর্গমুনি দধীচি আইল শরভঙ্গ।
পূজে রাজা মুনিগণে, বাড়ে মনে রঙ্গ॥
পাতালেতে আইল কপিল মহাঋষি।
সগরসন্তানে যে করিল ভস্মরাশি॥
বেদবান্ চক্রবান্ আইল সাবর্ণি।
জল-ভিতরের আর মুনি মৎস্যকর্ণী॥
সনাতন সনক যে সনন্দকুমার।
সৌভরি আইল মুনি বিষ্ণু-অবতার (১)॥
আইল বাল্মীকি যমুনার কূলে ধাম।
কশ্যপের পুত্র আইল বিভাণ্ডক নাম॥
কতেক আইল মুনি নাম নাহি জানি।
রাজার যজ্ঞেতে আইল তিন কোটি মুনি॥
তিন কোটি মুনি করে বেদ উচ্চারণ।
সবাকার বদনে নিঃসরে হুতাশন (২)॥
পৃথিবীতে কেহ আছে এক পদে ভর।
কেহ অনাহারে আছে সহস্র বৎসর॥
মাথায় কপিল (৩) জটা বাকল বসন।
অন্য কথা নাহি মুখে বিনা নারায়ণ॥
এমন আইল তথা তিন কোটি মুনি।
সঙ্গে কত শিষ্য তার সংখ্যা নাহি জানি॥
মুনিগণে থাকিতে দিলেন বাসাঘর।
পৃথিবীর রাজা আইল অযোধ্যানগর॥
মিথিলার আইল জনক রাজঋষি।
মল্ল মহারাজ আইল রাজ্য যার কাশী।
অঙ্গদেশ-অধিপতি লোমপাদ নাম।
রাজা বঙ্গদেশের আইল ঘনশ্যাম॥
মরীচিপুরের রাজা ভোগ পুরন্দর।
চম্পাপুর হইতে আইল চম্পেশ্বর॥
আইল তৈলঙ্গ রাজা তেজেতে অসীমে।
আইল আটাশী কোটি যে ছিল পশ্চিমে॥
মগধ মাগধ আইল গান্ধার কর্ণাট।
লক্ষকোটি রাজা আইল ছাড়ি রাজপাট (৪)॥
উদয়াস্ত-গিরিতে যতেক রাজা বৈসে।
দশরথ-নিমন্ত্রণে সব রাজা আইসে॥
মেদিনী ভুবনে বৈসে যত রাজাগণ।
নানা রঙ্গে আইলেন সঙ্গী অগণন॥
কহিতে প্রত্যেক নাম নিতান্ত অশক্য (৫)।
রাজা যত আইল আটাশী কোটী লক্ষ॥
যত রাজা গেল দশরথের গোচরে।
রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ সর্ব্বোপরে॥
আসিয়া করিল দশরথ সহ দেখা।
দিলেন বার্ষিক কর সমুচিত লেখা॥
যত ধন এনেছিল রাখিল ভাণ্ডারে।
পৃথক্ পৃথক্ বাসা দিল সবাকারে॥
যজ্ঞ করিছেন রাজা সরযূর তীরে।
মুনিগণ গেলেন রাজার যজ্ঞ-ঘরে॥
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর।
দ্বাদশ যোজন তার আড়ে পরিসর॥
চারিক্রোশ বান্ধিয়াছে যজ্ঞের মেখলা (৬)।
শতেক যোজন উভে (৭) সেই যজ্ঞশালা॥

---

(১) বিষ্ণু-অবতার—বিষ্ণুর স্বরূপ। (২) হুতাশন—অগ্নি; হুত (যজ্ঞীয় হবিঃ) অশন (খাদ্য) বলিয়া অগ্নির নাম হুতাশন। (৩) কপিল—একটু হলুদে আভা বিশিষ্ট কৃষ্ণ বর্ণ; (৪) রাজপাট—সিংহাসন। (৫) অশক্য—অসমর্থ। (৬) মেখলা—হোমকুণ্ডের উপরিস্থিত মৃন্ময় বেষ্টনী। (৭) উভে—উচ্চতায়।

মুনিগণ বৈসে গিয়া ঘরের ভিতরে।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে যজ্ঞারম্ভ করে ॥
স্বস্তিকাদি (১) অগ্রেতে করয়ে মুনিগণ।
সঙ্কল্প করিল তবে অজের নন্দন ॥
দাণ্ডাইল দশরথ জোড় করি হাত।
কহিতে লাগিল সব মুনি সাক্ষাৎ ॥
ছোট বড় নাহি জানি তুল্য সর্ব্বজন।
আজ্ঞা কর কারে আগে করিব বরণ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন, শুনহ রাজন।
আগেতে করহ গুরু বশিষ্ঠে বরণ ॥
ব্রহ্মার তনয় আর কুল পুরোহিত।
উঁহার বরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত ॥
বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘুচাও অভিমান।
বড় ছোট কেহ নহে, সকলি সমান ॥
ভাল ভাল বলিয়া সকল মুনি বলে।
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে ॥
সকলে করিল এককালে বেদধ্বনি।
মুনি-মুখে নিঃসরিল পাবক (২) তখনি ॥
সেই অগ্নি পবিত্র করিয়া মুনিগণ।
অগ্নির কুণ্ডেতে লয়ে করিল স্থাপন ॥
আতপ তণ্ডুল তিল যব রাশি রাশি।
একে একে দিল ঘৃত সহস্র কলসী ॥
একবর্ষ যজ্ঞ করে রাজা দশরথে।
দেবতার ভয় হেথা হইল স্বর্গেতে ॥
বিশ্রবার পুত্র হয় রাজা দশানন।
হীন জ্ঞানে লঙ্কাতে খাটায় দেবগণ ॥
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, কোন্ বুদ্ধি করি।
এই কালে জন্ম কি হে লবেন শ্রীহরি ॥
পুত্রের লাগিয়া দশরথ যজ্ঞ করে।
তাঁর পুত্র হৈলে তবে দশানন মরে ॥
এই যুক্তি করিয়া যতেক দেবগণ।
ক্ষীরোদ সমুদ্রে গেলা যথা নারায়ণ ॥
চারি মুখে ব্রহ্মা গিয়া করেন স্তবন।
কত নিদ্রা যান প্রভু দেব নারায়ণ ॥
পদতলে লক্ষ্মীদেবী করিছেন স্তুতি।
অনন্ত-শয্যায়(৩) শুয়ে আছেন শ্রীপতি (৪) ॥
সকল দেবতা গিয়া দাণ্ডাইল কূলে।
দেখিল যেমন মেঘ ভাসিছে সলিলে ॥
শুইয়া আছেন হরি অনন্ত-উপরে।
বাসুকি সহস্র ফণা তদুপরে ধরে ॥
সেবকগণের প্রতি প্রভু দেহ মন।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা, চেতনে চেতন ॥
বিপত্তি করহ দূর শ্রীমধুসূদন।
চারিমুখে ব্রহ্মা যদি করিল স্তবন ॥
ক্ষীরোদে উঠিয়া বসিলেন নারায়ণ।
চারিদিকে দেখিলেন যত দেবগণ ॥
বসিয়া শ্রীহরি করিলেন এক শব্দ।
সে শব্দে হইল শ্লোক চারিপদ বন্ধ (৫) ॥
হরি করিলেন চারিদিকে নিরীক্ষণ।
ম্লান দেখিলেন সব দেবের বদন ॥
মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসেন নারায়ণ।
তোমা সবাকার শত্রু হৈল কোন্ জন ॥
বিধাতা বলেন, শুন দেব পুরন্দর।
তুমি গিয়া কহ কথা প্রভুর গোচর ॥
আমি বর দিয়াছি দুর্দ্দান্ত রাবণেরে।
তুমি গিয়া কহ দুঃখ প্রভুর গোচরে ॥

---

(১) স্বস্তিকাদি -মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি; সঙ্কল্পিত কার্য্যের সুসমাপ্তি জন্য যে মন্ত্র-পাঠ করা হয়। (২) পাবক – অগ্নি; সমস্ত পবিত্র করে বলিয়া অগ্নির নাম পাবক। (৩) অনন্ত-শয্যা – অনন্তনাগের উপরি রচিত শয্যা। (৪) শ্রীপতি—শ্রী (লক্ষ্মী) পতি (স্বামী) -নারায়ণ। (৫) চারিপদ বন্ধ— চারিপদ যুক্ত। পাঠান্তরে 'চারিপদ।মুক্ত'; কিন্তু ইহার অর্থগ্রহণ করা কঠিন।

দেবগুরু বৃহস্পতি জোড় করি হাত।
প্রভুর আগেতে করিলেন প্রণিপাত ॥
অবধান করহ ঠাকুর ভগবান্।
আপনি জানহ যত দেবতার মান ॥
আগম নিগম তুমি ভারত পুরাণ।
অনাথের নাথ তুমি কর পরিত্রাণ ॥
বিশ্রবা মুনির পুত্র রাজা দশানন।
পাইল ব্রহ্মার বর করি আরাধন ॥
তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে।
দেবের দেবত্ব হরে দুষ্ট দুরাচারে ॥
ঘুচাইল যমের যতেক অধিকার।
সূর্য্যের উদয় নাই, সব অন্ধকার ॥
চন্দ্রের কতেক কব, নাহি তার জ্যোতি।
বহুকাল প্রভু স্বর্গে অন্ধকার রাতি ॥
বরুণের ঘুচিল অগাধ যত জল।
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি, এবে হীনবল ॥
কুবেরের হরে ধন, পাইল তরাস।
গ্রহগণ-অধিকার হইল বিনাশ ॥
সম্বরিল পবন পাইয়া মহাভয়।
সমুদ্রের বেগ অতি মন্দ মন্দ বয় ॥
ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত।
স্বর্গে যত অমঙ্গল হৈল বিপরীত ॥
বসন্তাদি অধিকার ছাড়ে ছয় ঋতু।
নিত্য ভয় পাই সবে রাবণের হেতু ॥
ব্রহ্মার বরেতে সেই হইল দুর্জ্জয়।
তারে বর দিয়া ব্রহ্মা নিজে পান ভয় ॥
তাঁর বর পেয়ে লঙ্ঘে তাঁহারি বচন।
স্বর্গ হৈতে খেদাড়িয়া দিল দেবগণ ॥
কাড়িয়া লইল সে দেবের কন্যা যত।
দেবের শরীরে অপমান সহে কত ॥
ত্রিভুবনে রহিতে কোথাও নাহি স্থান।
যথা যাই, তথা সেই করে অপমান ॥
নিবেদন মহাশয় তোমার চরণে।
রাবণে বধিয়া, রাখ দেব-দেবীগণে ॥
শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ অন্তরে বাড়িল।
ঘৃত পেয়ে অগ্নি যেন প্রজ্বলিত হৈল।
বিনতানন্দনে (১) হরি করেন স্মরণ ॥
চক্র হাতে করি পক্ষে (২) করি আরোহণ ॥
কহিলেন দেবগণে ভয় নাহি আর।
রাবণে সত্বরে আমি করিব সংহার ॥
গরুড়ে চড়িয়া চলিলেন জগন্নাথ।
তখন কহেন ব্রহ্মা প্রভুর সাক্ষাৎ ॥
আমি বর দিয়াছি যে পূর্ব্বে রাবণেরে।
এখন করিলে রণ রাবণ না মরে ॥
নারীর উদরে যদি লও হে জনম।
নর-বানরের হাতে তাহার মরণ ॥
প্রভুর সাক্ষাতে ব্রহ্মা কহেন এ কথা।
জন্মের নামেতে প্রভু হেঁট করে মাথা ॥
বরের সময় ব্রহ্মা হন আগুয়ান।
বিপদে পড়িলে বলে রক্ষ ভগবান ॥
কতবার দুঃখ পাব ললাটে লিখন।
পৃথিবীতে যাব স্বর্গ করিয়া ত্যজন (৩) ॥
পুনশ্চ হরিরে ব্রহ্মা কহেন বচন।
দুষ্ট রাবণের ক্রিয়া (৪) করহ শ্রবণ ॥
হাতে অস্ত্র সূর্য্যদেব লঙ্কার দুয়ারী (৫)।
ইন্দ্র মালা গাঁথি দেন, চন্দ্র ছত্রধারী ॥

---

(১) বিনতানন্দন – গরুড়। (২) পক্ষে – পাখায়; অথবা পাখার উপরে। (৩) ত্যজন – ত্যাগ।
(৪) ক্রিয়া – কার্য্য। (৫) দুয়ারী – দ্বারী; দ্বাররক্ষক।